(চতুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত-সার।)

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চারি বেদের ব্যাখ্যাতা,
'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

পূজনীয় পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ব্যাখ্যাত ও সঙ্কীর্ত্তিত

অভিনব গ্রন্থ।

—:•:—

তৃতীয় খণ্ড।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রকাশক :—
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (শর্ম্মা)।
'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)।

'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৬৫নং, কালীপ্রসাদ ব্যানার্জ্জীর লেন, হাওড়া হইতে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্ঞানবেদ।

—:•:—

প্রস্তাবনা।

— ০ —

মন্ত্রশক্তি পরীক্ষা করুন।

সকল বেদ-মন্ত্রই মানুষের ইহলৌকিক ইষ্টসাধক ও পারলৌকিক মঙ্গলবিধায়ক। তাহারই কয়েকটী মন্ত্র এই খণ্ডে প্রকটিত হইল। শাস্ত্র বলেন,—'এই সকল মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক জপ করিলে অভীষ্টফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

সকল মন্ত্রের ফলাফল পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য আমাদিগের হয় নাই। যাহা একটু পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছি, তাহাতেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অলৌকিক মন্ত্রশক্তি! তাহার ফল অসাধারণ! যদি কেহ অবসর পান, যদি কাহারও ভাগ্য সে অবসর তাঁহাকে প্রদান করে, তিনি মন্ত্রশক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

* . *

পরীক্ষার অন্তরায় দূর করিতে মন্ত্রশক্তির সহায়তা লউন।

তবে পরীক্ষার পক্ষে অন্তরায় আছে—অসংখ্য। পরীক্ষায় প্রথম আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি মনঃস্থৈর্য্য। অন্তঃশুচি বহিঃশুচি সম্পাদন-পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির ও মনঃস্থৈর্য্যের প্রচেষ্টা আবশ্যক। এবম্প্রকারে ইষ্টলাভে

সঙ্কল্পপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিলে, নিশ্চয়ই সুসিদ্ধি আসিবে। ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

সংসারে নানা বিষয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা চলিয়াছে। সুখৈশ্বর্য্য লাভের জন্য মানুষের পরীক্ষার অন্ত নাই। বিজ্ঞান-বলে দিন দিন যে অসাধ্যসাধন হইতেছে, প্রাণপাত পরীক্ষাই তাহার মূলীভূত। তবে দুঃখের বিষয়, পরীক্ষা এখন একদিকেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিকতার পরীক্ষা ভুলিয়া গিয়া, মানুষ এখন জড়-জগতের পরীক্ষাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। দুইটী চক্ষুর একটী চক্ষু অন্ধ হইয়াছে; একটী চক্ষুমাত্র কার্য্যকরী রহিয়াছে। প্রবাহিণীর দুইটী পথের একটী পথ অবরুদ্ধ; অপর পথে ক্ষীণধারা মাত্র প্রবাহিত।

এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য—অন্ধনয়ন উন্মীলন করা,—অবরুদ্ধ নদীর পথ মুক্ত করা। আশা এই যে, মানুষ একবার আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অভিনব পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হউক;—উপেক্ষিত পরিত্যক্ত পথ আর একবার অনুসরণ করিয়া দেখুক। সেই পথেই দেখিতে পাওয়া যাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে—কি অমানুষিক শক্তি সে পথে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে!

কর্ম্মবৈগুণ্যে মানুষের শক্তিক্ষয়ের এবং দুর্দ্দশার অবধি নাই। চেষ্টার পর চেষ্টা করিয়া মানুষ সেই কর্ম্ম-বৈগুণ্য দূর করিবার জন্য প্রযত্নপর রহিয়াছে। কিন্তু কেবল কর্ম্মের দ্বারাই যে কর্ম্ম-বৈগুণ্য দূর করিতে পারা যায়, তাহা বলিতে পারি না। তৎপক্ষে দৈবের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। মন্ত্রশক্তি সেই দৈবের সহায়তা আকর্ষণ করে। কর্ম্মের সহিত দৈবের সংযোগ ঘটিলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

• • •

বাদ-প্রতিবাদের নিরসনে।

এখানে প্রতিবাদের কথা উঠিতে পারে। কেন-না, প্রোক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত ফলও কখনও কখনও প্রত্যক্ষীভূত হয়। এমনও দেখা যায়, দুই ব্যক্তি একই প্রকার অধ্যবসায়ের সহিত একই প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বিফলমনোরথ এবং অপর জন সফলকাম হইতে পারিয়াছে। অপিচ, এমনও দেখা যায়, এক ব্যক্তি দৈবের সহায়তা লাভের জন্য মন্ত্রশক্তির সহায়তা লইয়াও ফললাভ করে

নাই; কিন্তু অপর ব্যক্তি বিনা-মন্ত্র-সাহায্যে ফললাভ করিয়াছে। এবম্বিধ ফলপার্থক্যের কারণ কি?

প্রশ্ন—বিষম সমস্যামূলক! এ প্রশ্নের সমাধান এ পর্য্যন্ত সম্যক্ সাধিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। আমরাও এ প্রশ্নের যে প্রকার সমাধানের চেষ্টা পাইব, তাহাও যে সর্ব্ববাদিসম্মত বা সকলের প্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা মনে করিতে পারি না। তবে দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে একই বস্তু বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্নরূপ প্রতিভাত হয়, ইহাও তো প্রত্যক্ষ করি! অতএব, যে দৃষ্টিতে যে বিশ্বাস লইয়া যে পথে আমরা অগ্রসর হইয়াছি, যত দিন পর্য্যন্ত তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন না হইবে, পরন্তু অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধারণা থাকিবে, সেই পথই তত দিন পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃসাধক বলিয়া তাহারই অনুসরণ করিব; পরন্তু সেই পথের বার্ত্তাই ঘোষণা করিতে প্রযত্নপর রহিব।

সাধারণতঃ যে সংশয়-প্রশ্ন উত্থিত হয়, দেখা যাউক, তাহার নিরসনের পক্ষে কি যুক্তি আছে? এ পক্ষে প্রধান বক্তব্য এই যে,—প্রাক্তন, কর্ম্মফল, অদৃষ্ট বা দৈবশক্তি—স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। একজন জন্মিয়াই কোটীপতি হইয়াছে; অন্য জন জন্মমাত্র দারিদ্র্যের চরম সীমায় নিপতিত রহিয়াছে। এ বৈষম্যের সমাধানে, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এইরূপ, একই পথে একই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, একজন যে সাফল্য লাভ করে, আর একজন যে বিফল-মনোরথ হয়, তাহার কারণ নির্দ্দেশে 'অদৃষ্ট' বা 'প্রাক্তন' অস্বীকার করা যায় না।

এখানে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে—যদি তাহাই হইল, প্রাক্তন, কর্ম্মফল বা দৈবশক্তিই যদি কর্ম্মের নিয়ন্তা রহিল, তবে আর মন্ত্রশক্তির উদ্বোধনায় বা ভগবানের আরাধনায় কি ফল আছে? তাহার উত্তর এই যে,—মন্ত্রশক্তিতে ভগবদারাধনায় প্রাক্তন কর্ম্ম ক্ষয় করে, অভিনব কর্ম্মশক্তি জাগ্রৎ করিয়া দেয়। যাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন; যাঁহাদের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাঁহারা অন্ধকারেই নিমজ্জমান রহিয়াছেন।

•••

এই খণ্ড প্রকাশের লক্ষ্য।

প্রাক্তন, অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল প্রভৃতির মীমাংসা—এ প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নহে। যে প্রসঙ্গে এই ভূমিকার অবতারণা, এখানে তদ্বিষয়ক বক্তব্যই ব্যক্ত করিতেছি।

জ্ঞানবেদের এই খণ্ডে যে সকল মন্ত্র প্রকটিত হইবে, সেই সকল মন্ত্র জপ করিবার বা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, বলিয়াছি তো, অন্তঃশুচি ও বহিঃশুচি প্রথম প্রয়োজন। সহসা অন্তঃশুচি ও বহিঃশুচি সম্ভবপর নহে। সুতরাং তৎপক্ষে প্রথমে কতিপয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। আমাদিগের নিত্যকর্ম্মে এবং পূজা-পদ্ধতিতে যে সকল অনুষ্ঠান প্রথমে প্রয়োজন হয়, মন্ত্র-জপের পূর্ব্বে তাহা সমাধান করা আবশ্যক। আচমন, স্বস্তিবাচন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, সঙ্কল্প প্রভৃতি কার্য্য—মন্ত্র-জপের পূর্ব্বে প্রয়োজন। এ সকল বিষয়ে যাঁহারা অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট অথবা অন্য উপায়ে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কাম্য জাপ্যমন্ত্র প্রকটনের পূর্ব্বে, আনুষ্ঠানিক কয়েকটী মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা আমরা প্রথমে প্রকটন করিতেছি। তাহার পর, কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনে কোন্ মন্ত্র কিরূপভাবে জপ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিব। তবে এখানে একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। স্বার্থ ও পরার্থ বিষয়ে মন্ত্রজপে ফলপ্রাপ্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কেবলই নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা না করিয়া, যদি অপরের ইষ্টসিদ্ধির কামনায় কেহ মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে যত সত্বর ফলপ্রাপ্তি ঘটে, স্বার্থ-বিষয়ে ফলপ্রাপ্তি তত সত্বর সম্ভব না হইতে পারে।

যে শুভসঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া এই খণ্ড জ্ঞানবেদ প্রকটিত হইল, সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক,—জাপ্য-মন্ত্র মানুষের হিতসাধন করুক। উপসংহারে ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। ইতি—৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সাল।

নিবেদক

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী (শর্ম্মা)।

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়, হাওড়া, (কলিকাতা)।

জ্ঞান-বেদ।

——:•:——

আচমন-মন্ত্র।

——•——

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

•.•

মন্ত্রোচ্চারণের লক্ষ্য।

এই মন্ত্রটী নিত্যসত্য-তত্ত্ব-খ্যাপক। জ্ঞানিগণ অবাধে ভগবানের সন্ধান প্রাপ্ত হন—তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারেন। তাহা জানিয়া তাঁহারা সেই পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহাদের গন্তব্য পথের বাধা তাঁহাদিগের জ্ঞানের দ্বারাই অপসৃত হয়।

কিন্তু কর্ম্মের প্রারম্ভে কর্ম্মিমাত্রেই যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধনা বা প্রার্থনামূলক বলিয়াই মনে হয়! আমাতে জ্ঞানের সঞ্চার হউক, আমার জ্ঞান-পথের বাধা দূরে সরিয়া যাউক, আমি যেন অবাধে ভগবদুদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে পারি, আচমনের মন্ত্রে বিষ্ণু-স্মরণে এই লক্ষ্যই প্রকটিত দেখা যায়।

এই মন্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য—জ্ঞানার্জ্জন। জ্ঞানী হইয়া, সজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া, মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউক,—ইহাই এখানকার উপদেশ। অন্তরে যাহাতে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হয়, সেই প্রচেষ্টাই এই মন্ত্রের উদ্বোধনা।

বিদ্যমানেও অনেক সময় অবিদ্যমানতার সংশয় আসে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যরশ্মি পরিদৃষ্ট হয় না। নৈশ-গগনে সূর্য্যের জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ, সূর্য্যদেব চিরবিদ্যমান আছেন। দৃষ্টি-প্রতিরোধক

বস্তুই তাঁহার অবিদ্যমানতা সূচনা করে। এ যেমন প্রহেলিকা, এ যেমন ভ্রান্ত-দৃষ্টির প্রবর্ত্তক, মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ-সূত্রও সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে!

এ মন্ত্র সেই সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয়-জ্ঞাপক। মন্ত্র বলিতেছেন,—'তিনি সেই অবিচলিতভাবেই আছেন; তোমার দৃষ্টিপথে বাধা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তুমিই কেবল তাঁহার সন্ধান পাইতেছ না। চেষ্টা কর—প্রযত্নপর হও;—কিসে সেই বাধা অপসৃত হয়।'

* * *

মন্ত্রের অর্থ।

মন্ত্রের যে অর্থ, যে ভাব সমীচীন হইতে পারে, মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির অনুসরণে ও বিশ্লেষণে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে, নিম্নে তাহার আভাস প্রদান করা হইল। যথা,—

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবি' (আকাশে, নিরাবরণে, সূর্য্যালোকপ্রাপ্তে) 'ইব' (যথা) 'চক্ষুঃ' (নেত্রং) 'আততং' (সমন্তাৎ বিস্তৃতং, অবাধেন সর্ব্বং পশ্যতি ইতি যাবৎ তথা), 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য) 'বিষ্ণোঃ' (সর্ব্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (প্রভাবং, স্বরূপং। 'সদা' (সর্ব্বস্মিন্‌কালে) 'পশ্যন্তি' (অবলোকয়ন্তি)। সূর্য্যালোকসাহায্যেন বাধাবিরহিতাকাশে চক্ষুর্যথা প্রকৃতিপুঞ্জং পরিলক্ষতি, জ্ঞানিনঃ তথৈব জ্ঞানপ্রভাবেন সর্ব্বস্মিন্ কালে ভগবত্তত্ত্বং জানন্তি। যেনাহং ভগবতঃ স্বরূপং জানামি, তদ্দৃষ্টিং মে দেহি ইতি প্রার্থনা।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিরাবরণ আকাশে সূর্য্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ সেইরূপ (পরাজ্ঞান-প্রভাবে) পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠস্বরূপতত্ত্ব) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে—সূর্য্যালোক-সাহায্যে বাধাবিরহিত আকাশে চক্ষু যেমন প্রকৃতিপুঞ্জকে লক্ষ্য করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ জ্ঞান-প্রভাবে সর্ব্বদা ভগবত্তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হয়েন। প্রার্থনা—আমি যেন সেই দৃষ্টি লাভ করি।)॥

* * *

[এই আচমন-মন্ত্র-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন প্রকারে আচমন-মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। অপিচ, বৈদিক আচমন ভিন্ন, তান্ত্রিক আচমনেরও প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাখ্যায় আমরা বৈদিক মন্ত্রের বিষয়ই প্রখ্যাপন করিতেছি।]

—•—

জ্ঞানবেদ।

—— : ০ : ——

স্বস্তিবাচন-মন্ত্র।

তিন-বেদীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন প্রকার 'স্বস্তিবাচন' প্রচলিত আছে। সামবেদ-সংহিতা, যজুর্ব্বেদ-সংহিতা ও ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে যথাক্রমে সামবেদীয়, যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের উচ্চারণীয় স্বস্তিবাচন সঙ্কলিত হইয়াছে। এই স্বস্তিবাচনে যে যে মন্ত্র যে যে বেদীয় ব্রাহ্মণগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, পর্য্যায়ক্রমে সেই সেই মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

* * *

সামবেদীয় স্বস্তিবাচন।

২৩ ১২৩ ১২ ৩২৩১২
ওঁ সোমঁ্ রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
৩ ২উ ৩ ১২ ৩১২ ৩ ২৩১২
আদিত্যং বিষ্ণুঁ্ সূর্য্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্॥

* * *

মন্ত্রোচ্চারণের লক্ষ্য।

'ওঁ সোমং রাজানং' ইত্যাদি বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি' বাক্য উচ্চারণ করা হয়। তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে 'শুভ হউক, সু হউক, মঙ্গল হউক'—ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়।

দেবগণকে আমরা যেন আহ্বান করি, আমরা যেন দেবগণের আশ্রয়-গ্রহণে সমর্থ হই, এ মন্ত্রে এবম্বিধ প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান। দেবগণকে আহ্বান করা, দেবগণের নিকট প্রার্থনা করা বা দেবগণের আশ্রয় গ্রহণ করা—এ সকলের তাৎপর্য্যার্থ কি? তাৎপর্য্যার্থ এই নহে কি—'আমরা

যেন তদ্ভাবে ভাবান্বিত হই—আমরা যেন তদ্‌গুণে গুণান্বিত হই, আমরা যেন তদবস্থায় উপনীত হইতে পারি।'

এখানে এই মন্ত্রে সোম, বরুণ, অগ্নি, আদিত্য, বিষ্ণু, সূর্য্য, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। কে তাঁহারা, তাঁহাদের আশ্রয়-গ্রহণ বা উপাসনাই বা কি,—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, আপনিই স্বস্তি অধিগত হয়। 'সোম, বরুণ, অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করি'—মন্ত্রের এই যে প্রার্থনা, তাহাতে তাঁহাদের ন্যায় গুণসম্পন্ন শক্তিসম্পন্ন হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই মঙ্গল অনিবার্য্য; -বেদমন্ত্র সেই উপদেশ খ্যাপন করিতেছেন।

* . *

মন্ত্রের অর্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত পদাবলীর বিশ্লেষণে মন্ত্রে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের কৃত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে তাহা প্রত্যক্ষ করুন; যথা,

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমং' (সত্ত্বরূপং দেবং, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বোপেতং, সত্ত্বভাবাধারং) 'বরুণং' (করুণাবর্ষকং দেবং, যদ্বা—স্নেহকরুণাময়ং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাধারং দেবং, যদ্বা—জ্ঞানস্বরূপং) 'আদিত্যং' (অনন্তদেবং, যদ্বা—অনন্তসম্বন্ধিনং অনন্তরূপং বা) 'বিষ্ণুং' (বিশ্বব্যাপকং দেবং, যদ্বা—সর্ব্বস্ত ধারকং) 'সূর্য্যং' (প্রকাশরূপং দেবং, যদ্বা—স্বপ্রকাশং) 'ব্রহ্মাণং' (সৃষ্টিকর্ত্তারং, যদ্বা—সত্ত্ব-প্রবর্দ্ধকং) 'বৃহস্পতিং' (প্রজ্ঞানপ্রদাতারং দেবং, যদ্বা—অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নং) 'রাজানং' (হৃদি রাজমানং পরমাত্মানং, ইত্যর্থঃ) 'অন্বারভামহে' (আহ্বয়ামহে, আশ্রয়ামহে—বয়মিতি শেষঃ) অস্মাকং আত্মরক্ষণায় অশেষগুণাধারং ভগবন্তং সর্ব্বথা আশ্রয়েম ইতি ভাবঃ।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বস্বরূপ সোমদেবতাকে, করুণাবর্ষক বরুণদেবতাকে, জ্ঞানাধার অগ্নিদেবতাকে, অনন্ত-স্বরূপ আদিত্যদেবতাকে, বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুদেবতাকে, প্রকাশরূপ সূর্য্যদেবতাকে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদেবতাকে, প্রজ্ঞানদাতা বৃহস্পতিদেবতাকে, হৃদয়ে রাজমান পরমাত্মাকে—আমরা আহ্বান করি অর্থাৎ তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করি। অথবা,—শুদ্ধসত্ত্বোপেত (সত্ত্বভাবাধার); স্নেহ-করুণাময়, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তসম্বন্ধীয় (অনন্তরূপ), সর্ব্বব্যাপী (সর্ব্বধারক), স্বপ্রকাশ, সত্ত্ব-প্রবর্দ্ধক এবং অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন, হৃদয়ে রাজমান পরমেশ্বরকে আমরা আহ্বান করি—আশ্রয় করি। (ভাব এই যে—আমাদিগের আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য)।

যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিবাচন।

(১) ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥

(২) ওঁ গণানাং ত্বা গণপতি৺ হবামহে।

ওঁ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতি৺ হবামহে।

ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধিপতি৺ হবামহে।

বসো মম।

• • •

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

যজুর্ব্বেদীয় এই স্বস্তিবাচন মন্ত্রদ্বয়ের—প্রথমটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্ভুক্ত (১অষ্টক—৬অধ্যায়—১৫বর্গ দ্রষ্টব্য) এবং দ্বিতীয়টী শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার যজ্ঞকাণ্ডে বিনিযুক্ত (২৩অধ্যায়—১৯কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই দুই মন্ত্র এখানে যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিবাচনে প্রযুক্ত হয়। এই দুই মন্ত্র উচ্চারণের পর, "ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি" বাক্য উচ্চারণের বিধি আছে। ভাব এই যে, এই দুই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সুখ, শান্তি ও মঙ্গল অধিগত হইবে।

প্রথম মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক স্বস্তির কামনা করা হইয়াছে; দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই আশ্রয়স্থানভূত ভগবানকে আহ্বান করিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য—ব্যষ্টিভূত ভগবদ্বিভূতি-সমূহ; দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—সেই সমষ্টিভূত ভগবদ্বিভূতির বা ভগবানের প্রতি।

প্রথম মন্ত্রে প্রভূত-মঙ্গল-নিলয় ইন্দ্রদেবতাকে, সকল ধনের পোষণকারী পূষা-দেবতাকে, অনন্তজীবনবিশিষ্ট অরিষ্টনেমিকে এবং প্রজ্ঞানরূপ বৃহস্পতি-দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট স্বস্তি কামনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই সকল দেবতার অধিপতি, সকল সম্পদের অধিস্বামী, সকল প্রিয়বস্তুর আধার, সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থানপ্রদাতা ভগবানকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে।

* • *

মন্ত্র-দুইটীর অর্থ।

মন্ত্রের কোন্ পদে কি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা কোন্ সামগ্রীকে লক্ষ্য করে, সংস্কৃত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং তাহার বঙ্গানুবাদে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি;—

প্রথম মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃদ্ধশ্রবাঃ' (প্রভূতমঙ্গলনিলয়ঃ, প্রকৃষ্টধনোপেতঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তি' (সু অস্তি, সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতি ভবতু বা); 'বিশ্ববেদাঃ' (সর্ব্বজ্ঞানাধারঃ, সর্ব্বধনাধিকারী) 'পূষা' (পোষকঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তি' (সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতি ভবতু বা); 'তার্ক্ষ্যঃ' (সৎপাথগমনশীলঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ বা) 'অরিষ্টনেমিঃ' (অপ্রতিহতঃ অহিংসিতঃ অবিনাশী কালচক্রঃ, যদ্বা—অবাধজীবনগতিঃ, অনন্তজীবনবিশিষ্টঃ দেব ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তি' (সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতি ভবতু বা); 'বৃহস্পতিঃ' (শ্রেষ্ঠানাং পালয়িতা, প্রজ্ঞানরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'দধাতু' (ধারয়তু, রক্ষতু)। অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বাষাং দেবতানাং রক্ষণং অস্মান্ প্রাপ্নোতু; জ্ঞানপ্রভাবেণ বয়ং তৎ রক্ষণং প্রাপ্নুয়াম।

* • *

ঐ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতমঙ্গলনিলয় (প্রকৃষ্টধনোপেত) ভগবান ইন্দ্রদেব আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হয়েন (অথবা—হউন); সর্ব্বজ্ঞানাধার (সকল ধনের অধিকারী) পোষক পূষাদেবতা আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হয়েন (অথবা হউন); সৎপথে গমনশীল বা জ্যোতির্ম্ময় অপ্রতিহত অহিংসিত অবিনাশী কালচক্র অথবা অবাধজীবনগতি অর্থাৎ অনন্তজীবনবিশিষ্ট অরিষ্টনেমি দেবতা আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হয়েন (অথবা হউন); দেবগণের পালয়িতা জ্ঞানরূপ বৃহস্পতি-দেবতা আমাদিগকে ধারণ করুন—রক্ষা করুন। (ভাব এই যে—সকল দেবতার রক্ষা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; জ্ঞান-প্রভাবে আমরা যেন সেই রক্ষা প্রাপ্ত হই।)॥

* • *

দ্বিতীয় মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থাৎ 'গণানাং ত্বা গণপতিং' প্রভৃতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই 'জ্ঞানবেদেরই' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর তাহা উদ্ধৃত হইল না।

—:—

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচন।

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।

স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা ॥ ১ ॥

ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।

বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥ ২ ॥

ওঁ বিশ্বেদেবা নোঽদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।

দেবাঽঅবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।

স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বাস্ত নো অদিতে কৃধি ॥ ৪ ॥

ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।

পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সংগমেমহি ॥ ৫ ॥

(ঋগ্বেদ, ৪ অষ্টক—৩য় অধ্যায়—৭ বর্গ)

মন্ত্র-পঞ্চকের লক্ষ্য।

ঋগ্বেদীয়গণের মধ্যে উক্ত পাঁচটী মন্ত্রের সঙ্গে 'ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি' বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করার প্রথা আছে। মতান্তরে ঐ মন্ত্রের সঙ্গে আরও তিনটী মন্ত্র পঠিত হয়। কিন্তু সে তিনটী মন্ত্র ঋগ্বেদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না; সুতরাং তাহা আর আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয়গণের স্বস্তিবাচন পাঠের যে লক্ষ্য, উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্র-কয়েকটীরও লক্ষ্য তাহাই বলিয়া প্রতীত হয়।

ঐ সকল মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিকট স্বস্তি কামনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয় আমাদিগকে স্বস্তি প্রদান করুন। ঐশ্বর্য্যের আধার ভগদেবতা, অনন্তস্বরূপা অদিতি, পোষণ-কারী পূষা-দেবতা, শত্রুক্ষয়কারী অথবা বলপ্রাণদাতা 'অসুর'-দেবতা * আমাদিগকে স্বস্তি দান করুন। অপিচ, দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোক-ভূলোক, সর্ব্বলোকব্যাপী দেবগণ, প্রজ্ঞানের সহিত আমাদিগকে স্বস্তি দান করুন।'

এইরূপে, বায়ুদেবতাকে, সোমদেবতাকে, বৃহস্পতি-দেবতাকে, ইন্দ্র-দেবতাকে, অগ্নিদেবতাকে ও সকল দেবতাকে আহ্বান করিয়া স্বস্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে। কর্ম্মের প্রারম্ভে সকল দেবতাকে—সর্ব্বদেবভাবকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রাখিবার কামনা এখানে প্রকাশমান। তিন বেদীয় উপাসক-গণের স্বস্তিবাচনেই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্র-পঞ্চকের পদাবলির অনুসরণে নিম্নে তাহাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তদ্দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণের উদ্দেশ্য স্বতঃই সাধারণের বোধগম্য হইবে।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ অশ্বিদেবৌ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'স্বস্তি' (অবিনাশং ক্ষেমং) 'মিমীতাং' (কুরুতাং); 'ভগঃ' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবঃ) অস্মভ্যং স্বস্তি কুরুতাং

---

* ঋগ্বেদীয় এই স্বস্তিবাচনের প্রথম মন্ত্রে 'অসুর' পদ 'দেবতা' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যে ও নিরুক্তে 'অসুর' পদে দেবতা অর্থও সূচিত হয়। আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যায়, ঋগ্বেদের কোন্ কোন্ স্থলে 'অসুর' পদ 'দেবতা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ইতি শেষঃ। 'দেবী অদিতিঃ' (অনন্তশক্তিময়ী ভগবতী) 'অনর্ব্বণঃ' (অপ্রতিহতং) 'স্বস্তি' (সুমঙ্গলং) অস্মভ্যং দধাতু ইতি শেষঃ; 'পূষা' (পোষকঃ রক্ষকঃ দেবঃ) তথা 'অসুরঃ' (শত্রুনিরসিতা প্রাণানাং প্রদাতা বা দেবঃ) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং) 'দধাতু' (প্রযচ্ছতু); তথা 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকসর্ব্বলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুচেতুনা' (শোভনেন প্রজ্ঞানেন সহ) 'স্বস্তি' (সুমঙ্গলং) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ। প্রজ্ঞানেন সহ দেবতানাং কৃপা অস্মাসু অবিচলিতা ভবতু ইতি ভাবঃ॥ ১ ॥

'স্বস্তয়ে' (ক্ষেমায়, অস্মাকং মঙ্গলার্থং) 'বায়ুঃ' (বিশ্বব্যাপকং বায়ুদেবং) তথা 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপং সম্ভাবপ্রদাতারং বা সোমদেবং) 'উপব্রবামহৈ' (স্তুমঃ); 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'ভুবনস্য' (ইহলোকস্য) 'পতিঃ' (পালকঃ রক্ষকঃ বা) স দেবঃ 'স্বস্তি' (সুমঙ্গলং) অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ। 'স্বস্তয়ে' (ক্ষেমায়, অস্মাকং মঙ্গলার্থং) 'সর্ব্বগণং' (সর্ব্বদেবগণোপেতং) 'বৃহস্পতিং' (বৃহতঃ কর্ম্মণঃ মন্ত্রস্য বা পালয়িতারং, জ্ঞানপ্রবর্দ্ধকং বৃহস্পতিদেবং ইত্যর্থঃ) স্তুমঃ ইতি শেষ! 'আদিত্যাসঃ' (অনন্তাঙ্গীভূতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তয়ে' (ক্ষেমায়, মঙ্গলার্থং) 'ভবন্তু' (অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ)॥ ২ ॥

বিশ্বেদেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, নিখিলদেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'অদ্য' (অস্মিন্ কর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তয়ে' (ক্ষেমায়, মঙ্গলার্থং ভবন্তু ইতি শেষঃ); 'বৈশ্বানরঃ' (সৃষ্টিপ্রাণভূতঃ) 'বসুঃ' (সর্ব্বেষাং আধারঃ আশ্রয়ঃ বা) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'স্বস্তয়ে' (ক্ষেমায়, মঙ্গলায়) ভবতু ইতি শেষঃ; 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্নাঃ) 'ঋভবঃ' (দেবত্বপ্রাপ্তাঃ মানবাঃ) 'স্বস্তয়ে' (অস্মাকং মঙ্গলায়) 'অবন্তু' (আবির্ভবন্তু ইত্যর্থঃ); 'রুদ্রঃ' (দুঃখাৎ ত্রাবয়িতা, দুঃখনাশকঃ রুদ্রদেবতা) 'নঃ' (অস্মান্) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'পাতু' (পরিত্রায়তু) তথা 'স্বস্তি' (অস্মাকং মঙ্গলং) বিধায়তু ইতি শেষঃ॥ ৩ ॥

'মিত্রাবরুণা' (হে মিত্রস্থানীয় তথা স্নেহকারুণ্যরূপ দেব!) 'স্বস্তি' (অস্মাকং মঙ্গলং) বিধেহি ইতি শেষঃ; 'রেবতি' (হে ধনাধিষ্ঠাত্রি দেবি!) 'পথ্যে' (অস্মিন্ কর্ম্মণি) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, অস্মাকং মঙ্গলং) কৃধি ইতি শেষঃ; 'ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেবঃ তথা জ্ঞানস্বরূপঃ অগ্নিদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'স্বস্তি' (মঙ্গলং) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ। 'অদিতি' (হে অনন্তস্বরূপ দেব!) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলং বা) 'কৃধি' (কুরু) ইতি শেষঃ॥ ৪ ॥

'পুনর্দ্দতা' (পুনঃপুনঃকৃতং কুকর্ম্মফলোৎপন্নং, কর্ম্মফলজং ইত্যর্থঃ) 'অঘ্নতা' (পাপং) 'জানতা' (যুদ্ধমানেন—জ্ঞানাগ্নিনা ভস্মীভূতং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইব' (যথা নিরলম্বমার্গে অবাধে আকাশে সূর্য্যাচন্দ্রৌ সঞ্চরতঃ তদ্বৎ) 'পন্থাং' (পন্থানং, কর্ম্মমার্গং ইত্যর্থঃ) 'অনুচরেম' (অতিক্রমং করবাণি), তথা 'স্বস্তি' (ক্ষেমং মঙ্গলং) 'সংগমেমহি' (সম্যক্ অধিগচ্ছামি, সর্ব্বতঃ প্রাপ্নোমি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—কর্ম্মফলজনিতং পাপং নিরাকৃত্য অবাধে সৎপথি অগ্রসরপূর্ব্বকং মঙ্গলং অধিকর্ত্তুং শক্নুয়াম ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অমর্য্যাধি-বহির্ব্ব্যাধিনাশক অগ্নিদেবগণ আমাদিগের অক্ষয় মঙ্গল বিধান করুন; ঐশ্বর্য্যাধিপতি ভগ-দেবতা আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন; অনন্তশক্তিময়ী ভগবতী অদিতি আমাদিগকে অপ্রতিহত সুমঙ্গল প্রদান করুন। পোষক ও রক্ষক পূষাদেবতা এবং শক্রনাশক বা প্রাণপ্রদাতা 'অসুর'-দেবতা স্বস্তি প্রদান করুন। দ্যুলোক-ভূলোক-সর্ব্বলোকাধিষ্ঠাত্রী দ্যাবাপৃথিবী-দেবতা আমাদিগের শোভন প্রজ্ঞান বিধান করিয়া সুমঙ্গল প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—প্রজ্ঞান-প্রভাবে দেবগণের কৃপা আমাদিগের মধ্যে অবিচলিত হউক)॥ ১॥

আমাদিগের মঙ্গলের জন্য বিশ্বব্যাপক বায়ু-দেবতাকে এবং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বা সত্ত্বভাবপ্রদাতা সোমদেবতাকে স্তুতি করিতেছি। যে দেবতা ইহলোকের পালক ও রক্ষক, সেই দেবতা আমাদিগকে সুমঙ্গল প্রদান করুন। আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সকল দেবগণের সহিত, কর্ম্মের বা মন্ত্রের পালক জ্ঞান-প্রবর্দ্ধক সেই বৃহস্পতিদেবতাকে স্তুতি করিতেছি। অনন্তের অঙ্গীভূত সকল দেবতা আমাদিগের মঙ্গলের জন্য এই কর্ম্মে আগমন করুন॥ ২॥

সকল দেবতাগণ অর্থাৎ নিখিল-দেবভাবসমূহ এই কর্ম্মে আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্তভূত হউন। সৃষ্টির প্রাণভূত, সকলের আধার বা আশ্রয় জ্ঞানদেবতা মঙ্গলের নিমিত্তভূত হউন। দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্ন দেবত্বপ্রাপ্ত মানবগণ (ঋভুদেবগণ) আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হউন। দুঃখনাশক রুদ্রদেবতা আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন॥ ৩॥

হে মিত্রস্থানীয় ও স্নেহকারুণ্যরূপ মিত্রাবরুণ দেবতা! আপনারা আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। হে ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী রেবতি! এই কর্ম্মে আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেব এবং জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন। হে অনন্তস্বরূপ অদিতি দেবতা! আপনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন॥ ৪॥

পুনঃপুনঃকৃত কুকর্ম্মফলোৎপন্ন অর্থাৎ কর্ম্মফলজ পাপকে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া, সূর্য্যের ও চন্দ্রের ন্যায় অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন নিরবলম্ব মার্গে অবাধ অন্তরিক্ষে সঞ্চরণ করেন, সেইরূপ আমরাও যেন কর্ম্মমার্গ অতিক্রম করিতে পারি এবং মঙ্গলকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—কর্ম্মফলজনিত পাপকে দূর করিয়া অবাধে সৎপথে অগ্রসর হইয়া মঙ্গলকে আয়ত্ত করিতে যেন সমর্থ হই,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা)॥ ৫॥

* * *

উপসংহারে বক্তব্য।

ঋগ্বেদ সংহিতার পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী মন্ত্রের সহিত আর যে দুইটী মন্ত্র ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচনে উক্ত হইয়া থাকে, সেই মন্ত্র-দুইটীও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্॥
অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবা রুহেম॥
ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্।
প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সংবোধেষ্বভয়ং নো অস্তু॥"

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচন (এই খণ্ডের ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মন্ত্রপঞ্চক) উচ্চারণের পর, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয় ('ওঁ স্বস্ত্যয়নং' ইত্যাদি মন্ত্র) উচ্চারণ করার প্রথা আছে। পরিশেষে 'ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি' প্রভৃতি উচ্চারণে স্বস্তিবাচন পরিসমাপ্ত হয়।

এই স্বস্তিবাচনের সঙ্গে কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে। প্রধানতঃ দেখা যায়, স্বস্তিবাচন মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে বা কি লক্ষ্য করিয়া স্বস্তিবাচন উচ্চারিত হইবে, তাহা উল্লেখপূর্ব্বক বলিবেন—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক—কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।" তিন বার এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া হস্তস্থিত আতপ তণ্ডুল তিন বার পরিত্যাগ করিবেন এবং তদন্তে 'ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিবেন।

পুনরায় আরও তিন বার 'ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন' ইত্যাদি উচ্চারণ-পূর্ব্বক 'ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি' ইত্যাদি মন্ত্রে পুনরায় আতপ তণ্ডুল বিকীর্ণ করিতে হইবে। তার পর আরও তিন বার 'ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক 'ওঁ ঋদ্ধতাং ওঁ ঋদ্ধতাং ওঁ ঋদ্ধতাং' মন্ত্রে পূর্ব্বরূপে আতপ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিতে হইবে।

* *

সামবেদীয় এবং ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচনের মধ্যে 'সোমং' পদ পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পদে 'সোম' দেবতার মধ্যে পরিগণিত। এখানে আর 'সোমরস' মাদক-দ্রব্য অর্থ কেহই গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, ঋগ্বেদের স্বস্তিবাচনে "সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ"—এই ব্যাক্যাংশের অর্থে সায়নাচার্য্যের ভাষ্যে সোমকে ভুবনের বা বিশ্বের পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম,—"যঃ সোমঃ ভুবনস্য বিশ্বস্য পতিঃ পালকঃ তং সোমং ভগবন্তং' ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বে এই জ্ঞানবেদে (দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠা হইতে ৫০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অংশে) 'সোম' সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, এই ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচন-মন্ত্রের সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যে তাহারই পোষকতা পরিদৃষ্ট হইবে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

এই স্বস্তিবাচন মন্ত্রে—যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত 'গণানাং ত্বা গণপতিং' প্রভৃতি মন্ত্রের যে অর্থ আমরা (জ্ঞানবেদ, দ্বিতীয়-খণ্ড, ১২৫—১৭০ পৃঃ) গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই সার্থকতা সপ্রমাণ হয়। সুধীগণ লক্ষ্য করিবেন—এখানে আর 'বসো' পদে 'অশ্ব' অর্থ পরিগৃহীত হয় নাই অথবা অশ্বকে সম্বোধন করিয়া রাজমহিষীর সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা দেখা যায় না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কর্ম্মী মন্ত্রার্থের অনুসরণে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন।

—— • ——

জ্ঞানবেদ।

সঙ্কল্প-সূক্ত।

শাস্ত্রে আছে—সঙ্কল্প ভিন্ন কোনও কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। কি জন্য কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্য করিতেছি, তাহা সঙ্কল্প করিয়া অনুষ্ঠানপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ আবশ্যক। সঙ্কল্পের পূর্ব্বে তিন বেদীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে যথাক্রমে তিনটী মন্ত্র উচ্চারণের বিধি আছে।

সেই তিনটী বেদমন্ত্র যথাপর্য্যায় নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

* * *

১। সামবেদীয় সঙ্কল্প-সূক্ত।

ওঁ। দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।

উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥

* *

এই সঙ্কল্প-সূক্ত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'ওঁ সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু' অর্থাৎ 'এই সঙ্কল্পিত অভীষ্ট সিদ্ধ হউক' বলা হয়।

এই সঙ্কল্প-মন্ত্র, ঋগ্বেদ সংহিতায় (৫ম অষ্টক—২অধ্যায়—২২৪সূক্তে) এবং সামবেদ-সংহিতায় (আগ্নেয় পর্ব্বের প্রথম প্রপাঠকে, ষষ্ঠ খণ্ডে, প্রথম অধ্যায়ে, ষষ্ঠ দশতিতে) পরিদৃষ্ট হয়।

* * *

মন্ত্রের লক্ষ্য।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। আমাদের মতে, এই মন্ত্র আত্মোদ্বোধক। এই মন্ত্রে চিত্তবৃত্তি-

সমূহকে সম্বোধন করিয়া, জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে ধারণের কামনা করা হইয়াছে ; ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে অভীষ্ট-সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে নিম্নে আমাদিগের কৃত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করা হইল। তাহাতে মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য উপলব্ধ হইবে।

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মদীয়ং নিবাসস্থানভূতং) 'পূর্ণাং' (সদ্ভাবপূর্ণং) 'আসিচং' (ভক্তিরসেনাসিক্তং হৃদ্প্রদেশং) 'দ্রবিণোদাঃ' (ধনপ্রদঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বিবষ্টু' (কাময়তাং) ; তং দেবং 'উৎসিঞ্চধ্বং বা' (ভক্তিরসেন সম্যক্ সিঞ্চধ্ব') 'উপপৃণধ্বং বা' (সদ্ভাবেন সম্যক্ পূরয়ত) ; 'আদিৎ' (অনন্তরমেব) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'ওহতে' (মোক্ষং বা অভিলষিতং স্থানং প্রাপয়তি)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'অস্মাকং হৃদয়ঃ সদ্ভাবসমন্বিতঃ ভক্তিপ্লুতঃ ভবতু ; তেন বয়ং মোক্ষং অভীষ্টং প্রাপ্নুমঃ।

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের নিবাসস্থানভূত, সদ্ভাবপূর্ণ ও ভক্তিরসাপ্লুত (আমার) হৃৎপ্রদেশকে, ধনপ্রদ দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) কামনা করুন ; তোমরা সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্যক্‌রূপে সিঞ্চন কর এবং সদ্ভাবের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ কর ; অনন্তর (তাহা হইলে) এই দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি তোমাদিগকে অভিলষিত স্থান—মোক্ষ প্রদান করিবেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয় সদ্ভাব-সমন্বিত ভক্তিপ্লুত হউক ; তদ্দ্বারাই আমরা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারি)।

* * *

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা আমরা অনুমোদন করি না। মন্ত্রটী যে সকল-কার্য্যে প্রযুক্ত, সে অর্থে তাহা আদৌ বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের মধ্যে কোনও স্থানেই 'স্রুক্' এবং 'সোমরস মাদকদ্রব্য-জ্ঞাপক' কোনও পদই দৃষ্ট হয় না। অথচ, প্রচলিত মন্ত্রার্থে ঐ দুই বস্তুকে টানিয়া আনা হইয়াছে। একমাত্র 'পূর্ণাং' এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদ দৃষ্টে 'স্রুক্' পদ টানিয়া ভাষ্যে অধ্যাহৃত হইয়াছে। 'স্রুক্' থাকিলেই হবনীয়ের প্রয়োজন ; তাই সোমরস হবনীয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। অপিচ, 'উদ্বা সিঞ্চধ্বং উপ বা পৃণধ্বং' অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিকে সম্প্রদান কর।' এইরূপে, ভাষ্যকারের মতে, এই সাম-মন্ত্রটীর অর্থ হয়—যাজ্ঞিক পুরোহিতেরা যেন বলিতেছেন, —'ধনসমূহের কর্ত্তা অগ্নিদেব যুষ্মদীয় হবিঃপূর্ণ ও আসিক্ত (ভিজা) স্রুক্ কামনা করুন। অতএব সোমের দ্বারা পাত্র সিঞ্চন কর এবং পূর্ণ কর। (এখানে 'বা'-দ্বয়ের অর্থ সমুচ্চয়

অর্থাৎ সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিতে সম্প্রদান কর)। অনন্তর অগ্নিদেব তোমাদের আহুতি পৌঁছাইয়া দিবেন।'

এই অর্থ এখন প্রচলিত। এ অর্থে সঙ্কল্প-সূক্তের সহিত এই মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায় কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সুধীগণ সহসাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

২। যজুর্ব্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত।

ওঁ। যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।

দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

(যজুর্ব্বেদ, ৩৪অ, ১ক)

* * *

মন্ত্রের লক্ষ্য।

মনই সকল মঙ্গলের নিদানভূত। মন যদি সৎপথে প্রধাবিত থাকে, মন যদি বিপথে বিভ্রান্ত না হয়, মন যদি সেই তাঁহার প্রতি একান্তে ন্যস্ত থাকে; তাহা হইলে মানুষকে কোনই অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। মানুষের তাই প্রধান সঙ্কল্প হওয়া আবশ্যক—মন যাহাতে অবিচঞ্চল হইয়া ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত থাকে,—সতের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রযত্নপর হয়। এই মন্ত্রে সঙ্কল্পসূক্তে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। কর্ম্মাকর্ম্ম সকলেরই মূলাধার —মন। অতএব, মনকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য সদা সঙ্কল্পারূঢ় হও।

* * *

আমাদের ব্যাখ্যা।

মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির অনুসরণে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা অনুধাবন করুন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দৈবং' (দেবসম্বন্ধিনং, বিজ্ঞানাত্মাসম্ভূতং ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (সকলসঙ্কল্পকারণং মম মনঃ ইত্যর্থঃ) 'জাগ্রতঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টুঃ চৈতন্যস্বরূপস্য ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'দূরং' (অসন্নিকৃষ্টং ভগবন্তং পরিত্যক্তং ইত্যর্থঃ) 'উদৈতি' (উন্মার্গং গচ্ছতি, বিপথি চলতি), 'তৎ' (তৎ মে মনঃ) 'সুপ্তস্য ইব' (নিদ্রিতস্য জাগরণবৎ, অচেতনে চেতনাসঞ্চারবৎ ইত্যর্থঃ) 'উ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'এতি' (আগচ্ছতু, ভগবতি সংগচ্ছতু ইতি ভাবঃ); 'দূরংগমং' (পথভ্রষ্টং বিপথগং)

'তৎ' (তদিদং) 'মে' (মম) 'মনঃ' (চিত্তবৃত্তিঃ) 'জ্যোতিষাং' (দেবানাং বিজ্ঞাতৃণাং মধ্যে) 'জ্যোতিরেকং' (দেবত্বপ্রাপ্তং, জ্যোতিষাং জ্যোতির্ভিঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) 'শিবসঙ্কল্পং' (মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণং) 'অস্তু' (ভবতু)। অয়ং ভাবঃ—উদ্‌ভ্রান্তং বিপথগামিনং মনঃ বিপথঃ প্রত্যাবৃত্তং সন্তং তদুৎপত্তিস্থানে পরমাত্মনি সংলীয়স্ত ; তেন সুমঙ্গলং সমধিগম্যতাম্।

* *

বঙ্গানুবাদ।

দেবসম্বন্ধী অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা-সম্ভূত, সকল সঙ্কল্পের কারণ, আমার যে মন, সর্ব্বদ্রষ্টা চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের দূরে অর্থাৎ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, উন্মার্গে চলিয়াছে—বিপথে যাইতেছে। আমার সেই মন, অচেতনে চেতনাসঞ্চারবৎ—নিদ্রিতের জাগরণের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে ভগবানে মিলিত হউক। পথভ্রষ্ট বিপথগামী সেই যে আমার মন, দেবগণের মধ্যে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া—জ্যোতির মধ্যে জ্যোতির ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া 'শিবসঙ্কল্প' অর্থাৎ মঙ্গলার্থী হউক। (ভাব এই যে—উদ্‌ভ্রান্ত বিপথগামী মন বিপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাহার উৎপত্তি-স্থান পরমাত্মায় মিলিত হউক এবং তদ্দ্বারা সুমঙ্গল অধিগত হউক)।

* * *

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য।

মন্ত্রের যে অন্বয়ে যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিলাম, অন্যরূপ অন্বয়েও সে অর্থ সে ভাব গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তাহার আর আবশ্যক নাই। মন্ত্রের যাহা মুখ্য লক্ষ্য, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

যাঁহা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি, যে অমৃতের সন্তান আমরা, তাঁহার সহিত সম্মিলনের চেষ্টা করাই আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধক। কিন্তু সে পথে অগ্রসর না হইয়া, সে পক্ষে চেষ্টা না করিয়া, আমরা ক্রমেই তাঁহা হইতে দূরে চলিয়াছি। আমাদিগের মনই আমাদিগকে দূরে লইয়া চলিয়াছে। মনের অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া, আমরা নিত্য নূতন পথে প্রধাবিত হইতেছি। এই সঙ্কল্প-মন্ত্র আমাদিগকে ভ্রান্তপথের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া অমৃতের সন্ধানে আমাদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে। আমাদিগের মনকে যদি সেই পথে পরিচালিত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদিগের সঙ্কল্প—শিবসঙ্কল্প অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদ হইবে।

—— • ——

৩। ঋগ্বেদীয় সঙ্কল্প-সূক্ত।

ওঁ। যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী।

ইন্দ্রাণীমহ্ব ঊতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥

(ঋগ্বেদ, ২অষ্টক—৭অধ্যায়—১৭বর্গ)

* * *

ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উপরি-উদ্ধৃত ঋঙ্মন্ত্রটী সঙ্কল্পসূক্তরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে এবং এই মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির অনুসরণে সহসা যে অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহাতে সঙ্কল্পসূক্ত মধ্যে স্বস্তি-কামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ কল্পনা করা যায় না।

মন্ত্রান্তর্গত পদাবলি বড়ই সমস্যাপূর্ণ। সুতরাং উহা হইতে যত প্রকার অর্থ আমনন করা হইয়াছে, তাহাতেও সমস্যার অন্ত নাই। কেহ কেহ গুঙ্গু, সিনীবালী, রাকা, সরস্বতী প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ে চারিটী বিভিন্ন-নামধেয় নদী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এই,—'সেই যে ভীষণা গুঙ্গু নদী, সেই যে ভীষণা সিনীবালী নদী, সেই যে ভীষণা রাকা নদী, আর সেই যে ভীষণা সরস্বতী নদী, তাহা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ইন্দ্রাণীকে (ইন্দ্র-পত্নীকে) এবং সেই নদী উত্তরণে বিপদ-পরম্পরা হইতে পরিত্রাণের জন্য বরুণানীকে (বরুণ-পত্নীকে) আহ্বান করিতেছি।'

এই অর্থ উপলক্ষে মধ্যএসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারত আগমনের যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আর্য্যগণ যখন ঐ সকল নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের জন্য চেষ্টান্বিত হন, তখন উহাদের ভীষণতা দেখিয়া বিচক্ষণ হইয়া পড়েন। বিভীষিকা পাইয়া নদী উত্তরণের জন্য ইন্দ্রাণীকে আহ্বান করেন এবং স্বস্তি-লাভের জন্য বরুণানীর শরণাপন্ন হন। পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থে এই এক প্রকারের ভাব মন্ত্র হইতে গ্রহণ করা হয়।

মন্ত্রের আর এক প্রকার অর্থ আমনন করা হয়—'সেই যে ভীষণা অমাবস্যার রাত্রি, আবার সেই যে ভীষণা অন্ধকারময়ী রজনী; অপিচ, সেই যে আনন্দোৎফুল্লা পৌর্ণমাসী নিশি, আর সেই যে শ্বেতশুভ্রা জোৎস্নাকরোজ্জ্বলা রজনী,—সকল অবস্থায় সকল সময়ে পরিত্রাণের জন্য ইন্দ্রাণীকে এবং শান্তির জন্য বরুণানীকে আহ্বান করা হইয়াছে।' এতদুভয় প্রকারের ব্যাখ্যাতেই ইন্দ্রাণী ও বরুণানী পদের যৌগিক অর্থের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে।

মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষ্য-বিশেষণ প্রভৃতি পদই স্ত্রীলিঙ্গান্ত। 'ইন্দ্রাণীং' এবং 'বরুণানীং' পদদ্বয় দৃষ্টে ইন্দ্রনামধেয় এবং বরুণনামধেয় দেবতাবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের পত্নীর প্রতি সহসা লক্ষ্য আসিয়া থাকে।

আমরা কিন্তু সে পথে গমন করিয়া মন্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য পরিহার করিতে প্রস্তুত নহি। পরন্তু যে মনীষী মহাত্মার প্রবর্ত্তনায় এই মন্ত্র ঋগ্বেদীয় সঙ্কল্প-সূক্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, তাঁহার শুভ উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিলে মন্ত্রের ভাব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

এই মন্ত্রে জগন্মাতার—বিশ্বমাতার—করুণা কামনা করা হইয়াছে। ইহসংসারে মাতৃস্নেহের তুলনা নাই। তাই নানা ভাবে নানা রূপে ভগবানকে আহ্বান করিতে করিতে, পরিশেষে মাতৃভাবে তাঁহাকে স্মরণ করা হইয়াছে। জননীর নিকট সন্তান যাহা প্রার্থনা করে, সহসাই তাহা প্রাপ্ত হয়। তাই এখানে তদ্রূপ মাতৃত্বের বিশেষণে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'যিনি অমাবস্যা বা অজ্ঞানতা, আবার যিনি পৌর্ণমাসী বা পূর্ণজ্ঞানরূপিণী, সেই ধনাধিষ্ঠাত্রী কর্ম্মরূপিণী দেবীকে আমাদিগের মঙ্গলের জন্য এবং পরিত্রাণের জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি।'

জগন্মাতা জগজ্জননী কেমনভাবে বিশ্বের সহিত বিদ্যমান আছেন, এই মন্ত্রে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ধকারও তিনি, আলোকরশ্মিও তিনি; পৌর্ণমাসীও তিনি, আবার অমাবস্যাও তিনি! জ্ঞানও তিনি, অজ্ঞানও তিনি। বিভিন্ন বিপরীত সকল ভাবের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান! শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার এই সর্ব্বস্বরূপিণী মহিমার মাহাত্ম্যই পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। চেতনের মধ্যেও তিনি, অচেতনের মধ্যেও তিনি; নিদ্রাতেও তিনি, জাগরণেও তিনি, ক্ষুধাতেও তিনি, তৃপ্তিতেও তিনি। সেখানে সেই যে তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া বলা হইয়াছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এখানেও সেই আহ্বান! এখানেও প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণি জননি, এস মা! আমার এই সঙ্কল্পে সিদ্ধি প্রদান কর।'

কি প্রকারে ঐ ভাবের অর্থ মন্ত্রে পরিগ্রহণ করা যায়, আমাদিগের কৃত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে সে আভাস প্রাপ্ত হউন।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যা' (লোকপ্রসিদ্ধা) 'গুঙ্গূঃ' (অমাবস্যা), 'যা' (লোকপ্রসিদ্ধা) 'সিনীবালী' (অজ্ঞানতা), 'যা' (লোকপ্রসিদ্ধা) 'রাকা' (পৌর্ণমাসী), 'যা' (লোকপ্রসিদ্ধা) 'সরস্বতী' (প্রজ্ঞানপ্রদাত্রী), 'ঊতয়ে' (পরিত্রাণায়) 'স্বস্তয়ে' (সুমঙ্গলার্থং চ), 'ইন্দ্রাণীং' (ধনাধিষ্ঠাত্রীং) 'বরুণানীং' (করুণাবর্ষণশীলাং) তাং জগন্মাতাং 'অহ্বে' (আহ্বয়ামি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণী জগন্মাতা অস্মান্ পরিত্রায়তু সুমঙ্গলঞ্চ বিধায়তু।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে লোকপ্রসিদ্ধা অমাবস্যা, যে লোকপ্রসিদ্ধা অজ্ঞানতা, যে লোকপ্রসিদ্ধা পৌর্ণমাসী, যে লোকপ্রসিদ্ধা প্রজ্ঞানপ্রদাত্রী, পরিত্রাণের নিমিত্ত ও সুমঙ্গলের জন্য, সেই ধনাধিষ্ঠাত্রী করুণা-বর্ষণশীলা জগন্মাতাকে আহ্বান করিতেছি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণী জগন্মাতা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন এবং আমাদিগের সুমঙ্গল বিধান করুন)।

* *

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

এখানে বিভিন্ন দেবতাকেও আহ্বানের ভাব আসিতে পারে। আবার একই দেবতার—যিনি সকল ধনের অধীশ্বরী, আবার যিনি করুণার প্রস্রবিণী, তাঁহারও আহ্বান সূচিত হইতে পারে। জ্ঞান অজ্ঞান সকলের যিনি মূলীভূত, যাঁহার ঐশ্বর্য্যেরও সীমা নাই, আবার করুণা-বর্ষণেরও সীমা নাই; অভীষ্ট সিদ্ধির সঙ্কল্পে তিনি সহায় হউন,—মাতৃরূপে মাতৃ-ভাবে মাতৃস্নেহ স্নেহকরুণা বিতরণ করুন,—সঙ্কল্প-সূক্তের ইহাই লক্ষ্য।

—•—

জ্ঞানবেদ।

গায়ত্রী-মন্ত্র-জপ

যথানিয়মে গায়ত্রী-মন্ত্র-জপে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। দ্বিজাতির পক্ষে গায়ত্রী-মন্ত্র-জপের ন্যায় শ্রেয়ঃসাধক আর দ্বিতীয় নাই। শাস্ত্র বলেন,—কালপ্রভাবে বেদমন্ত্র-সমূহ দোষযুক্ত হয়। সেই কালদোষ নিবারণের জন্য, বেদমন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে প্রথমে গায়ত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

গায়ত্রী-জপে সকল কলুষ নিবৃত্ত হয়। তার পর উদ্দেশ্যানুরূপ মন্ত্র-জপে অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। তবে, গায়ত্রী-মন্ত্র জপ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম-সমূহ পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ গায়ত্রী-মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য ত্রিশ সহস্র বার গায়ত্রী-মন্ত্র জপের বিধি আছে। তার পর সমস্ত বেদমন্ত্র সিদ্ধির জন্য এক লক্ষ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবার বিধি পরিদৃষ্ট হয়। এখনকার চঞ্চল-চিত্ত মানুষের পক্ষে এ প্রকার জপ-কার্য্য কঠোরকৃচ্ছ্র সাধনা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ কহেন,—এই জপের মূল লক্ষ্য—চিত্তস্থৈর্য্যসম্পাদন। ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইতে পারিলে সর্ব্বসিদ্ধি অধিগত হয়। তখন, যে উদ্দেশ্যে যে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইবে, তাহাতে তদনুরূপ সুফলপ্রাপ্তি ঘটিবে।

যে পদ্ধতিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা সকলকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছি, তাহা ঋষিগণেরই প্রদর্শিত পন্থা। যাঁহারা ঋষিবাক্যে বিশ্বাসবান এবং শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে পরীক্ষা করিয়া দেখুন—কেমন বৈদ্যুতিক-ক্রিয়ায় অভীষ্ট-ফল অধিগত হয়।

যে গায়ত্রী-মন্ত্র এমন সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ, অমৃতত্ব-লাভের হেতুভূত, সেই গায়ত্রী-মন্ত্র ও তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি ; যথা—

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ওঁ' (বিষ্ণুশিবব্রহ্মাত্মকঃ প্রণবঃ বীজমন্ত্রঃ, তাৎপর্য্যার্থঃ—হে ভগবন্! মঙ্গলমস্তু)।

'ভূঃ' (ভূর্লোকস্থিতদেবভাবাঃ) 'ভুবঃ' (ভুবর্লোকস্থিতদেবভাবাঃ) 'স্বঃ' (স্বর্লোকস্থিত-দেবভাবাঃ) মম হৃদয়ে অধিতিষ্ঠন্তু ইতি শেষঃ। ময়ি দেবভাবসমূহং বা আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ। অথবা—ত্রিলোকরূপে বিশ্বরূপে বিদ্যমান হে ভগবন্! মাং পরিত্রায়স্ব বা ইতি শেষঃ।

'যঃ' (জ্ঞানস্য প্রেরকঃ যঃ সবিতৃদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ঃ' (বুদ্ধীঃ, কর্ম্মাণি) 'প্রচোদয়াৎ' (প্রকর্ষেণ প্রেরয়তি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায় নিয়োজয়তি ইতি যাবৎ), তস্য 'দেবস্য' (দ্যোতমানাত্মকস্য) 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রেরকস্য ব্রহ্মণঃ) 'বরেণ্যং' (শ্রেষ্ঠং, সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং জগদ্ব্যাপ্যং) 'ভর্গঃ' (সর্ব্বপাপানাং ভর্জ্জনসমর্থং তেজোমণ্ডলং, দুরিতনাশকং জ্যোতিঃ) বয়ং 'ধীমহি' (ধ্যায়ামঃ)।

সর্ব্বপাপানাং নাশকঃ সদ্বুদ্ধিপ্রদাতা সৎকর্ম্মাণি প্রবৃত্তিবর্দ্ধকঃ যঃ পরব্রহ্মঃ তস্য পরমং তেজঃ সদা বয়ং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

বঙ্গানুবাদ।

বিষ্ণুশিবব্রহ্মাত্মক প্রণব বীজমন্ত্র—ওঁ। তাৎপর্য্যার্থ—'হে ভগবন! মঙ্গল হউক।'

ভূলোকস্থ দেবভাবসমূহ, ভুবর্লোকস্থ দেবভাবসমূহ, এবং স্বর্গস্থিত দেবভাবসমূহ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। অথবা, ত্রিলোকরূপে বিশ্বরূপে বিরাজমান হে ভগবন্! আমায় পরিত্রাণ করুন।

যিনি (জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিতৃদেব) আমাদিগের বুদ্ধিকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করেন, সেই দ্যোতমান জ্ঞানপ্রেরক সবিতৃদেবের (পরব্রহ্মের) শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপনাশক জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি।

সকল পাপের নাশক সদ্‌বুদ্ধির প্রদাতা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিবর্দ্ধক যে পরব্রহ্ম, তাঁহার পরম তেজ যেন সর্ব্বদা আমরা হৃদয়ে ধারণ করি। মন্ত্র এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে।

* * *

মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আলোচনা।

দ্বিজাতিগণের নিত্য-জাপ্য এই গায়ত্রী-মন্ত্র যুগপৎ আত্মোদ্বোধক ও পরব্রহ্মের অনুধ্যান-মূলক। এই মন্ত্রে প্রথমে সমস্ত দেবভাবকে আহ্বান করা হইয়াছে। ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে,—'কি স্বর্গে, কি অন্তরিক্ষে, কি পৃথিবীতে যত প্রকার দেবভাব আছে, সকলই যেন আমি অধিকার করিতে পারি। সাধনার পথে যতই অগ্রসর হইব, ততই দেবভাবসমূহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে; ততই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হইবে—ততই ভগবানের অনুকম্পা লাভে সমর্থ হইব।' এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অর্চনাকারী প্রথমে বলিতেছেন,—'স্বর্গে, অন্তরিক্ষে বা পৃথিবীতে যত দেবভাব আছে, ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ যত শুদ্ধসত্ত্বভাব আছে, সমস্তই আমাতে অধিষ্ঠিত হউক।' পরিশেষে পরব্রহ্মের দিব্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ জন্য পরব্রহ্মে লীন হইবার অভিপ্রায়ে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন; বলিতেছেন,—'তাঁহার জ্যোতিঃ যেন আমাতে মিলিত হয়, আমি যেন তাঁহাতে বিলীন হইতে পারি।'

'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্রে অগ্ন্যাধ্যান-যাগে আর এক অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। সেখানে 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই পদত্রয়ে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা আত্মা প্রজা (পুত্রপরিজনাদি) ও পশুসমূহ অর্থ গ্রহণ করা হয়। সেখানে, অগ্ন্যাধ্যান-যাগের প্রার্থনা থাকে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা আত্মা প্রজা ও পশু সমূহ সকলে আমার বশীভূত হউক অথবা সকলের মঙ্গল হউক। ঐ সকলকে বশীভূত করিতে হইলে, প্রকাশ এই যে, অগ্ন্যাধ্যান যাগ পূর্ব্বক ঐ মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

কিবা প্রাচ্যে, কিবা পাশ্চাত্যে, এই মন্ত্রের অর্থ বিষয়ে বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে; পুরাণ গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিনিযুক্ত রহিয়াছেন; স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা, মহীধরের ব্যাখ্যা—এ সকল ব্যাখ্যা তো আছেই! পরন্তু পাশ্চাত্যদেশের যে পণ্ডিত যখনই ভারতের শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যার প্রতি তখনই তিনি প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

এই গায়ত্রী-মন্ত্র জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই মন্ত্র মানুষকে দেবত্বের পথে অগ্রসর করে। সুতরাং এ মন্ত্রের মর্ম্ম বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তজ্জন্য আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রের কয়েকটী প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম।—যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যা;—"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্॥ মনো বুদ্ধিস্তথাত্মা চ অব্যক্তঞ্চ যদুত্তমম্। চতুর্ব্বিংশ-ত্যেতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু। প্রণবং পুরুষং বিদ্ধি সর্ব্বগং পঞ্চবিংশকম্॥"

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম;—"পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চমহাভূত, মন বুদ্ধি আত্মা আর অব্যক্ত—এই চতুর্ব্বিংশতি গায়ত্রীর অক্ষর। পরম পুরুষ প্রণব লইয়া পঞ্চবিংশ।"

দ্বিতীয়।—তন্ত্রের ব্যাখ্যা। গায়ত্রী-তন্ত্রে আছে,—"অগ্নির্বায়ুঃসূর্য্যবিদ্যুৎযমবরুণ এব চ। বৃহস্পতিঃ পর্জ্জন্য ইন্দ্রো গন্ধর্ব্ব এব চ। পূষা শিবশ্চ ত্বষ্টা চ বাসবশ্চ মরুত্তথা। সোমাঙ্গিরা বিশ্বেদেবা অশ্বিনৌ চ প্রজাপতিঃ। সর্ব্বদেবশ্চ রুদ্রশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তু দেবতাঃ। জপকালে চিন্তনীয়াস্তাসাং সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥"

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম,—"গায়ত্রীর ১ম অক্ষর অগ্নি দেবতা, ২য় অক্ষর বায়ুদেবতা, ৩য় সূর্য্যদেবতা, ৪র্থ বিদ্যুৎ দেবতা, ৫ম যম দেবতা, ৬ষ্ঠ বরুণ, ৭ম বৃহস্পতি, ৮ম পর্জ্জন্য, ৯ম ইন্দ্র, ১০ম গন্ধর্ব্ব, ১১শ পূষা, ১২শ মিত্রাবরুণ, ১৩শ ত্বষ্টা, ১৪শ বাসব, ১৫শ মরুত, ১৬শ সোম, ১৭শ আঙ্গিরস, ১৮শ বিশ্বদেব, ১৯শ অশ্বিনীকুমার, ২০শ প্রজাপতি, ২১শ সর্ব্বদেবতা, ২২শ রুদ্র, ২৩শ ব্রহ্মা, ২৪শ বিষ্ণু।"

তৃতীয়।—বিষ্ণু কর্তৃক গায়ত্রীয় গুণ ব্যাখ্যা;—"যস্তথাভূতভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জগজ্জ্যোতীরসামৃত ভূরাদিলোকত্রয়াত্মক-সকল-চরাচরস্বরূপ-ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর সূর্য্যাদি-নানাদেবতাময়-পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।"

চতুর্থ।—তন্ত্র সম্মত অপর ব্যাখ্যা,—"যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততম্। সবিতুর্দ্দৈবতস্যান্তর্য্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ম্। বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সদান্তর্য্যামিনং বিভুম্। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাম্। এবম্ যুগ্মং মন্ত্রং ত্রয়ং নিত্যং জপেন্নরঃ। বিনাঽন্য-নিয়মাদ্যৈস্তৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতম্। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরম্॥"

পঞ্চম।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্যাখ্যা,—"ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ (ওঁকারেণ) পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে। পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অসৌ দেবাস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্মবাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ। তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ। জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীপ্যতে বিভোঃ। অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ। ধ্যায়েমঃ তৎপরং সত্যং সর্বব্যাপিসনাতনম্॥ যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি নঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ॥"

ষষ্ঠ।—স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা, (সংক্ষেপে)—"দেবস্য সবিতুস্তৎভর্গরূপং অন্তর্য্যামিব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভিরুভিঃ তদ্বিনাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি। পূর্ব্বোক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং শরীরিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি।"

তাঁহার ব্যাখ্যা—আহ্নিক-তত্ত্বে; যথা,—"গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।

মন্ত্রার্থমবিদিত্বৈবায়ং জাপয়ত্যেবমেবাহি। তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্যামি-ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ম্ ধীমহি প্রাগুক্তেন সোঽহমস্মীত্য-নেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচো-দয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথা চ ভগবদ্গীতায়াম্। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া। ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি দারুযন্ত্রতুল্যশরীরারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়সা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

সপ্তম।—সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য;—'যঃ সবিতা সূর্য্যঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ প্রসবিতুর্দ্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎসর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং ভর্গ পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি।"

অষ্টম।—মহীধরকৃত ব্যাখ্যা;—বিশ্বামিত্রদৃষ্টা সাবিত্রী জপে বিনিয়োগঃ। তদিতি ষষ্ঠ্যর্থে তস্য দেবস্য দ্যোতনাত্মকস্য সবিতুঃ প্রেরকস্যান্তর্য্যামিণো বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য হিরণ্যগর্ভোপাধ্য-বচ্ছিন্নস্য বা আদিত্যান্তরপুরুষস্য বা ব্রহ্মণো বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং ভর্গো সর্ব্ব-পাপানাং সর্ব্বসংসারস্য চ ভর্জনসমর্থং তেজঃ সত্যজ্ঞানানন্দাদিবেদান্তপ্রতিপাদ্যং বয়ং ধীমহি ধ্যায়ামঃ। ছান্দসং সম্প্রসারণম্ যদ্বা মণ্ডলপুরুষো রশ্ময় ইতি ত্রয়ং ভর্গঃ শব্দবাচ্যম্। ভর্গো বীর্য্যং বা। বরুণোদ্ভবা অভিষিষিচানাদ্ভর্গোঽপচক্রাম বীর্য্যং বৈ ভর্গ ইতি শ্রুতেঃ (৫৪৫১)। তস্য কস্য। যঃ সবিতা নোঽস্মাকং ধিয়ঃ বুদ্ধীঃ কর্ম্মাণি বা প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়তি প্রেরয়তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায়। যদ্বা বাক্যভেদেন যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ বরেণ্য ভর্গো ধ্যায়ামঃ। যশ্চ নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি তং চ ধ্যায়ামঃ স সবিতৈব। লিঙ্গব্যত্যয়েন বা যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ ভর্গো ধীমহি যো সং ভর্গো নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি॥

নবম।—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা,—

(1) "Let us adore the supremacy of that divine sun, the godhead who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, to whom we invoke to direct our understandings aright in our progress towards his holy seat,"—Sir William Jones.

(2) "Let us meditate on the adorable sight of the divine ruler Savitri ; may it guide our intellects."—Colebrooke.

(3) "We meditate on that desirable light of the divine Savitri who influences our pious rites"—Wilson.

(4) "We contemplate the excellent splendour of the brilliant Savitri that he may inspire our devotions."—বেদার্থযত্ন।

(5) "May we attain that excellent glory of Savitar the God: So may we stimulate our prayers"—Griffith.

দশম।—বঙ্গদেশের অনুবাদকগণের ব্যাখ্যা,—

(৬) "আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।" সত্যব্রত সামশ্রমী।

(৭) "সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ করেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৮) "যিনি আমাদিগের ধী-শক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতা দেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি।"—রমেশচন্দ্র দত্ত।

(৯) "সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।"—রমানাথ সরস্বতী।

মনীষিগণ নানা প্রকারে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সবিতা দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাখ্যায় নানা প্রতিবাক্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরঃ', যিনি বাক্যের অতীত, মনের অগোচর, ভাষায় তাঁহার কি কোনও পরিচয় দেওয়া যায়? সুতরাং সবিতা দেবতা বলিতে, কাহার প্রতি লক্ষ্য আছে—তাহা বুঝাইতে গিয়া, সকল ব্যাখ্যাকারেরই গবেষণা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। যিনি নাম-রূপের অতীত, অথচ যাঁহার নাম-রূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, সবিতা দেবতা নামে এখানে তিনিই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকে পরব্রহ্মই বলুন, হিরণ্যগর্ভই বলুন, আর সবিতা দেবতাই বলুন—বিশ্বরূপে বিদ্যমান বিশ্বনাথই এখানকার লক্ষ্য। সবিতা দেবতা পদে, কেহ বা সূর্য্যদেব অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার জ্যোতিঃ বলিতে, সূর্য্যের রশ্মিমাত্র তাঁহাদিগের কল্পনায় আসে। ইহাতে সূর্য্যের জ্যোতিঃধারক এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সেই জ্যোতির মধ্য দিয়াই তাঁহারা যে পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইবেন, রূপের অনুধ্যানেই যে রূপময়ের কৃপা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, তাহারই আশা করা যায়। সত্ত্বভাব-সম্পন্ন হইয়া, সদ্‌বুদ্ধির পরিচালনায়, তাঁহার সন্ধানে ফিরিলে রূপের মধ্যেই অরূপের সাক্ষাৎকার মিলিবে। গায়ত্রী-মন্ত্র সেই সন্ধানে অগ্রসর হইবার জন্য তোমায় উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে।

* * *

গায়ত্রী-মন্ত্রের মূল লক্ষ্য।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ কেমন ভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রথম অংশে—'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্রে—তাহারই আভাস পাওয়া যায়। তিনি যে দূরে নাই—তিনি যে নিকটেই আছেন—মন্ত্র সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে।

—•—

জ্ঞানবেদ।

—:•:—

'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম

—•: • :•—

চিত্ত নিয়ত সংশয়াচ্ছন্ন। আমরা কাহার পূজা করিব? আমরা কোন্ দেবতার উপাসনা করিব?—এ সংশয় মানুষের মনে চিরবিদ্যমান। তাই আজ আমরা যাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছি, কাল সে দেবতা আমাদের চক্ষে উপেক্ষিত হইতেছেন। সংসারে যে নানা ধর্ম্ম ও নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব দেখিতে পাই, তাহার একমাত্র কারণ—চিত্ত নিয়ত সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান।

এই মন্ত্র সেই সংশয় নিরসন করিতেছে। এই মন্ত্র জপ করিতে পারিলে, দেবতা সম্বন্ধে—ভগবান সম্বন্ধে সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হইবে। কোন্ দেবতার পূজা করিব—এই সংশয় যখন মনে উদয় হয়, আর সেই সংশয় নিরসনের জন্য যখন আকুল আগ্রহ আসে, তখনই সন্দেহ নিরসিত হইয়া যায়, তখনই সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারি। জপ কর—এই মন্ত্র; অনুধ্যান কর—এই মন্ত্র; সকল সংশয় দূরীভূত হইবে, স্বরূপের সন্ধান পাইবে।

•.•

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

[মন্ত্রোঽয়ং পরবর্ত্তিমন্ত্রাষ্টকঞ্চ আত্মানুসন্ধানমূলকং। প্রশ্নোত্তরব্যাজেন তৎসন্ধানং অধিগম্যতে।]

প্রশ্নঃ।—'কস্মৈ' (কীদৃশায়) 'দেবায়' (দেবতায়ৈ) 'হবিষা' (পূজয়া—হবিঃ বা) 'বিধেম' (পরিচরেম, অর্পণং বিধেয়ং ইতি ভাবঃ)।

উত্তরঃ।—'হিরণ্যগর্ভঃ' (যঃ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরঃ পরমেশ্বরঃ) 'সমবর্ত্তত' (সমভাবেন চিরাবস্থিতঃ), 'ভূতস্য' (বিকারজাতস্য ব্রহ্মাণ্ডাদেঃ সর্ব্বস্য জগতঃ) 'অগ্রে' (পুরতঃ) 'জাতঃ' (যঃ প্রকটিতঃ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ইত্যর্থঃ), 'একঃ' (যঃ অদ্বিতীয়ঃ) 'পতিঃ' (বিশ্বস্য একমেব অধিস্বামী) 'আসীৎ' (অতীতানাগতবর্ত্তমানকালত্রয়ে উদ্ভাসিতঃ প্রকাশশীলঃ বা) 'সঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'ইমাং' (পরিদৃশ্যমানাং) 'পৃথিবীং' (ভূমিং) 'দ্যাং' (দ্যুলোকং) 'দাধার' (ধারয়তি); তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ১ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী আটটী মন্ত্র আত্মানুসন্ধানমূলক। প্রশ্নোত্তরছলে সেই সন্ধান অধিগত হয়।]

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করা বিধেয়?

উত্তর।—যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পরমেশ্বর সমভাবে চিরকাল অবস্থিত, সকল বিশ্বের পূর্ব্বে যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি বিশ্বের একমাত্র অধিস্বামী, অতীতানাগতবর্ত্তমানকালত্রয়ে যিনি উদ্ভাসিত বা স্বতঃপ্রকাশমান সেই পরমেশ্বর, যিনি এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহাকে আরাধনা কর ॥ ১ ॥

* * *

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য।

বিশ্বনাথ বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন। সংসার তাঁহার অভিব্যক্তি। উপমার ভাষায় নানা প্রকারে তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় প্রখ্যাপিত দেখি। 'সূত্রে মণিগণ' অথবা পুষ্পমাল্যে পুষ্পসম্ভার যেমন সজ্জিত থাকে, এক দৃষ্টিতে সেই ভাবে তাঁহাতে বিশ্ব বিকশিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তান্তরে, জল ও জলবুদ্‌বুদ্‌, বারিধিবক্ষে বীচিমালা—বিশ্বনাথের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। আর্ত্তহৃদয় যখন কোন্ দেবতার অনুসরণ করিব বা কোন্ দেবতার পূজা করিব বলিয়া ব্যাকুল হয়, তখন যদি তাহার সম্মুখস্থিত বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই সে তাহার অনুসন্ধেয় সামগ্রীর সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

এ মন্ত্র মানুষকে সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে। কোন্ দেবতার অনুসরণ করিবে? দেখ—সম্মুখেই তিনি বিশ্বমূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার শরণ লও; পরিত্রাণ পাইবে।

— — • — —

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।

যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ।—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

উত্তরঃ।—'যঃ' (যঃ পরমাত্মা পরমেশ্বরঃ) 'আত্মদাঃ' (আত্মানং দাতা, যথাগ্নেঃ সকাশাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ জায়ন্তে তৎ) তথা 'বলদাঃ' (বলস্য দাতা শোধয়িতা বা ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বঃ' (বিশ্বে সর্ব্বে প্রাণিনঃ) 'যস্য' (যস্য ভগবতঃ পরমাত্মনঃ) 'প্রশিষং' (শাসনমাজ্ঞাং) 'উপাসতে' (প্রার্থয়ন্তে সেবন্তে বা); তথা 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ লোকাতীতাবস্থাপ্রাপ্তাঃ বা) 'যস্য' (যস্য ভগবতঃ পরমাত্মনঃ) 'প্রশিষং' (অনুশাসনং) উপাসতে ইতি শেষঃ। 'অমৃতং' (অমরত্বং) 'যস্য' (যস্য ভগবতঃ) 'ছায়া' (প্রতিবিম্বং) তথা 'মৃত্যুঃ' (মরণং) 'যস্য' (যস্য ভগবতঃ) 'ছায়া' (প্রাণাপহারী ছায়েব, যঃ হি উৎপত্তিনিলয়-জীবনমরণ-মূলীভূতঃ ইত্যর্থঃ); তং সর্ব্বেশ্বরং আরাধয় ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন—কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব?

উত্তর—সে পরমাত্মা পরমেশ্বর, 'আত্মদা' (আত্মদানকারী অর্থাৎ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ নির্গমনের ন্যায়, আত্মারূপে আত্মদান করেন) এবং 'বলদা' (যিনি বলসমূহের দাতা ও শোধয়িতা); বিশ্বের সকল প্রাণী যে পরমাত্মার অনুশাসন বা আদেশ মান্য করে, দীপ্তি-দানাদিগুণসমূহ অর্থাৎ লোকাতীতাবস্থাপ্রাপ্তগণও যাঁহার অনুশাসন মান্য করেন; অমরত্ব যাঁহার ছায়া বা প্রতিবিম্ব এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া বা প্রতিবিম্ব অর্থাৎ যিনি উৎপত্তিনিলয়ের ও জীবনমরণের মূলীভূত, সেই সর্ব্বেশ্বরের আরাধনা কর ॥ ২ ॥

* * *

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য।

আত্মারূপে যিনি আমাদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছেন, যাঁহার শক্তিতে আমরা শক্তিমান আছি, যাঁহার অনুশাসনে নিখিল সংসার পরিচালিত হইতেছে, ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র যাঁহার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, অমরত্ব যাঁহার করায়ত্ত, আবার মৃত্যুরও যিনি হেতুভূত, মানুষ তাঁহারই উদ্দেশ্যে অভিবাদন করুক—পূজা প্রদান করুক, এ মন্ত্রের ইহাই উপদেশ ॥ ২ ॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ।—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ।

উত্তরঃ।—'জগতঃ' (জঙ্গমস্য, প্রাণিজাতস্য) 'প্রাণতঃ' (প্রাণসম্পন্নত্বাৎ) 'নিমিষতঃ' (দর্শনাদেঃ ইন্দ্রিয়সম্পন্নত্বাৎ) 'যঃ' (যঃ পরমেশ্বরঃ) 'মহিত্বা' (মাহাত্ম্যেন) 'এক ইৎ' (অদ্বিতীয় এব সন্) 'রাজা' (ঈশ্বরঃ) 'বভূব' (ভবতি); 'অস্য' (পরিদৃশ্যমানস্য) 'দ্বিপদঃ' (মনুষ্যাদেঃ) 'চতুষ্পদঃ' (পশ্বাদেঃ) 'যঃ' (যঃ পরমেশ্বরঃ) 'ঈশে' (অধিপতি ভবতি ইত্যর্থঃ); তং পরমেশ্বরং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব?

উত্তর।—প্রাণিসমূহের প্রাণ আছে বলিয়া এবং দর্শনেন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান বলিয়া যে পরমেশ্বর আপন মহিমার দ্বারা অদ্বিতীয় এবং সকলের ঈশ্বর; অপিচ, পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মনুষ্য-পশ্বাদির যিনি একমাত্র অধিপতি;—সেই পরমেশ্বরের আরাধনা কর ॥ ৩ ॥

* * *

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহা হইতে প্রাণীর প্রাণ, যাঁহা হইতে জীবগণ চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং দ্বিপদ চতুষ্পদ সকলের যিনি পরিচালক ও পরিপালক, সে তো সেই তিনি;—তাঁহারই উদ্দেশ্যে পূজা বিহিত হউক। স্রষ্টার প্রতি, প্রতিপালকের প্রতি, রক্ষাকর্ত্তার প্রতি, অভিবাদন করা কর্ত্তব্য; এবং তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। মন্ত্রের ইহাই উপদেশ ও লক্ষ্য ॥ ৩ ॥

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ।—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ।

উত্তরঃ—'ইমে' (দৃশ্যমানাঃ) 'হিমবন্তঃ' (পর্ব্বতাঃ) 'যস্য' (ভগবতঃ) 'মহিত্বা' (মহিমাপ্রকাশকাঃ) তথা 'রসয়া সহ' (নদনদীভিঃ সহ, নদনদীসহযুক্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সমুদ্রং' (সমুদ্রঃ অর্ণবঃ বা) 'যস্য' (ভগবতঃ) 'মহিত্বা' (মহিমাপ্রজ্ঞাপকঃ); 'ইমাঃ' (দৃশ্যমানং) 'প্রদিশঃ' (দিক্‌সমূহং) 'যস্য' (ভগবতঃ) 'মহিত্বা' (মহিমাপ্রকাশকং) 'আহুঃ' (কথয়ন্তি লোকাঃ ইতি শেষঃ), অপিচ 'ইমে' (সর্ব্বে লোকাঃ) 'যস্য' (ভগবতঃ) 'বাহূ' (করতলগতাঃ, ইঙ্গিতেন পরিচালিতাঃ ইত্যর্থঃ), তং ভগবন্তং পূজয় ইতি শেষঃ॥ ৪॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব?

উত্তর।—এই দৃশ্যমান পর্ব্বতসমূহ যাঁহার মহিমা-প্রকাশক, নদনদীসমন্বিত তোয়নিধি যাঁহার মহিমা-বিজ্ঞাপক, আগ্নেয্যাদি এই দৃশ্যমান দিক্‌সমূহ যাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে, এবং লোকসমূহ যাঁহার বাহুর দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ শাসনাধীন; সেই ভগবানকে পূজা কর॥ ৪॥

* * *

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য।

কিবা পর্ব্বতসমূহ, কিবা নদনদীসমন্বিত মহাসমুদ্র, কিবা দশ দিকে দৃশ্যমান পদার্থসকল—সকলই সেই ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে; সকলেই তাঁহারই পরিচালনাধীন রহিয়াছে। এই বুঝিয়া, তাঁহার আরাধনা কর। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ॥ ৪॥

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃহ্লা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ।

উত্তরঃ।—'যেন' (ভগবতা) 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকঃ, অন্তরিক্ষং অবস্থিতং ইতি যাবৎ) 'চ' (তথা) 'উগ্রা' (বিচক্ষণা ভীষণা) 'পৃথিবী' (ভূমিঃ) 'দৃহ্লা' (স্থিরীকৃতা), 'যেন' (ভগবতা) 'স্বঃ' (স্বর্লোকং) 'স্তভিতং' (যথা অধো ন পততি তথা স্তব্ধং কৃতং, উপর্য্যবস্থাপিতং

ইত্যর্থঃ), 'যেন' (ভগবতা) 'নাকঃ' (আদিত্যশ্চ) অন্তরিক্ষে স্তভিত' ইতি শেষঃ, তথা 'যঃ' (ভগবান্) 'অন্তরিক্ষে' (শূন্যপ্রদেশে) 'রজসঃ' (উদকস্য) 'বিমানঃ' (বিধাতা' স্থাপয়িতা ইত্যর্থঃ); তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব?

উত্তর।—যে ভগবান কর্তৃক দ্যুলোক অবস্থিত এবং বিচক্ষণ ভীষণ এই পৃথিবী দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, যে ভগবানের দ্বারা সৌরলোক নিম্নে পতিত না হয়—এইরূপভাবে উপরে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছে, যে ভগবান কর্তৃক সূর্য্যদেব অন্তরিক্ষে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এবং যে ভগবান শূন্যপ্রদেশে উদকের স্থাপয়িতা; সেই ভগবানকে আরাধনা কর ॥ ৫ ॥

* * *

ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বক্তব্য।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই তাঁহার মহিমা-প্রকটিত। এই যে সূর্য্যচন্দ্র-গ্রহনক্ষত্রাদি কক্ষভ্রষ্ট না হইয়া আপন পথে পরিচালিত হইতেছে, এই যে পৃথিবীতে ও অন্তরিক্ষে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, কে তাহার নিয়ন্তা? সেই নিয়ন্তার—সেই পরিচালকের অনুস্মরণ জন্য, তাঁহার মহীয়সী শক্তি অনুভব জন্য, এই মন্ত্র মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে ॥ ৫ ॥

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ।—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ।

উত্তরঃ।—'অবসা' (রক্ষণেন হেতুনা—লোকস্য রক্ষণার্থং) 'তস্তভানে' (ভগবতা সৃষ্টে, লব্ধৈশ্বর্য্যে সত্যৌ ইতি ভাবঃ) 'ক্রন্দসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'মনসা' (বুদ্ধ্যা) 'রেজমানে' (দীপ্যমানে, দ্যুলোকে ভূলোকে সর্ব্বত্র জ্ঞানস্য প্রকাশনে সতি) 'যং' (ভগবন্তং) 'অভ্যৈক্ষেতাং' (অভ্যপশ্যতাং); 'যত্র' (যস্মাৎ আধারভূতাৎ ভগবতঃ) 'সূরঃ' (সূর্য্যঃ, পরমং জ্ঞানং) 'উদিতং' (উদয়প্রাপ্তং বিচ্ছুরিতং সৎ) 'বিভাতি' (হৃদি প্রকাশতে); তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব ?

উত্তর।—লোকরক্ষণার্থ ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট ও লব্ধস্থৈর্য্য হইয়া, দ্যুলোক ভূলোক—
দ্যাবাপৃথিবী, বুদ্ধির দ্বারা দীপ্যমান হইলে অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক সর্ব্বত্র জ্ঞান প্রকাশ পাইলে, যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, আর যে আধারভূত ভগবান হইতে পরম-জ্ঞান বিচ্ছুরিত হইয়া হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন, সেই ভগবানকে আরাধনা কর ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

লোকসমূহের রক্ষার নিমিত্ত যিনি দ্যুলোককে ও ভূলোককে যথাস্থানে স্থাপিত রাখিয়াছেন, লোকের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষণ হইলে যাঁহার সন্ধান অধিগত হয়, দ্যুলোক ভূলোক এবং সৌরজগৎ পর্য্যন্ত যাঁহার নির্দ্দেশে পরিচালিত হইতেছে, সংসার যখন তাঁহার মাহাত্ম্যের বিষয় বুঝিতে পারে, তখনই তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণত হয়—হবিঃ প্রদান করে।

মন্ত্রের উপদেশ—তাঁহাকে চিনিবার জন্য, তাঁহার স্বরূপ অবগত হইবার জন্য, চেষ্টা কর ; তাহা হইলে তাঁহারই উদ্দেশে পূজা প্রদান করিতে প্রবৃত্তি আসিবে ॥ ৬ ॥

আপো হ যদ্‌বৃহতীর্ব্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ।—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' ? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ।

উত্তরঃ।—'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'বৃহতীঃ' (মহান্তং) 'আপঃ' (সত্ত্বং) 'হ' (দৃশ্যমানং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং জগৎ) 'আয়ন্' (ব্যাপ্য) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, জ্ঞানং) 'জনয়ন্তীঃ' (উৎপাদয়ন্, উৎপাদনপূর্ব্বকং ইত্যর্থঃ) 'গর্ভং' (তদাধারং) 'দধানাঃ' (ধারয়তি); 'ততঃ' (তস্মাৎ এব) 'দেবানাং' (সর্ব্বেষাং প্রাণীনাং) 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'অসুঃ' (প্রাণভূতঃ আত্মা) 'সমবর্ত্তত' (প্রকাশিতবান্) ; তং ভগবন্তং পূজয় ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন।—কোন দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব ?

উত্তর।—যে প্রসিদ্ধ মহান সত্ত্ব-সমুদ্র দৃশ্যমান বিশ্বকে (সকল জগৎকে) ব্যাপ্ত করিয়া

জ্ঞানাগ্নিকে উৎপাদন-পূর্ব্বক, তাহার আধারকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহা হইতেই দেবগণের (প্রাণিগণের) প্রাণভূত অদ্বিতীয় আত্মা প্রকাশিত হয়েন; তাঁহাকে পূজা কর ॥ ৭ ॥

* . *

মন্ত্রার্থ উপলক্ষে বক্তব্য।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এখানে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার বিষয় পরিকল্পনা করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব জলময় ছিল। সেই মহার্ণবে বীজরূপে ভগবান বিদ্যমান থাকিয়া সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন। প্রথমে প্রজাপতি-রূপে তিনি আপনি প্রকাশমান হন। তাহার পর স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণিগণের উৎপত্তি ঘটে। সৃষ্টিক্রম নির্দ্ধারণ-বিষয়ে একবিধ দার্শনিক সম্প্রদায় এই মত পরিপোষণ করেন।

অন্যমতে স্রষ্টাই যে সৃষ্টিরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই তত্ত্ব এখানে প্রকাশিত। আমরা বলি, এখানে 'আপ' অর্থাৎ সত্ত্বসমুদ্র হইতে—পরমাত্মা হইতে—জীবাত্মার প্রেরণার বিষয় পরিবর্ণিত রহিয়াছে। দেবতার মধ্যেও সত্ত্বের ক্রিয়া, প্রাণি-জগতেও সত্ত্বের ক্রিয়া। সেই সত্ত্বের যিনি মূলীভূত, তাঁহাকেই পূজা কর,—মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে ॥ ৭ ॥

যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ।—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ।

উত্তরঃ।—'আপঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'দক্ষং' (কর্ম্মশক্তিং) 'দধানা' (ধারয়ন্তীঃ, ধারণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'জনয়ন্তী' (উৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ); 'যঃ' (যঃ জগদাত্মা ভগবান্) 'মহিনা' (স্বমাহাত্ম্যেন) 'চিৎ' (আপঃ, সত্ত্বভাবনিবহান্ ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যপশ্যৎ' (সর্ব্বতোভাবেন আয়ত্তীকৃতবান); তথা 'যঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'দেবেষু' (দেবানাং মধ্যে) 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'অধিদেবঃ' (অধীশ্বরঃ) 'আসীৎ' (ভবতি); তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ। সত্ত্বাধারং সত্ত্বপ্রদাতারং ভগবন্তং অনুস্মর্ত্তব্যং ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব?

উত্তর।—'আপঃ' অর্থাৎ দেবভাব-সমূহ, কর্ম্মশক্তিকে ধারণ করিয়া, যজ্ঞ বা সৎ-

কর্ম্মকে উৎপাদন করিতেছেন; যে জগদাত্মা ভগবান আপনার মাহাত্ম্যপ্রভাবে সেই 'আপঃ' অর্থাৎ সত্ত্বভাবসমূহকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তীকৃত রাখিয়াছেন এবং যিনি দেবগণের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হয়েন; সেই ভগবানকে অর্চ্চনা কর। (ভাব এই যে, সত্ত্বাধার সত্ত্বপ্রদাতা ভগবানকে অনুস্মরণ কর) ॥ ৮ ॥

* . *

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

মানুষের মধ্যে যখন সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়, তখন তাহার প্রাণে কর্ম্মশক্তি জাগিয়া উঠে, তখনই সৎকর্ম্ম সম্পাদনে তাহার সামর্থ্য আসে; তখনই ভগবানের সহিত তাহার সান্নিধ্য ঘটে।

তিনি সত্ত্ব-সমুদ্র। সত্ত্বের প্রবাহ তাঁহাতেই গিয়া সম্মিলিত হয়। দেবগণ তাঁহারই অংশভূত; অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, দেবগণও তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই বুঝিয়া, মানুষ তাঁহার শরণাপন্ন হয়,—সত্ত্বভাবাপন্ন হয়,—মন্ত্রের ইহাই উপদেশ ও লক্ষ্য ॥ ৮ ॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জ্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

প্রশ্নঃ।—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? কং দেবং পূজয়ামঃ ইত্যর্থঃ।

উত্তরঃ।—'যঃ' (জগদাত্মা ভগবান) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা হিংসীৎ' (কদাচ মা বাধতাং, অস্মাকং ইষ্টং বিনা কদাচ অনিষ্টং ন করোতি ইত্যর্থঃ), 'যঃ' (যঃ ভগবান্) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূমেঃ) 'জনিতা' (জনয়িতা, স্রষ্টা) 'বা' (অথবা) 'যঃ' (জগদাত্মা ভগবান্) 'সত্যধর্ম্মা' (সত্যপালকঃ, সত্যং রক্ষকঃ সন্) 'দিবং' (দ্যুলোকং—সর্ব্বান্ লোকান্ ইত্যর্থঃ) 'জজান' (জনয়ামাস, উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ) 'চ' (এবং) 'যঃ' (যশ্চ ভগবান্) 'বৃহতী' (মহতী, মহান্তং ইতি যাবৎ) 'চন্দ্রাঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দদায়িনী, চিদানন্দবর্দ্ধকং ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (উদকানি, সত্ত্বং) 'জজান' (জনয়ামাস, উৎপাদয়তি); তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥৯॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্ন।—কোন্ দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পূজা করিব?

উত্তর।—জগদাত্মা যে ভগবান আমাদিগকে কখনও হিংসা করেন না অর্থাৎ আমাদিগের

ইষ্ট ভিন্ন কখনও অনিষ্ট করেন না, যে ভগবান পৃথিবীর জনয়িতা অর্থাৎ স্রষ্টা, অথবা যে জগদাত্মা ভগবান 'সত্যধর্ম্মা' অর্থাৎ সত্যপালক বা সদ্ভাবাপন্নদিগের রক্ষক, দ্যুলোকাদি অর্থাৎ সকল লোকের উৎপাদক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এবং যে ভগবান মহৎ আনন্দদাতা বা চিদানন্দ-বর্দ্ধক সত্ত্ব-সমূহকে উৎপাদন করিয়াছেন; সেই ভগবানকে আরাধনা কর ॥ ৯ ॥

* * *

মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

এই মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ আছে। যিনি ইষ্ট ভিন্ন কখনই অনিষ্ট করেন না, তাঁহাতেই ভগবদধিষ্ঠান আছে, বুঝিতে হইবে। এই বুঝিয়া সেই চরিত্রের অনুসরণ করিবে। তিনি স্রষ্টা—কেবল এই পৃথিবীর নহে—সর্ব্বলোকের। তিনি সত্যধর্ম্মা অর্থাৎ সত্যের রক্ষক। তাঁহার এই বিশেষণে মানুষমাত্রকে সৎ হইবার জন্যই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে সদ্ভাব চির-আনন্দদায়ক—চিদানন্দবর্দ্ধক, তিনিই সেই সদ্ভাবের জনয়িতা। তাঁহার অনুসরণ করিলে, হৃদয়ে সদ্ভাব পরিবর্দ্ধিত হয়।

এই মন্ত্রের ইহাই উদ্বোধনা,—মানুষ! তোমার হৃদয় হইতে হিংসা-বৃত্তিকে দূরীভূত কর; মনে-প্রাণে সৎ হইবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হও; সর্ব্বকার্য্যে ভগবানের অনুসরণ কর। তদ্দ্বারা হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইবে;—সুখ শান্তি লাভ করিবে ॥ ৯ ॥

* * *

মন্ত্রোচ্চারণে ইষ্টলাভ।

বিধিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নয়টী মন্ত্র জপ করিলে, পরমেশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হইলে, সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। তখন আর অভাব-জ্ঞান থাকে না, তখন আর অভাব-পূরণের জন্য আকুলি-ব্যাকুলি আসে না।

—•—

জ্ঞান-বেদ।

অর্থসম্পৎ-লাভের জাপ্য-মন্ত্র।

সংসারে সাধারণ মানুষের প্রধান কাম্যবস্তু—অর্থসম্পৎ। মানুষ যে কিছু কর্ম্ম করে, তাহার অধিকাংশই অর্থ-সম্পৎ-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

সে যে ভগবানের উপাসনা করে, সে যে দেবদ্বারে প্রার্থনা জানায়, তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই অর্থসম্পৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকট দেখি।

সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির কল্পতরু বেদ, মানুষের কোনও আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন নাই। যিনি যে আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া যে সামগ্রীর অনুসন্ধান করিবেন, বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে সেই সামগ্রীই তাঁহার অধিগত হইবে। যাঁহারা একান্তে কেবলই অর্থসম্পদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছেন, পুরুষকার তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সহায়ক হইয়া আছে. কিন্তু যাঁহার সে পুরুষকার নাই, সে কর্ম্মশক্তি নাই, বেদমন্ত্র তাঁহাদিগকে সেই বস্তু প্রদান করিবার জন্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

চতুর্ব্বেদের বিভিন্ন স্থানে এমন সকল অভীষ্টফলপ্রদ মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা জপ করিলে, অলৌকিক শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ঋষিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—তোমরা যে ঐশ্বর্য্যই চাহিবে, মন্ত্রশক্তি তোমাদিগকে সেই সেই ঐশ্বর্য্যই প্রদান করিবে। মন্ত্র তোমাদিগকে এমন কর্ম্মে লইয়া যাইবে,—যে কর্ম্মের ফলে, তোমার সংসারে ধনৈশ্বর্য্য উথলিয়া উঠিবে।

এ সম্বন্ধে অসংখ্য জাপ্য মন্ত্র আছে। তাহার মধ্য হইতে ঋগ্বেদ-সংহিতার একটী সূক্ত (৬ষ্ঠ মণ্ডল, ৫ম অনুবাক, ৫৩ম সূক্ত) নিম্নে প্রকটন করিতেছি। ঋষিগণ বলেন,—এই সূক্তটী (নয়টি মন্ত্র) প্রত্যহ দশ বার জপ করিলে, অর্থ বস্ত্রাদি এবং রাজ্য যশ ও কীর্ত্তি লাভ হয়।

* * *

ওঁ। বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং বাজসাতয়ে।

ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পথস্পতে' (পথপ্রদর্শক) 'পূষন্' (হে পোষক প্রতিপালক দেব!) 'ধিয়ে' (কর্ম্মার্থং, অস্মাকং কর্ম্মমার্গপ্রদর্শনায় ইত্যর্থঃ) 'বাজসাতয়ে' (অন্নস্য লাভায় চ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'উ' (আন্তরিকতয়া সহ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'রথং ন' (রথস্য পরিচালকমিব) 'অযুজ্মহি' (অস্মদভিমুখং কুর্ম্মঃ, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। দেবতা অস্মাকং কর্ম্মণঃ পরিচালয়িতা অন্নস্য চ প্রদাতা ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পথপ্রদর্শক পোষক ও প্রতিপালক পূষাদেবতা! আমাদিগের কর্ম্ম-পথ প্রদর্শন জন্য এবং অন্নলাভের নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমরা, সর্ব্বান্তঃকরণে রথের পরিচালক রূপে আপনাকে আমাদের অভিমুখী করিতেছি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতেছি। (ভাব এই যে,—দেবতা আমাদের কর্ম্মের পরিচালক এবং অন্নের দাতা হউন।) ॥ ১ ॥

* * *

ওঁ। অভি নো নর্য্যং বসুবীরং প্রযতদক্ষিণম্।

বামং গৃহপতিং নয় ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'নর্য্যং' (লোকহিতসাধকং) 'বসু' (ধনং) তথা 'বীরং' (বিশেষেণ দারিদ্র্য-নাশকং সম্ভাবপ্রাপকং সামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) তথা 'প্রযতদক্ষিণং' (তদুপার্জ্জিতং বিশুদ্ধং ধনং দত্ত্বা ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'বামং' (বননীয়ং, আদর্শং) 'গৃহপতিং' (গৃহস্থং) 'নয়' (প্রাপয়, কুরু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্মণা দারিদ্র্যদুঃখং নাশয়িত্বা অস্মান্ লোকহিতব্রতান্ আদর্শগৃহস্থান্ কুরু ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! লোকহিতসাধক ধনকে, বিশেষভাবে দারিদ্র্যনাশক সম্ভাবপ্রাপক সামর্থ্যকে এবং তদুপার্জ্জিত বিশুদ্ধ ধনকে প্রদান করিয়া, আমাদিগকে আদর্শ গৃহস্থ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের দারিদ্র্য-দুঃখ নাশ করিয়া আমাদিগকে লোকহিতব্রতী আদর্শ গৃহস্থ করুন)॥ ২ ॥

ওঁ। আদিৎসন্তং চিদাঘৃণে পূষন্দানায় চোদয়।
পণেশ্চিদ্বি ম্রদা মনঃ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আঘৃণে' (জ্ঞানোন্মেষক হে পোষক পূষাদেব!) 'আদিৎসন্তং চিৎ' (দাতুমনিচ্ছন্তমপি পুরুষং, সৎকর্ম্মবিমুখং কৃপণমপি ইত্যর্থঃ) 'দানায়' (দানার্থং, সৎকর্ম্মসাধনায়) 'চোদয়' (প্রেরয়, নিয়োজয় ইত্যর্থঃ); 'পণেশ্চিৎ' (লুব্ধস্যাপি) 'মনঃ' (হৃদয়ং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বিম্রদ' (দানার্থং মৃদু কুরু)। লুব্ধকস্য কৃপণস্য চ মনঃ পরহিতায় উদ্বোধয় ইতি ভাবঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষক পোষক পূষা-দেবতা! সৎকর্ম্মবিমুখ কৃপণকেও দানের জন্য—সৎকর্ম্মসাধনের জন্য, নিযুক্ত করুন; লুব্ধক ব্যক্তির অন্তরকেও দানের জন্য বিনম্র করুন। (ভাব এই যে,—লুব্ধক এবং কৃপণের মনকেও পরহিতের জন্য উদ্বোধিত করুন।)॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে মন্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র, তিনটীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, আমি যেন কৃপণ না হই, আমি যেন লোভী না হই; অথচ, আমার যেন অভাব না হয় এবং আমি যেন সর্ব্বতো-ভাবে সৎকর্ম্ম-পরায়ণ ও দানশীল হইতে পারি।

—— • ——

ওঁ। বি পথো বাজসাতয়ে চিনুহি বি মৃধো জহি।

সাধন্তামুগ্র নো ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উগ্র' (হে অশেষশক্তিসম্পন্ন দেব!) 'পথঃ' (অস্মাকং কর্ম্মমার্গান্) 'বাজসাতয়ে' (অন্নলাভায়, সৎকর্ম্মসাধনায়) 'বিচিনুহি' (শোধিতান্ কুরু, যেন মার্গেণ গত্বা পরমং ধনং লভেমহি তন্মার্গং প্রদর্শয় ইত্যর্থঃ); তথা হে দেব! 'মৃধঃ' (বাধকান্—কর্ম্মবিঘাতকান্ শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'বিজহি' (বিনাশয়); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ঃ' (ধনলাভা য় ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি) 'সাধন্তাং' (সিদ্ধন্তু, সফলানি ভবন্তু ইতি ভাবঃ) ॥ ৪ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অশেষশক্তিসম্পন্ন দেব! অন্নলাভের নিমিত্ত—সৎকর্ম্ম-সাধনের জন্য—আমাদিগের কর্ম্মপথসমূহকে শোধিত করুন অর্থাৎ যে পথে গমন করিয়া পরম ধন লাভ করিতে পারি, সেইরূপ পথ প্রদর্শন করুন; আর, কর্ম্মবিঘাতক শত্রুদিগকে বিনাশ করুন; এবং ধনলাভের নিমিত্ত আমাদিগের আরব্ধ কর্ম্মসমূহ সিদ্ধ হউক—সফলতা প্রাপ্ত হউক ॥ ৪ ॥

* * *

ওঁ। পরি তৃন্ধি পণীনামারয়া হৃদয়া কবে।

অথেমস্মভ্যং রন্ধয় ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (হে অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেব!) 'পণীনাং' (লুব্ধকানাং) 'হৃদয়া' (কঠিনানি হৃদয়ানি) 'আরয়া' (তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ) 'পরিতৃন্ধি' (পরিবিধ্য, হৃদ্গতং কাঠিন্যং অপনয় ইত্যর্থঃ); 'অথ' (অনন্তরং) 'ঈম্' (এনান্ লুব্ধকান্ চৌরান্ ইত্যর্থঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'রন্ধয়' (বশীকুরু)। হৃদয়স্থং অসদ্ভাবং দূরীকৃত্বা সদ্ভাবং সমানয় ইতি ভাবঃ॥ ৫॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেব! লুব্ধকগণের কঠিন হৃদয়-সমূহকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করুন; অনন্তর সেই সকল লুব্ধক চৌরকে আমাদিগের মঙ্গলার্থ আমাদিগের বশীভূত করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়ের অসদ্ভাবকে দূর করিয়া সদ্ভাব আনয়ন করুন।)॥ ৫॥

ওঁ। বি পূষন্নারয়া তুদ পণেরিচ্ছ হৃদি প্রিয়ম্

অথেমস্মভ্যং রন্ধয়॥ ৬॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে পোষক দেব!) 'আরয়া' (সূক্ষ্মলোহশলাকয়া, তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ ইত্যর্থঃ) 'পণেঃ' (লুব্ধকস্য হৃদয়ং) 'বি তুদ' (বিবিদ্ধ); 'হৃদি' (তেষাং হৃদয়ে) 'প্রিয়ং' (অস্মভ্যং অনুকূলং ধনং) 'ইচ্ছ' (দাতব্যমিতি ইচ্ছা জনয়); 'অথ' (অনন্তরং) 'অস্মভ্যং' (অস্মাকং মঙ্গলায়) 'ঈম্' (এনান্ লুব্ধকান্ চৌরান্ ইত্যর্থঃ) 'রন্ধয়ঃ' (অস্মাকং বশীকুরু)। কুপ্রবৃত্তিং দূরীকৃত্বা সদ্বৃত্তিং হৃদি পোষয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ ৬॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পোষক দেব! সূক্ষ্মলোহশলাকার দ্বারা অর্থাৎ তীক্ষ্ণাস্ত্রের দ্বারা লুব্ধকগণের হৃদয়কে বিদ্ধ করুন; তাহাদিগের হৃদয়ে আমাদিগের অনুকূল ধন প্রদানের ইচ্ছা উৎপাদন করুন; অনন্তর আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই সকল লুব্ধক চৌরকে বশীভূত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—কুপ্রবৃত্তিকে দূর করিয়া হৃদয়ে সদ্বৃত্তির পোষণ করুন।)॥ ৬॥

* * *

ওঁ। আ রিখ কিকিরা কৃণু পণীনাং হৃদয়া কবে।

অথেমস্মভ্যং রন্ধয় ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব!) 'পণীনাং' (লুব্ধকচৌরাদীনাং) 'হৃদয়া' (হৃদয়ানি) 'আ রিখ' (আলিখ, বিদারয়), তথা 'কিকিরা' (প্রশিথিলানি, মৃদূনি চ ইত্যর্থঃ) 'কৃণু' (কুরু)। 'অথ' (অনন্তরং) 'অস্মভ্যং' (অস্মাকং মঙ্গলার্থং) 'ঈম্' (এনান্ লুব্ধকান্ চৌরান্ ইত্যর্থঃ) 'রন্ধয়' (বশী কুরু)। অয়ং ভাবঃ—প্রজ্ঞানসাহায্যেন অস্মাকং অন্তরস্থিতং তথা পারিপার্শ্বিকং অসদ্ভাবনিচয়ং বিনশ্যতু ॥ ৭ ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! লুব্ধক চৌরদিগের হৃদয়কে বিদীর্ণ এবং শিথিল অর্থাৎ মৃদু করুন। অনন্তর আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সেই সকল লুব্ধক চোরকে বশীভূত করুন। (ভাব এই যে,—প্রজ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগের অন্তরস্থিত ও পারিপার্শ্বিক অসদ্ভাবসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হউক।) ॥ ৭ ॥

• • •

ওঁ। যাং পূষন্ ব্রহ্মচোদনীমারাং বিভর্ষ্যাঘৃণে।

তয়া সমস্য হৃদয়মা রিখ কিকিরা কৃণু ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আঘৃণে' (জ্ঞানোন্মেষক) 'পূষন্' (হে লোকানাং পোষক দেব!) 'ব্রহ্মচোদনীং' (সংস্কারসাধকং, শোধকং) 'যাং আরাং' (যং তীক্ষ্ণাস্ত্রং) 'বিভর্ষি' (হস্তে ধারয়সি), 'তয়া' (তেন অস্ত্রেণ) 'সমস্য' (সর্ব্বস্য লুব্ধকজনস্য) 'হৃদয়ং' (অন্তরং) 'আ রিখ' (আলিখ, সংস্কৃতং কুরু) তথা 'কিকিরা' (কিকিরাণি, প্রশিথিলানি, মৃদূনি চ) কুরু ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া সংবিদ্ধ্য হৃদয়াৎ ক্লেদং দূরীকুরু ॥ ৮ ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষক হে লোকপোষক দেব! সংস্কার-সাধক যে তীক্ষ্ণাস্ত্র আপনি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অস্ত্রের দ্বারা সকল লুব্ধক জনের অন্তরকে সংস্কৃত করুন এবং তাহাদের হৃদয়কে দ্রব করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা সংবিদ্ধ করিয়া হৃদয় হইতে ক্লেদরাশিকে দূর করুন।) ॥ ৮ ॥

ওঁ। যা তে অষ্ট্রা গোওপশাঘৃণে পশুসাধনী

তস্যাস্তে সুম্নমীমহে ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আঘৃণে' (হে জ্ঞানোন্মেষক দেব!) 'তে' (তব) 'যা' (তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্টা) 'অষ্ট্রাঃ' (ছুরিকা, শক্তীঃ ইত্যর্থঃ) 'গোওপশা' (গবাদেঃ পশোঃ উদ্ধারকর্ত্তা, যদ্বা—জ্ঞানপ্রদাতা) অতএব 'পশুসাধনী' (পশ্বাদেঃ প্রদানকারিণী, যদ্বা—পশুবৃত্তিঃ দুর্ব্বুদ্ধিঃ বা নাশকারিণী ভবতি) 'তে' (তদীয়ায়াঃ) 'তস্যাঃ' (সম্বন্ধি) 'সুম্নং' (শক্তিসম্ভূতং সুখং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামহে)। ভগবতঃ কৃপয়া সর্ব্বে অভাবাঃ দূরী ভবন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষক দেব! আপনার তীব্র শক্তি জ্ঞানপ্রদাতা অতএব পশুবৃত্তির বা দুর্ব্বুদ্ধির নাশকারিণী; আপনার সম্বন্ধি সেই শক্তিসম্ভূত সুখ আমরা প্রার্থনা করি। (ভগবৎ-কৃপায় সকল অভাব দূর হউক—এই আকাঙ্ক্ষা।) ॥ ৯ ॥

ওঁ। উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত।

নৃবৎ কৃণুহি বীতয়ে ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) হে দেব! 'গোষণিং' (গোধনদাত্রীং) 'অশ্বসাং' (অশ্বানাং দাত্রীং) 'বাজসাং' (অন্নানাং দাত্রীং) 'উত' (অপিচ) 'নৃবৎ' (নৃবতীং, লোকবলদাত্রীং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং, কর্ম্ম বা) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বীতয়ে' (ভোগার্থং) 'কৃণুহি' (কুরু, প্রদদ ইতি ভাবঃ)। তা কর্ম্মশক্তিঃ বুদ্ধিঃ বা অস্মাসু সঞ্জাতা ভবতু যয়া সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ।

অপিচ, হে দেব! গোধনদাত্রী, অশ্বদাত্রী, অন্নদাত্রী এবং লোকবলদাত্রী বুদ্ধি বা কর্ম্ম আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—সেই কর্ম্মশক্তি বা বুদ্ধি আমাদিগের মধ্যে সঞ্জাত হউক,—যদ্দারা সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।)॥ ১০॥

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

অর্থ-লাভের জন্য, ঐশ্বর্য্য-লাভের জন্য গবাশ্বাদি প্রাপ্তির জন্য, লোক-বল লাভের উদ্দেশ্যে, এমন কি রাজ্যাদি প্রাপ্তির কামনায়, এই মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে। প্রতিদিন দশ বার করিয়া এই সূক্তের পূর্ব্বোক্ত দশটী মন্ত্র জপ করিলে অর্থ ও বস্ত্রাদি, রাজ্য কীর্ত্তি ও যশ লাভ হয়। এ বিষয়ে ঋষি বাক্য—

"বয়মু ত্বা পথঃ সূক্তং দশবারং দিনে দিনে।
জপেচ্চেদর্থবস্ত্রাদি রাজ্যং কীর্ত্তিযশো ভবেৎ॥"

কেবল এই একটী সূক্তের এই দশটী মন্ত্র বলিয়া নহে; বেদের মধ্যে এমন সূক্ত—এমন মন্ত্র আরও অনেক আছে, যাহা জপ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ধনজন-ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতে পারা যায়। ঋগ্বেদ-সংহিতার ৫ম অষ্টকের ৫ম অধ্যায়ের ২২ বর্গের (৭ম মণ্ডল, ৭৫ সূক্ত, ১-৮ ঋক) মন্ত্র-সমূহ প্রতিদিন প্রাতঃকালে জপ করিলে মানুষ ছয় মাসের মধ্যে স্বর্ণ বস্ত্র ও রত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই মন্ত্র জপের ফল সম্বন্ধে মহর্ষি শৌনকোক্ত ঋগ্বিধানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা—

"ব্যুষা আবোদিবিজেতি প্রাতঃ সূক্তং জপেৎ সুধীঃ।
হিরণ্যবস্ত্ররত্নানি ষণ্মাসাল্লভতে নরঃ॥"

ঋগ্বিধানোক্ত 'ব্যুষা আবো' ইত্যাদি আটটী জাপ্য মন্ত্র যথাক্রমে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহার ভাবার্থও সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হইল। যথা—

ব্যুষা আবো দিবিজা ঋতেনাবিষ্কৃণ্বানা মহিমানমাগাৎ।
অপ দ্রুহস্তম আবরজুষ্টমঙ্গিরস্তমা পথ্যা অজীগঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবিজাঃ' (স্বর্গীয়া, সদ্ভাবপোষিকা, সদ্ভাবপ্রবর্দ্ধনশীলা) 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 'বি আবঃ' (ব্যাব, বিশেষেণ বিভাতু): 'ঋতেন' (তেজসা, স্বশক্ত্যা) 'মহিমানং' (স্বমাহাত্ম্যং) 'অবিষ্কৃণ্বানা' (প্রকাশয়ন্) 'আগাৎ' (আগচ্ছতু ইত্যর্থঃ); তথা 'দ্রুহঃ' (সদ্ভাবনাশকং) 'অজুষ্টং' (অপ্রীতিকরং ইতি ভাবঃ) 'তমঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং) 'অপ আব' (অপসারয়তু); কিঞ্চ, 'অঙ্গিরস্তমা' (সুখেন গমনযোগ্যং) 'পথ্যাঃ' (পন্থানং) 'অজীগঃ' (প্রকাশয়তু)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানোন্মেষেণ সহ সন্মার্গঃ অধিগতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্ভাবপোষিকা সদ্ভাবপ্রবর্দ্ধনশীলা জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী বিশেষভাবে বিভাত হউন; আপনার তেজ বা শক্তির দ্বারা স্বমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া আগমন করুন; তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্ভাবনাশক অনিষ্টসাধক অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত হউক এবং সুখে গমন-যোগ্য সুপথ প্রদর্শিত হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সন্মার্গ অধিগত হউক।) ॥ ১ ॥

* * *

মহে নো অদ্য সুবিতায় বোধ্যুষো মহে সৌভগায় প্রযন্ধি।
চিত্রং রয়িং যশসং ধেহ্যস্মে দেবি মর্ত্তেষু মানুষি শ্রবস্যুম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবী! 'অদ্য' (সর্ব্বস্মিন্ দিনে, সর্ব্বদা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মহে' (মহতে, শ্রেষ্ঠায় ইতি ভাবঃ) 'সুবিতায়' (সুখপ্রাপ্তয়ে, সুখগমনায় ইত্যর্থঃ) 'বোধি' (হেতুভূতঃ ভব

ইতি শেষঃ); কিঞ্চ হে 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) অস্মভ্যং 'মহে' (মহতে, শ্রেষ্ঠায়, সৌভাগ্যাদিং ইত্যর্থঃ) 'প্রযন্ধি' (প্রযচ্ছ); কিঞ্চ 'চিত্রং' (আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'যশসং' (যশোযুক্তং) 'রয়িং' (ধনং, ঐশ্বর্য্যং বা) অস্মাসু 'ধেহি' (নিধেহি, স্থাপয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। হে 'মানুষি' (জনহিতসাধিকে) 'দেবি' (দ্যোতনাত্মিকে) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু, মরণধর্ম্মশীলেষু অস্মাসু ইতি ভাবঃ) 'শ্রবস্যুঃ' (অভীষ্টানুরূপং ধনং) প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। জ্ঞানোন্মেষণেন সহ ধনৈশ্বর্য্যং অধিগম্যতু ইতি ভাবঃ॥ ২॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবি! আপনি সর্ব্বসময়ে আমাদিগের শ্রেষ্ঠসুখপ্রাপ্তির বা সৎপথে গমনের হেতুভূত হউন। হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি আমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যাদি প্রদান করুন এবং আকাঙ্ক্ষণীয় যশোযুক্ত ধনৈশ্বর্য্য আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন (আমাদিগকে প্রদান করুন)। হে জনহিতসাধিকে দেবি! মরণধর্ম্মশীল আমাদিগকে অভীষ্টানুরূপ ধন প্রদান করুন। (ভাব এই যে, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধনৈশ্বর্য্য অধিগত হউক।)॥ ২॥

* * *

এতে ত্যে ভানবো দর্শতায়াশ্চিত্রা উষসো অমৃতাস আগুঃ

জনয়ন্তো দৈব্যানি ব্রতান্যাপৃণন্তো অন্তরিক্ষা ব্যস্থুঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দর্শতায়াঃ' (স্বপ্রকাশশীলায়াঃ) 'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণ্যঃ দেব্যঃ) 'এতে' (সর্ব্বত্র-দৃশ্যমানাঃ) 'ত্যে' (প্রসিদ্ধাঃ, লোকহিতসাধিকাঃ) 'চিত্রাঃ' (বিশেষেণ প্রকাশশীলাঃ) 'অমৃতাসঃ' (অনশ্বরাঃ) 'ভানবঃ' (রশ্ময়ঃ—প্রভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'আ' (প্রকৃষ্টরূপেণ—সর্ব্বতো-ভাবেন ইত্যর্থঃ) 'অগুঃ' (আগচ্ছন্তু); তথা 'দৈব্যানি' (দেবানাং সম্বন্ধীনি, সৎসম্বন্ধীনি ইত্যর্থঃ) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি) 'জনয়ন্তঃ' (উৎপাদয়ন্ত ইতি ভাবঃ); তথা 'অন্তরিক্ষা' (লোকসমূহস্য) 'আপৃণন্তঃ' (উৎকর্ষং সাধয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'বি' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'অস্থুঃ' (স্বপ্রকাশশীলাঃ ভবন্ত)। জ্ঞানরশ্মিনা লোকাঃ বিশেষেণ উদ্ভাসিতাঃ সন্ত ইতি ভাবঃ॥ ৩॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্বপ্রকাশশীল জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান সেই প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক ও বিশিষ্টরূপে প্রকাশশীল অবিনশ্বর রশ্মি বা প্রভাবসমূহ সর্ব্বতোভাবে আগমন করুক; এবং

দেবসম্বন্ধীয় অর্থাৎ সৎসম্ভূত কর্ম্মসমূহ উৎপাদন করুক। আরও, লোকসমূহের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, সেই দেবী প্রকৃষ্টরূপে স্বপ্রকাশশীলা হউন। (ভাব এই যে—জ্ঞানরশ্মির দ্বারা লোকসমূহ বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হউক॥ ৩॥

* * *

এষা স্যা যুজানা পরাকাৎ পঞ্চ ক্ষিতীঃ পরি সদ্যো জিগাতি।
অভিপশ্যন্তি বয়ুনা জনানাং দিবো দুহিতা ভুবনস্য পত্নী॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষা স্যা' (জ্ঞানোন্মেষিণী সা দেবী) 'পরাকাৎ' (দূরস্থিতান তথা সমীপবর্ত্তিনঃ চ) 'পঞ্চক্ষিতীঃ' (সর্ব্বান্ লোকান্) 'যুজানা' (সংযুক্তান্ কৃত্বা, আত্মনি বিনিবিশ্য ইতি ভাবঃ) 'সদ্যঃ' (সর্ব্বকালে, নিত্যকালং) 'পরিজিগাতি' (ইষ্টং দদাতি ইতি ভাবঃ)। সা দেবী 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরস্য ইত্যর্থঃ) 'দুহিতা' (অঙ্গীভূতা) অপিচ 'ভুবনস্য' (ভূতজাতস্য) 'পত্নী' (পালয়িত্রী) ভবতি ইতি শেষঃ। সা দেবী 'জনানাং' (লোকানাং) 'বয়ুনা' (প্রজ্ঞানানি) 'অভিপশ্যন্তি' (অবলোকয়তি—উৎকর্ষসাধনার্থং ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানাধিকারিণঃ লোকাঃ সর্ব্বথা শ্রেয়াংসি অধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ॥ ৪॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষিণী সেই দেবী, দূরস্থিত এবং সমীপবর্ত্তী সকল লোককে সংযুক্ত অর্থাৎ আপনাতে বিনিবিষ্ট করিয়া নিত্যকাল অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। সেই দেবী দ্যুলোকের দুহিতা অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পরমেশ্বরের অঙ্গীভূতা এবং ভূতগণের পালয়িত্রী হয়েন। সেই দেবী লোকসকলের প্রজ্ঞানসমূহের উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানাধিকারী লোকসমূহ শ্রেয়ঃসমূহের অধিকারী হন।)॥ ৪॥

* * *

বাজিনীবতী সূর্য্যস্য যোষা চিত্রামঘা রায় ঈশে বসূনাম্।
ঋষিষ্টুতা জরয়ন্তী মঘোন্যুষা উচ্ছতি বহ্নিভির্গৃণানা॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজিনীবতী' (অন্নদাত্রী, জয়দাত্রী—অভীষ্টপূরয়িত্রী ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যস্য' (পরমাত্মনঃ) 'যোষা' (অঙ্গীভূতা) 'চিত্রামঘা' (বিচিত্রধনা) সা দেবী 'বসূনাং' (দেবমনুষ্যাদিসর্ব্বাশ্রয়াণাং—লোকানাং) 'রায়ঃ' (ধনানাং) 'ঈশে' (ঈশ্বরস্থানীয়া, প্রদাত্রী ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'ঋষিষ্টুতা' (সাধকৈঃ কর্ম্মিভিঃ বা অনুস্মৃতা) 'জরয়ন্তী' (অজ্ঞাননাশিকা) 'মঘোনী' (অভীষ্টধনদাত্রী সা দেবী) 'বহ্নিভিঃ' (কর্ম্মবোঢ়ৃভিঃ, কর্ম্মিভিঃ) গৃণানা' (স্তূয়মানা অনুস্মৃতা বা সতী) 'উচ্ছতি' (বিভানং করোতি, সুফলং দদাতি) ইতি শেষঃ। জ্ঞানসংযুতেন কর্ম্মণা কর্ম্মী অভীষ্টফলং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ॥ ৫॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অন্নদাত্রী জয়প্রদাত্রী (অভীষ্টপূরয়িত্রী), পরমাত্মার অঙ্গীভূতা, বিচিত্রধনা সেই দেবী—মনুষ্যাদি সর্ব্বাশ্রয়সমূহের বা লোকসমূহের ধনের ঈশ্বরস্থানীয়া বা প্রদাত্রী হয়েন। সাধক কর্ম্মীর অনুষ্ঠিত অজ্ঞাননাশিকা অভীষ্টধনদাত্রী সেই দেবী কর্ম্মবহনকর্ত্তা কর্ম্মিগণের দ্বারা স্তূয়মানা বা অনুস্মৃতা হইয়া সুফল প্রদান করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানসংযুত কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মী অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)॥ ৫॥

* * *

প্রতি দ্যুতানামরুষাসো অশ্বাশ্চিত্রা অদৃশ্রন্নুষসং বহন্তঃ।
যাতি শুভ্রা বিশ্বপিশা রথেন দধাতি রত্নং বিধতে জনায়॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্যুতানাং' (শোভমানাং, প্রকাশশীলাং ইত্যর্থঃ) 'উষসং' (জ্ঞানোন্মেষিণীং দেবীং বৃত্তিং বা) 'বহন্তঃ' (ধারয়ন্তঃ, অনুসরন্তঃ) জনাঃ 'অরুষাসঃ' (আরোচমানাঃ, দীপ্যমানাঃ) 'চিত্রাঃ' (চায়নীয়াঃ, অভিনবাঃ ইত্যর্থঃ) 'অশ্বাঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ—কর্ম্মসম্পাদনায় ইত্যর্থঃ) 'প্রতি অদৃশ্রন্' (লভন্তে, প্রাপ্নুবন্তি); 'শুভ্রা' (দীপ্যমানা, কলঙ্করহিতা ইত্যর্থঃ) সা দেবী 'বিশ্বপিশা' (বহুরূপেণ রথেন—কর্ম্মরূপেণ যানেন) 'যাতি' (সর্ব্বত্র গচ্ছতি, বিভাতি ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ 'বিধতে জনায়' (পরিচরতে জনায়—অনুসরণকারিণে লোকায় ইত্যর্থঃ) 'রত্নং' (রমণীয়ং ধনং) 'দধাতি' (দদাতি প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। যথাক্রমেণ পূর্ণজ্ঞানং লব্ধ লোকাঃ অভীষ্টস্বরূপং রত্নং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ॥ ৬॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমানা প্রকাশশীলা জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর বা বৃত্তির অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ, দীপ্যমান অভিনব কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য জ্ঞানরশ্মিসমূহ প্রাপ্ত হয়েন। দীপ্যমানা কলঙ্করহিতা সেই দেবী বহুপ্রকারে কর্ম্মরূপ রথে সর্ব্বত্র বিভাত হয়েন। আরও, তিনি পরিচর্য্যাকারী অর্থাৎ অনুসরণকারী জনকে রমণীয় ধনাদি প্রদান করেন। (ভাব এই যে—যথাক্রমে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মানুষ অভীষ্টানুরূপ রত্ন প্রাপ্ত হয়।) ॥ ৬ ॥

সত্যা সত্যেভির্ম্মহতী মহদ্ভির্দ্দেবী দেবেভির্যজতা যজত্রৈঃ।

রুজদ্দৃহ্লানি দদদুস্রিয়াণাং প্রতি গাব উষসং বাবশন্ত ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্যেভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ, সদ্ভাবসম্পন্নত্বাৎ ইত্যর্থঃ) 'সত্যা' (সৎস্বরূপা দেবতা) অধিগতা ভবতি ইতি শেষঃ; 'মহদ্ভিঃ' (হৃদি মহান্ ভাবঃ জাগরিতঃ সন্) 'মহতী' (পূজনীয়া, লোকৈঃ আকাঙ্ক্ষণীয়া শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ বা) অধিগতা ভবতি ইতি শেষঃ; 'দেবেভিঃ' (দেবত্বসম্পন্নৈঃ, হৃদি দেবভাবঃ সঞ্জাতঃ সন্) 'দেবী' (দ্যোতনাদিগুণাঃ) অধিগতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ; 'যজত্রৈঃ' (পূজাভিঃ, দেবানুসরণেন ইত্যর্থঃ) 'যজতা' (পূজায়াঃ শক্তিঃ ইত্যর্থঃ) সঞ্জাতা ভবতি ইতি শেষঃ। তেন যথা এবম্বিধে সতী 'দৃহ্লানি' (স্থিরাণি তমাংসি, অজ্ঞানান্ধকারান্ ইত্যর্থঃ) 'রুজৎ' (ভিনত্তি, দূরীভবতি); তথা 'উস্রিয়াণাং' (জ্ঞানানাং) 'দদৎ' (উৎপত্তিঃ ভবতি ইতি যাবৎ); 'গাবঃ' (সর্ব্বেঽপি তমোঽবরুদ্ধাঃ প্রাণিনঃ ইত্যর্থঃ) 'উষসং' (জ্ঞানোন্মেষিণীং দেবীং বৃত্তিং বা) 'প্রতি' (অভিমুখে) 'বাবশন্ত' (কাময়ন্তে, ধাবন্তি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সত্যাৎ সত্যং জ্ঞানাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে ইতি বুদ্ধেঃ উন্মেষণেন মানুষাঃ জ্ঞানোন্মেষিকাং বৃত্তিং দেবীং বা অনুসরতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ সদ্ভাবসম্পন্ন হইলে সৎস্বরূপা দেবতা অধিগত হয়েন; হৃদয়ে মহান ভাব জাগরিত হইলে, সর্ব্বলোকের আকাঙ্ক্ষণীয় শ্রী বা কীর্ত্তি অধিগত হয়; দেবত্বসম্পন্ন অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হইলে, দ্যোতনাদিগুণসমূহ অধিগত হইয়া থাকে। দেবানুসরণের দ্বারা দেবপূজার শক্তি সঞ্জাত হয়। তাহাতে অর্থাৎ এইরূপ হইলে, স্থির অজ্ঞানান্ধ-

কার-সমূহ দূরীভূত হয়, জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে এবং সর্ব্ববিধ তমোবরুদ্ধ প্রাণিগণ জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর বা বৃত্তির প্রতি প্রধাবিত হয় অর্থাৎ সেই বৃত্তিকে কামনা করে। (ভাব এই যে,—সত্য হইতে সত্য, এবং জ্ঞান হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়—অন্তরে এইরূপ বুদ্ধির উন্মেষণ হইলে, মানুষ তখন জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীকে বা বৃত্তিকে অনুসরণ করে) ॥ ৭ ॥

* * *

নূ নো গোমদ্বীরবদ্ধেহি রত্নমুষো অশ্বাবৎ পুরুভোজো অস্মে।

মা নো বর্হিঃ পুরুষতা নিদে কর্য্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'নূ' (ক্ষিপ্রং) 'গোমৎ' (বহুভিঃ গোভিঃ যুক্তং, যদ্বা—অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্নং) 'বীরবৎ' (বীরৈঃ পুত্রৈঃ উপেতং, যদ্বা—শ্রেষ্ঠং কর্ম্মসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বাবৎ' (বহুভিঃ অশ্বৈঃ উপেতং, যদ্বা—জ্ঞানকিরণৈঃ সর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্নং) 'রত্নং' (রমণীয়ং ধনং যদ্বা—পরমার্থং) তথা 'পুরুভোজঃ' (বহু অন্নং, যদ্বা—আত্মরক্ষণোপায়ং) 'অস্মে' (অস্মাসু) 'ধেহি' (নিধেহি, প্রদদ ইত্যর্থঃ)। 'নঃ' (অস্মাকং) 'বর্হিঃ' (যজ্ঞং, নিত্যকর্ম্ম) 'পুরুষতা' (পুরুষসমূহেষু, জ্ঞানিষু ইত্যর্থঃ) 'নিদে' (নিন্দায়ৈঃ) 'মা কঃ' (মা কার্ষীঃ, নিন্দনীয়ং কর্ম্ম মা করোমি ইত্যর্থঃ)। বিভিন্নমার্গানুসারিণাং বিভিন্না প্রার্থনা অত্র বিদ্যতে। যঃ ধনজনৈশ্বর্য্যং কাময়তি যঃ চ পরমার্থং কাঙ্ক্ষতি, তয়োঃ আকাঙ্ক্ষানুরূপা প্রার্থনা মন্ত্রার্থে প্রকটিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের সত্বর বহুগোযুক্ত বহুবীরপুত্রবিশিষ্ট এবং বহু অশ্ব-সমন্বিত রমণীয় ধন এবং বহু অন্ন আমাদিগকে প্রদান করুন। অথবা, হে দেবি! আমাদিগকে শীঘ্র অশেষ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠকর্ম্মসামর্থ্যযুত সর্ব্বদৃষ্টিসমন্বিত পরমার্থ এবং আত্মরক্ষার উপায় প্রদান করুন। আমাদিগের যজ্ঞ বা নিত্যকর্ম্ম, পুরুষসমূহের মধ্যে (জ্ঞানিগণের মধ্যে) যেন নিন্দনীয় না হয়; অর্থাৎ, যাহা নিন্দনীয় কার্য্য, তাহা যেন আমরা না করি। (বিভিন্ন-মার্গানুসারীর বিভিন্ন প্রকারের প্রার্থনা এখানে বিদ্যমান আছে। ভাব এই যে,—যিনি ধনজন-ঐশ্বর্য্যের কামনা করেন এবং যিনি পরমার্থের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের উভয়েরই আকাঙ্ক্ষানুরূপ প্রার্থনা মন্ত্রার্থে প্রকটিত হইয়াছে।) ॥ ৮ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

ঊষা-দেবতার আরাধনামূলক পূর্ব্বোক্ত আটটী মন্ত্র, রাত্রিতে বা প্রভাতে শুচিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহকারে উচ্চারণ করিলে, স্বর্ণাদি বহু ধন, গো, অশ্ব, ধন-ধান্য এবং স্ত্রীপুত্রাদি ও বাসগৃহ লাভ হয়। পক্ষান্তরে এই মন্ত্র-জপে পরম-জ্ঞানের উদয়ে পরমার্থ অধিগত হইয়া থাকে।

মতান্তরে এখানে আরও অনেকগুলি মন্ত্রজপের বিধি আছে। তদনুসারে ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২২ বর্গ হইতে ২৭ বর্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৭ম মণ্ডলের ৭৫ম সূক্ত হইতে ৮০ম সূক্ত পর্য্যন্ত ছয়টী সূক্ত সম্পূর্ণ জপ করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যকৃত ঋগ্বিধানের উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—যথা—

'রাত্র্যা অপরকালে য উত্থায় প্রযতঃ শুচিঃ।
ব্যুষা ইত্যুপতিষ্ঠেৎ ষড়্ভিঃ স্ক্তৈ কৃতাঞ্জলিঃ॥
প্রাপ্নুয়াৎ স হিরণ্যানি নানারূপং ধনং বহু।
গাবোঽশ্বান্ পুরুষান্ ধান্যং স্ত্রিয়ো বাসাংস্যজাবিকম্॥'

ধনরত্ন-ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তিমূলক এইরূপ আরও বহু মন্ত্র চতুর্ব্বেদের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। বাহুল্য-ভয়ে ঐ সকল মন্ত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহারা আগ্রহান্বিত হইবেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

* * *

ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম হইতে দশম ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গ) অর্থাৎ 'স্বাদিষ্ঠয়া' প্রভৃতি দশটী ঋক চৈত্রমাসে বিষ্ণুসন্নিধানে জপ করিলে মহৎ ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ লাভ হয়। দশম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গ) অর্থাৎ 'অক্ষৈর্ম্মা' প্রভৃতি মন্ত্র প্রতিদিন এক শত বার জপ করিলে, দিব্যবস্ত্র দিব্যভোগ্য এবং বহু দ্রব্য লাভ হয়। দ্বিতীয় মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋক (দ্বিতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সাতাইশ বর্গ) অর্থাৎ 'ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি' ইত্যাদি মন্ত্র তিন বৎসর পর্য্যন্ত ব্রতী হইয়া প্রত্যহ এক শত বার জপ করিলে, সত্য সত্য সহস্র প্রকার ধনরত্নাদি লাভ হয়। দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের পঞ্চম ঋক অর্থাৎ 'যজ্ঞেন গাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটী জলে অথবা বিল্বমূলে প্রতি দিন দশ বার জপ করিলে বহু দ্রব্য লাভ হয়। ইত্যাদি।

জ্ঞানবেদ

—:•:—

ত্রিতাপ নাশ-মূলক মন্ত্র

—•—

সংসার ত্রিবিধ তাপে পরিতপ্ত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ সন্তাপ মানুষকে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছে। এই ত্রিবিধ সন্তাপ বা দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মানুষের আর কোনও অশান্তি থাকে না।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—সকল প্রকার সন্তাপ বা দুঃখ এই ত্রিবিধ সন্তাপের বা দুঃখেরই অন্তর্নিবিষ্ট। ঐ সকল দুঃখ কি প্রকার, প্রথমে তাহা একটু বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

শাস্ত্রমতে, আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদি পীড়াজনিত যে দুঃখ, তাহা শারীরিক দুঃখ; আর, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য ঈর্ষা-ভয়-শোক ইত্যাদি জনিত যে দুঃখ, তাহাই মানসিক দুঃখ। দেবতা হইতে অর্থাৎ বাত বৃষ্টি ও বজ্রপাতাদির দ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ প্রভৃতি হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বলেন,—নিম্নোদ্ধৃত বেদমন্ত্রটী (ঋগ্বেদ-সংহিতা ৮ম অষ্টক ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৬ বর্গ; ১০ম মণ্ডল, ১১৪ সূক্ত, ২য় ঋক) যথাবিধি জপ করিতে পারিলে ঐ ত্রিবিধ দুঃখের বা সন্তাপের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সেই মন্ত্রটী এই—

ওঁ। ত্রিস্রো দেষ্ট্রায় নির্ঋতীরুপাসতে দীর্ঘশ্রুতো

বি হি জানন্তি বহ্নয়ঃ।

তাসাং নিচিক্যুঃ কবয়ো নিদানং পরেষু

যা গুহ্যেষু ব্রতেষু॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নির্ঋতীঃ' (সংসারী মানবঃ) 'ত্রিস্রঃ' (সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তারং, যদ্বা—ত্রিতাপনাশকং দেবং ইত্যর্থঃ) 'দেষ্ট্রায়' (পূজাপ্রদানেন) 'উপাসতে' (উপাসনাং কুর্ব্বতে, যদ্বা—অনুসরণং করোতু ইত্যর্থঃ)। 'দীর্ঘশ্রুতঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টারঃ) 'বহ্নয়ঃ' (সংসারস্য বোঢারঃ, লোকত্রায়কাঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'বিজানন্তি' (তৎকর্ম্ম গৃহ্নন্তি, তৎকর্ম্মফলং প্রদদতি ইত্যর্থঃ)। 'কবয়ঃ' (ক্রান্তদর্শিনঃ, সর্ব্বজ্ঞাঃ দেবাঃ) 'পরেষু' (উৎকৃষ্টেষু) 'গুহ্যেষু' (গোপ্তব্যেষু) 'ব্রতেষু' (যমনিয়মাদিষু কর্ম্মসু) 'যাঃ' (মনুষ্যাণাং প্রবৃত্তয়ঃ সন্তি), 'তাসাং' (তৎসম্বন্ধে) 'নিদানং' (মূলকারণং) 'নিচিক্যুঃ' (জানন্তি)। গূঢ়োদ্দেশ্যং অনুভূয় দেবাঃ তৎকর্ম্মফলং যথাভিলষিতং প্রযচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সংসারী মানুষ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তাকে অথবা ত্রিতাপনাশক দেবতাকে পূজা প্রদানের দ্বারা উপাসনা বা অনুসরণ করুক; সর্ব্বদ্রষ্টা লোকত্রাতা দেবগণ উৎকৃষ্ট গুহ্য যম-নিয়মাদি কর্ম্মসমূহে মানুষের যে প্রবৃত্তি থাকে, তাহার মূলকারণ জানিতে পারেন। (ভাব এই যে, গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া দেবগণ যথাভিলষিত কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন)।

* * *

মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

যদি ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাও, দেবতার উপাসনা কর; দেবভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ রাখ, দেবগুণে গুণান্বিত হও। যে কার্য্যই করিবে, ভগবানের তাহা অবিদিত থাকে না। আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই; গুপ্তভাবে যম-নিয়মাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। পরসেবা প্রভৃতি ব্রতে আত্ম-নিয়োগ কর। যত গুপ্তভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সৎকর্ম্ম-মাত্রেই ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া থাকে; ভগবান সৎকর্ম্মের ফল নিশ্চয়ই প্রদান করেন।

ত্রিতাপ-নাশক এই মন্ত্রের লক্ষ্য এই যে, মানুষ এই মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মপরায়ণ ও দেবভাবসম্পন্ন হউক। ত্রিবিধ দুঃখের কোনও দুঃখই তাহাকে আর আক্রমণ করিতে পারিবে না। মন্ত্র-জপের সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানোন্মেষ হউক,—সৎকর্ম্মে আসক্তি আসুক,—লোকহিতব্রতে জীবন উৎসৃষ্ট হউক। তাহাতেই ত্রিতাপ-নাশ হইবে।

* * *

সাঙ্খ্যশাস্ত্রের অভিমত এই যে, জ্ঞানই ত্রিতাপ-নাশক। পরম জ্ঞানের উদয় হইলেই সকল দুঃখ নাশপ্রাপ্ত হয়। বেদ সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার। বেদ-মন্ত্রের অনুধ্যানে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। জ্ঞানোন্মেষেই সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। চতুর্ব্বেদের পঠন-পাঠন জ্ঞানোন্মেষের মূলীভূত। অন্ততঃ চারি বেদের চারিটি মন্ত্রও যাঁহারা শ্রদ্ধা-সহকারে নিত্য জপ করেন, তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা কিছু না পারিবেন, প্রতি দিন চারি বেদের চারিটি মন্ত্র জপ করিয়া দেখিবেন,—জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের ত্রিতাপের অবসান হইতে থাকিবে।

গায়ত্রী-মন্ত্র জপ, পুরুষ-সূক্ত জপ, চারি বেদের প্রথম চারি মন্ত্র জপ,—ত্রিতাপ-নাশ-মূলক। ধর্ম্মবিশ্বাসী জন, ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। শুভফল স্বতঃই অধিগত হইবে।

———

জ্ঞান-বেদ

—:•:—

ঋণ-মুক্তির মন্ত্র।

—•—

ঋণের যন্ত্রণা—বিষম যন্ত্রণা। ইহসংসারে যত প্রকার যন্ত্রণা-ভোগ নির্দ্দিষ্ট আছে, ঋণের যন্ত্রণা তাহার মধ্যে প্রধানতম। সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্তি-লাভের জন্য মানুষের ব্যাকুলতার অবধি নাই।

চতুর্ব্বেদের মধ্যে কতকগুলি মন্ত্র আছে, যাহা যথানিয়মে জপ করিলে, শাস্ত্র বলেন, নিঃসংশয়ে ঋণমুক্তি ঘটে। তাহারই একটী মন্ত্র (ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৮ম মণ্ডল, ৩০শ সূক্ত, ৪র্থ ঋক্; (৬ষ্ঠ অষ্টক, ২য় অধ্যায় ৩৭শ বর্গ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

ওঁ। যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত।

অস্মভ্যং শর্ম্ম সপ্রথো গবেঽশ্বায় যচ্ছত॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৈশ্বানরাঃ' (কর্ম্মনেতারঃ, সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারঃ) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাসঃ' (দেবভাবাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ) 'ইহ' (ইহজগতি) 'স্থন' (বিদ্যন্তে), 'উত' (যদ্বা কর্ম্মণি নিয়োজয়ন্তি); 'তে' (দেবাঃ, দেবভাবসমূহাঃ বা) 'অস্মভ্যং' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ) 'সপ্রথঃ' (অভীষ্টানুরূপং) 'গবে অশ্বায়' (গবাশ্বাদিসহযুক্তং, ধনজন-বিশিষ্টং ইত্যর্থঃ, যদ্বা—জ্ঞানকিরণসমন্বিতং) 'শর্ম্ম' (সুখং) 'যচ্ছত' (প্রদদতু)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে নিয়োগকর্ত্তা যে সকল প্রসিদ্ধ দেবভাব বা সদ্গুণনিবহ ইহজগতে বিদ্যমান আছে অথবা কর্ম্মে নিয়োজিত করে; সেই সকল দেবগণ বা দেবভাবসমূহ প্রার্থনাকারী আমাদিগের অভীষ্টানুরূপ ধনজনবিশিষ্ট অথবা জ্ঞানকিরণ-সমন্বিত সুখ আমাদিগকে প্রদান করুন।

* • *

মন্ত্র-বিষয়ে বক্তব্য।

দেবভাবসমূহ বা সদ্গুণাবলি অভীষ্টানুরূপ সুখ প্রদান করে। দেবগণ বা সদ্ভাবসমূহ মনুষ্যগণকে যে কর্ম্মে নিয়োগ করে, তদ্দ্বারা সুখৈশ্বর্য্য আপনিই অধিগত হয়। মানুষ সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক, তাহার সকল অসুখ—সকল যন্ত্রণা দূরীভূত হউক,—মন্ত্র-জপের ইহাই লক্ষ্য।

মন্ত্রজপের সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সেই ভাবে ভাবান্বিত এবং কর্ম্মকে সেই পথে পরিচালিত করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই ঋণমুক্তি হইবে। ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। ঋষিগণ বলিয়াছেন,—'যে দেবাসঃ' মন্ত্রটী (ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৬ষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৭ বর্গের অন্তর্ভুক্ত) প্রত্যহ ২৮ বার বা ৮ বার করিয়া ছয় মাস জপ করিলে নিঃসংশয়ে ঋণমুক্তি ঘটে।

* • *

ঋণমুক্তির অন্যান্য মন্ত্র।

যাঁহারা শাস্ত্রে বিশ্বাসবান, তাঁহারা এই সকল মন্ত্র পরীক্ষা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইবেন।

ঋণমুক্তি-সম্বন্ধে এবং অর্থাদি লাভ সম্বন্ধে ঋষিগণের পরীক্ষিত আরও বহু মন্ত্র চতুর্ব্বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। 'কস্য' ইত্যাদি মন্ত্র (ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম অষ্টক, ২য় অধ্যায়, ১২শ বর্গ) জপপূর্ব্বক প্রিয়ঙ্গু ও মধুর দ্বারা সহস্র-বার হোম করিলে, ঋণনাশ ও মঙ্গল হয়। মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইল;—যথা,—

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দ্দাৎ পিতরং চ

দৃশেয়ং মাতরং চ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমৃতানাং' (দেবানাং, মরণরহিতানাং) 'কস্য' (কিংবিধস্য) 'কতমস্য' (শ্রেষ্ঠস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'চারু' (অসাধারণং, যথার্থং) 'নাম' (স্বরূপং) 'মনামহে' (হৃদি ধারয়াম, মনসি অনুধ্যায়েম); 'কঃ' (দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পুনঃ' (পুনরপি) 'মহ্যা' (মহতে, মহিমান্বিতায়) 'অদিতয়ে' (সীমারহিতায়, অনন্তায়) 'দাৎ' (আশ্রয়ং দদ্যাৎ) 'চ' (তথা) 'পিতরং মাতরং চ' (পিতৃমাতৃস্বরূপং পরমেশ্বরং) 'দৃশেয়ং' (পশ্যেয়ং)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ কোন্ দেবতার যথার্থ-স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ (অনুধ্যান) করিব? কোন্ দেবতা আমাদিগকে পুনরায় সেই মহিমান্বিত অনন্তে আশ্রয় দিবেন, এবং (কোন্ দেবতার অনুগ্রহে) পিতৃমাতৃস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিব (প্রাপ্ত হইব)?

* * *

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি—নিগূঢ় তাৎপর্য্যাদি—পূর্ব্বেই (এই জ্ঞানবেদের দ্বিতীয় খণ্ডে, ১১৩ হইতে ১২০ পৃষ্ঠায়) প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সে আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

বন্ধন-গ্রস্ত হইলে, মানুষ বন্ধন-মোচনের আকাঙ্ক্ষা করে। যদি পিতামাতা বিদ্যমান থাকেন এবং তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যায়, বন্ধনদশাপন্ন সন্তান তাঁহাদিগের সহায়তা যাচ্ঞা করে। পৃথিবীর পিতামাতা সামান্য বন্ধন হইতে সন্তানকে মুক্ত করিবার চেষ্টা পাইতে পারেন; কিন্তু যিনি পিতার পিতা—পরমপিতা, তাঁহার অনুকম্পা লাভ হইলে সকল প্রকার বন্ধন হইতেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

ঋষিগণ বলিয়াছেন,—পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে ঋণের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু আমরা বলি,—কেবল ঋণের বন্ধন নহে, এই মন্ত্রের অনুধ্যানে পরমপিতার স্নেহাকর্ষণে সর্ব্ববিধ বন্ধন মোচন হইতে পারে—সর্ব্ববিধ মুক্তি অধিগত হয়।

* * *

ঋণমুক্তি সম্বন্ধে আরও কতকগুলি জাপ্য-মন্ত্রের সন্ধান ঋগ্বিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহর্ষি শৌনক বলিয়া গিয়াছেন,—'ককারাদি হকারান্ত' যে সকল ঋক আছে, সেই সকল ঋক ত্রিশ সহস্র বার জপ করিলে ঋণমুক্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদ-সংহিতা দেখিয়া সেই সকল মন্ত্র সন্ধান করিয়া লইতে পারেন।

জ্ঞানবেদ।

—:•:—

সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিমূলক মন্ত্র।

—•:•:•—

বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিলে, সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি লাভ হয়। চতুর্ব্বেদের মধ্যে এরূপ মন্ত্র অনেক আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অনুবাকের দ্বাদশ সূক্ত জপ করিলে, ঋষিগণ বলেন, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ঐ সূক্তে বারটি মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্র-কয়েকটী—

ওঁ। অগ্নিং দূত বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (অস্মাকং অনুষ্ঠীয়মানস্য) 'যজ্ঞস্য' (যাগাদি সৎকর্ম্মণঃ) 'সুক্রতুং' (সুসম্পাদকং) 'হোতারং' (দেবানাং দেবতাবানাং বা আহ্বানকর্ত্তারং) 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বধনোপেতং, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং) 'দূতং' (বার্ত্তাবহং, সত্ত্বপ্রাপকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানদেবং) 'বৃণীমহে' (সংভজামঃ—বরামহে) বয়মিতি শেষঃ। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং জ্ঞানদেবং বয়ং সম্যক্ পূজয়ামঃ—বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ॥ ১॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদি সৎকর্ম্মের সুসম্পাদক, সকল দেবগণের অথবা দেবতাব-সমূহের আহ্বানকর্ত্তা, সকলধনোপেত অথবা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, বার্ত্তাবহ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রাপক দূতস্বরূপ

অগ্নিদেবকে (জ্ঞানদেবকে) এই যজ্ঞে আমরা সম্যগ্‌রূপে ভজনা করিতেছি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। সৎকর্ম্মসাধক সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতাকে আমরা সর্ব্বথা পূজা করিতেছি—আমরা জ্ঞানানুসারী হইতেছি—ইহাই ভাবার্থ।) ॥ ১ ॥

* . *

অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্‌পতিম্

হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।
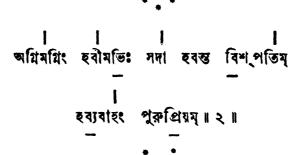
'বিশ্‌পতিং' (সর্ব্বেষাং লোকানাং পালকং, জগতাং অধিপতিং ধারকং বা, যদ্বা—বিশ্বপালকমিতি ভাবঃ) 'হব্যবাহং' (হবির্ব্বহনকর্ত্তারং, শুদ্ধসত্ত্ববাহকং—অর্চ্চনাকারিণাং হৃদি, ভগবৎসমীপে বেতি ভাবঃ) 'পুরুপ্রিয়ং' (বহূনাং প্রীত্যাস্পদং, লোকানাং প্রিয়সাধকং) 'অগ্নিমগ্নিং' (প্রকারভেদেন বহুরূপধারিণং জ্ঞানদেবং) 'হবীমভিঃ' (আহ্বানকরৈর্ম্মন্ত্রৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবৈঃ) 'সদা' (নিরন্তরমেব) 'হবন্ত' (হবন্তি, আহ্বয়ন্তি, প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ) সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতার ইতি শেষঃ। সর্ব্বলোকপালকঃ সর্ব্বজনশ্রেয়সাধকঃ জ্ঞানদেবঃ লোকানাং সৎকর্ম্মণা সহ হৃদি প্রকাশিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বলোকপালক, শুদ্ধসত্ত্বপ্রদায়ক, লোকসমূহের প্রিয়সাধক, বহুরূপে প্রকাশমান জ্ঞানদেবতাকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই নিরন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকপালক, শ্রেয়ঃসাধক জ্ঞানদেবতা মনুষ্যগণের সৎকর্ম্মের দ্বারাই হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন।) ॥ ২ ॥

* . *

অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে।

অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥ ৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'অজ্ঞানঃ' (কর্ম্মণা জ্ঞানেন বা উৎপন্নঃ ভবসি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'বৃক্তবর্হিষে' (বৃক্তেন ছিন্নেন বর্হিষা কুশেন যুক্তায় হৃদয়ায়, রিপুভিঃ নির্য্যাতিতানাং বিচ্ছিন্নীকৃতানাং বা অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, হৃদি বেতি ভাবঃ) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিযুক্তান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্ বা) 'আবহ' (আনয়); ত্বং হি 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঈড্যঃ' (স্তুত্যঃ) 'হোতা' (যতঃ অস্মৎপক্ষে দেবানাং আহ্বান-কর্ত্তা, হৃদি দেবভাবানাং নয়নকর্ত্তা) 'অসি' (ভবসি)। অস্মাকং ইষ্টসিদ্ধিনিমিত্তং জ্ঞানদেবং আহ্বাতব্যং—জ্ঞানার্জ্জনং চ কর্ত্তব্যং ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! কর্ম্মের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা আপনি উৎপন্ন হন; হে দেব! রিপুগণ-কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত বিচ্ছিন্নীকৃত আমাদের এই কর্ম্মে (অথবা হৃদয়ে) আপনি দেবভাবসমূহকে আনয়ন করুন। আপনিই আমাদিগের পূজ্য; যেহেতু আপনি হৃদয়ে দেবভাবের আনয়নকর্ত্তা হয়েন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান করা অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জন করা কর্ত্তব্য।) ॥ ৩ ॥

ওঁ। উশতো বিবোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যম্।
দেবৈরাসৎসি বর্হিষি ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'দূত্যং' (দৌত্যকর্ম্ম, হৃদি দেবভাবপ্রাপকং) 'যাসি' (স্বীকরোষি, ভবসীতি ভাবঃ) অতঃ 'উশতঃ' (হবিঃকাময়মানান্ সত্বপ্রবর্দ্ধকান্ বা দেবান্ দেবভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'বিবোধয়' (জাগরয়, অস্মিন্ কর্ম্মণি প্রাপয় ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'বর্হিষি' (আস্তীর্ণকুশাসনে, অস্মিন্ কর্ম্মণি, রিপুভির্ব্বিচ্ছিন্নীকৃতে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) তৈঃ 'দেবৈঃ' (তৈর্দ্দেবগণৈঃ দেবভাবৈঃ বা সহ) 'আসৎসি' (আসীদ, আগত্যোপবিশ)। হে দেব! ত্বং দৌত্যকর্ম্মগ্রহণানন্তরং সর্ব্বান্ দেবান্ উদ্বোধ্য তৈঃ সহ কর্ম্মণি হৃদি বা আগত্য চ অস্মাকং ইষ্টং সাধয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যেহেতু আপনি দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার করেন অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের প্রদানকারী হয়েন, অতএব সত্ত্বপ্রবর্দ্ধক দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আমাদিগের কর্ম্মে বা হৃদয়ে জাগাইয়া দিউন; আর, রিপুগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত এই হৃদয়ে দেবগণের বা দেবভাব-সমূহের সহিত আসিয়া অবস্থিতি করুন। (ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব! আপনি দৌত্য-কর্ম্মগ্রহণান্তর সকল দেবভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সহিত আমাদিগের এই কর্ম্ম মধ্যে আগমন পূর্ব্বক আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি করুন।) ॥ ৪ ॥
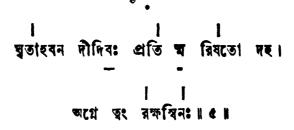
ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতি ষ্ম রিষতো দহ।
অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতাহবন' (ঘৃতেনাহূয়মান, ভক্তিরসামৃতেন আহূয়মান) 'দীদিবঃ' (দীপ্যমান্, প্রকাশমান্) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বং রক্ষস্বিনঃ' (রাক্ষসযুক্তান্, রাক্ষসবলেন বলিনঃ, পাপকারিণঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রতি' (অস্মাকং প্রতিকূলান্) 'রিষতঃ' (হিংসকান্ শত্রূন্—কামক্রোধাদিনিতি ভাবঃ) 'দহ ষ্ম' (নিতরাং ভস্মীকুরু)। অত্র শত্রুবধার্থং প্রার্থনা বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হবির্দ্বারা (ভক্তি-সহযোগে) আহূয়মান দীপ্তিশালিন অথবা প্রকাশমান হে জ্ঞানদেব! রাক্ষস বলে বলী অথবা পাপকারী আমাদিগের প্রতিকূল হিংস্র শত্রুগণকে (রাক্ষসগণকে) আপনি নিঃশেষে ভস্মীভূত করুন। (এখানে শত্রু-বধের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে) ॥ ৫ ॥

অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা।
হব্যবাড়্ জুহ্বাস্যঃ ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিঃ' (মেধাবী, কর্ম্মকুশলঃ) 'গৃহপতিঃ' (লোকানাং রক্ষকঃ পালকঃ বা) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, চিরনূতনঃ) 'হব্যবাট্' (হবির্বহনকারী, সত্বপ্রাপকঃ, ভগবৎসমীপে কর্ম্মবাহকঃ ইতি ভাবঃ) 'জুহ্বাস্যঃ' (প্রদীপ্তবদনঃ, মুখেন প্রকাশরূপেণ বা সত্যস্য জ্যোতিঃসম্পন্নঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানাগ্নিঃ) 'অগ্নিনা' (জ্ঞানেন) 'সমিধ্যতে' (সম্যগ্ দীপ্যতে, পরিবৃদ্ধির্জায়তে)। অত্র ভাবঃ—আলোক-সাহায্যেন যথা আলোকঃ বিভাতি জ্ঞান-সাহায্যেন তদ্বৎ জ্ঞানং বর্দ্ধতে; জ্ঞানাৎ জ্ঞানং বিভাতি ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী, কর্ম্মকুশল, লোকসমূহের পালক বা রক্ষক, নিত্যতরুণ চিরনূতন, সত্বপ্রাপক—ভগবৎসমীপে কর্ম্মবাহক, প্রকাশরূপে সত্য-জ্যোতিঃসম্পন্ন, জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব), জ্ঞানের দ্বারাই সম্যক্ দীপ্যমান বা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—আলোক-সাহায্যে যেমন আলোক প্রকাশ পায়, জ্ঞানই সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশক হয়েন; অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই জ্ঞান বিভাসিত হয়।)॥ ৬॥

কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।
দেবমমীবচাতনম্॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) ত্বং তং 'কবিং' (কর্ম্মকুশলং, মেধাবিনং) 'সত্যধর্ম্মাণং' (সত্যাশ্রয়ভূতং, সত্যস্বরূপং) 'অমীবচাতনং' (শত্রূণাং নাশকং, অসত্যবারকং) 'দেবং' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং) 'উপস্তুহি' (সামীপ্যং প্রাপয়, আরাধয়)। অত্র প্রার্থনাকারী জ্ঞানসঞ্চয়ায় উদ্বুদ্ধো ভবতি॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! হিংসারহিত যজ্ঞে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে তুমি সেই কর্ম্মকুশল মেধাবী, সত্যাশ্রয়ভূত সত্যস্বরূপ, শত্রুগণের নাশক অসত্য-নিবারক, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত জ্ঞানদেবতাকে সমীপে প্রাপ্ত হও—আরাধনা কর। এখানে প্রার্থনাকারী জ্ঞান-সঞ্চয়ের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ হইতেছেন)॥ ৭॥

যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্য্যতি।

তস্য স্ম প্রাবিতা ভব ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'যঃ হবিষ্পতিঃ' (যঃ হবির্দ্দানকারী, ভগবদুদ্দেশ্যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা) 'দূতং' (বার্ত্তাবহং, ভগবতি মিলনসাধকং) 'ত্বাং' (জ্ঞানদেবং) 'সপর্য্যতি' (পরিচরতি, সেবতে) ত্বং 'তস্য' (কর্ম্মকারিণঃ) 'প্রাবিতা' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষকঃ) 'ভব স্ম' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানস্য আরাধনয়া অনুসরণেন বা নরঃ সৎকর্ম্মপরঃ সন্ শ্রেয়াংসি লভতে ॥ ৮ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত হে জ্ঞানদেব! ভগবদুদ্দেশে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা (হবির্দ্দানকারী) যে জন ভগবানের মিলনসাধক সেই আপনাকে (জ্ঞানদেবতাকে) সেবা করেন, আপনি সেই সুকর্ম্মকারীর প্রকৃষ্ট রক্ষক হয়েন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের আরাধনায় এবং অনুসরণে সৎকর্ম্মপর হইয়া মানুষ সকল শ্রেয়ঃ লাভ করে।) ॥ ৮ ॥

* * *

যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি।

তস্মৈ পাবক মৃড়য় ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ হবিষ্মান্' (যঃ হবির্দ্দানকারী যাজ্ঞিকঃ, যঃ সৎকর্ম্মকারী ইত্যর্থঃ) 'দেববীতয়ে' (দেবানাং পানার্থং প্রীত্যর্থং বা, দেবোদ্দেশে নিয়োজিতং, দেবভাবপরিবৃদ্ধিকরং ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'আবিবাসতি' (সম্যক্ পরিচরতি, অনুসরতি), 'পাবক' (পবিত্রকারক, জগৎপাবন) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'তস্মৈ' (যাজ্ঞিকায়, সুকর্ম্মকারিণে) 'মৃড়য়' (সুখয়, আনন্দং দদাসি)। জ্ঞানানুসারিণো জনাঃ সদানন্দং লভন্তে—ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মকারী যে জন দেবভাবের পরিবৃদ্ধিকর জ্ঞানদেবতাকে অনুসরণ করেন, জগৎপাবন হে জ্ঞানদেব, আপনি সেই সুকর্ম্মকারীকে সুখী করেন—আনন্দ দেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী জনগণ সদানন্দ লাভ করিয়া থাকেন)॥ ৯॥

* * *

স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহাবহ।

উপযজ্ঞং হবিশ্চ নঃ॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবক' (পবিত্রকারিন্, পাপনাশক) 'দীদিবঃ' (দীপ্যমান, স্বপ্রকাশ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'সঃ' (পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইহ' (যজ্ঞভূমৌ, হৃদ্দেশে, কর্ম্মণি বা ইত্যর্থঃ) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'আবহ' (আনয়); ততঃ 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (যাগাদি সৎকর্ম্ম) 'হবিঃ চ' (আহুতিপ্রদত্তং দ্রব্যসম্ভারঃ চ) 'আবহ' (দেবান্ প্রাপয়)। অস্মাকং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সকলানি হবীংষি চ সত্ত্বসমন্বিতানি দেবত্বমণ্ডিতানি চ ভবন্তু ইতি ভাবঃ॥ ১০॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারী (পাপনাশক) দীপ্যমান্ (স্বপ্রকাশ) হে জ্ঞানদেব! পূর্ব্বোক্তগুণযুক্ত সেই আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞক্ষেত্রে (হৃদ্দেশে বা কর্ম্মে) দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সকল দেবভাবকে আনয়ন করুন; এবং আমাদিগের যাগাদি সৎকর্ম্মকে এবং আহুতি-প্রদত্ত দ্রব্যসম্ভারকে দেবগণকে প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সকল কর্ম্ম সকল উপহার সত্ত্বসমন্বিত এবং দেবত্বমণ্ডিত হউক।)॥ ১০॥

* * *

স নঃ স্তবান আ ভর গায়ত্রেণ নবীয়সা।

রয়িং বীরবতীমিষম্॥ ১১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'সঃ' (পূর্ব্বোক্তগুণোপেতস্ত্বং) 'নবীয়সা' (চিরনূতনেন) 'গায়ত্রেণ' (গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্তেন স্তবেন, বেদমন্ত্রেণ) 'স্তবানঃ' (স্তূয়মানঃ সন্, আরাধিতঃ সন্) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'রয়িং' (পরমার্থরূপং পারলৌকিকং ধনং) 'বীরবতীং ইষং' (বীর্য্যশালীপুত্র-পৌত্রাদিযুতং অন্নং, ইহলৌকিকং ঐশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ) 'আভর' (প্রাপয়, দেহীতি ভাবঃ)। অত্র প্রার্থনাকারী ইহলৌকিকং পারলৌকিকং চ উভয়বিধং ধনং যাচতে—ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পূর্ব্বোক্তগুণোপেত সেই আপনি চিরনূতন বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুত (আরাধিত) হইয়া, আমাদিগকে পরমার্থরূপ পারলৌকিক ধন এবং বীর্য্যশালিপুত্র-পৌত্রাদিযুত ইহলৌকিক ধন প্রদান করুন। (এখানে প্রার্থনাকারী ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ ধন যাচ্ঞা করিতেছেন—ইহাই ভাবার্থ।) ॥ ১১ ॥

• • •

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দ্দেবহূতিভিঃ ॥
ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ॥ ১২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'শুক্রেণ' (শুভ্রেণ, নির্ম্মলেন) 'শোচিষা' (তেজসা, বিভূত্যা—অস্মান্ উদ্বোধ্য ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বিশ্বাভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ) 'দেবহূতিভিঃ' (সর্ব্বৈর্দ্দেবতাহ্বানসাধনস্তোত্রৈশ্চ সন্তুষ্টঃ সন্, দেবভাবপরিবৃদ্ধিসাধকৈঃ কর্ম্মভিঃ সহ মিলিত্বা ইতি ভাবঃ) 'ইমং' (এতৎ) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, পূজাং) 'জুষস্ব' (সেবস্ব, গৃহাণ)। হে দেব! ত্বদীয়া বিশুদ্ধয়া বিভূত্যা অস্মান্ আরাধনাপরায়ণান্ কৃত্বা ইমং স্তোমং গৃহাণ ॥ ১২ ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনার সুবিমল জ্যোতির অর্থাৎ বিভূতির দ্বারা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার দেবভাব-পরিবৃদ্ধি-সাধক কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া, এই স্তোত্র বা পূজা গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার বিশুদ্ধা বিভূতির দ্বারা আমাদিগকে আপনার আরাধনাপরায়ণ করিয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন ॥ ১২ ॥

• •

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য যে সকল মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে, তাহার বারোটী মন্ত্র ('অগ্নিং দূতং' ইত্যাদি মন্ত্র) ভাবার্থ সহ প্রদত্ত হইল। কেহ কেহ কহেন,—ঐ বারোটী মন্ত্র শিব সন্নিধানে প্রত্যহ তিন বার করিয়া তিন বৎসর জপ করিলে, সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি-লাভ হয়। কিন্তু মহর্ষি শৌনকের মত এই যে, কেবলমাত্র ঐ বারটী মন্ত্র নহে, দ্বাদশ সূক্তের ঐ প্রথম মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, উনবিংশ সূক্তের শেষ মন্ত্র পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবে। তদনুসারে দ্বাদশ সূক্তের বারোটী মন্ত্র, ত্রয়োদশ সূক্তের বারোটী মন্ত্র, চতুর্দ্দশ সূক্তের বারোটী মন্ত্র, পঞ্চদশ সূক্তের বারোটী মন্ত্র, ষোড়শ সূক্তের নয়টী মন্ত্র, সপ্তদশ সূক্তের নয়টী মন্ত্র, অষ্টাদশ সূক্তের নয়টী মন্ত্র এবং উনবিংশ সূক্তের নয়টী মন্ত্র মোট একাশীটি মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

ইষ্টসিদ্ধি লাভ বিষয়ে এইরূপ আরও অনেকগুলি জাপ্য-মন্ত্র আছে। আবশ্যক হইলে, অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা জপ করা যাইতে পারে।

• • •

মানুষের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সুতরাং অভীষ্ট-লাভ সম্বন্ধেও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানারূপ আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র-জপের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।

সাধারণ-ভাবে অভীষ্ট-লাভ বিষয়ে কতকগুলি মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। যথাপ্রসঙ্গে তাহার কতকগুলি মন্ত্রের পরিচয় দেওয়া যাইবে। সর্ব্বাভীষ্ট-লাভ বিষয়ে আরও কতকগুলি মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, এ সম্বন্ধে পর পর কতকগুলি সূক্ত জপের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র-সমূহ এবং তাহাদিগের ভাবার্থ আমাদিগের প্রকাশিত ঋগ্বেদ-সংহিতায় পরিদৃষ্ট হইবে। লিখিত আছে,—'সুরূপকৃত্নুমূতয়ে' প্রভৃতি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর আটটী সূক্তের মন্ত্র প্রত্যহ পাঁচ বার করিয়া বিষ্ণু-সন্নিধানে জপ করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

কিন্তু এ বড় কঠিন ব্যাপার। পূর্ব্বোক্ত আটটী সূক্তে (ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ সূক্ত হইতে একাদশ সূক্ত পর্য্যন্ত আটটী সূক্তে) মোট আশীটী মন্ত্র আছে। সেই আশীটী মন্ত্র প্রত্যহ পাঁচ বার করিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে জপ করিতে হইবে। এইরূপ জপের ফলে অভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে।

—— • ——

জ্ঞান-বেদ।

—:*:—

নীরোগ শরীরের জন্য জাপ্য-মন্ত্র।

—:•:—

যে কোনও দৈব-কার্য্যেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক না কেন, নীরোগ শরীর ও স্বাস্থ্য-সম্পন্নতা সর্ব্বথা আকাঙ্ক্ষণীয়। শরীর নীরোগ না হইলে, ব্যাধি-বিপত্তিতে দেহ জর্জ্জরীভূত থাকিলে, কোনও ইষ্টকার্য্যেই অনুরক্তি বা দৃঢ়তা আসে না। সেই জন্য দৈবকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

মিতাচার মিতাহার প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যে অত্যাবশ্যক, তাহা পালন তো করিতেই হইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিলে সহসা সুফল লাভ হইবে। নিরোগিতা ও স্বাস্থ্যলাভ সম্বন্ধে বহু জাপ্য বেদমন্ত্র আছে। শাস্ত্রে আছে;—করবী পুষ্পের দ্বারা গায়ত্রী-মন্ত্রোচ্চারণে এক সহস্র হোম করিবে। তাহাতে ব্যাধিনাশ হয় এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শরীর সুস্থ থাকে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার, প্রথম মণ্ডলের ত্রিশ সূক্তের প্রথম ঋক্‌টী (১ম অষ্টক, ১ম অধ্যায়, ৫ম বর্গ)—'অশ্বিনা যজ্বরী' ইত্যাদি মন্ত্র—জপ করিলে ব্যাধিনাশ হয়।

নীরোগ হইয়া ব্যাধি-নাশ পূর্ব্বক, অক্ষত শরীরে ভগবানের আশীষ লাভ করিবার প্রয়াসী হইলে, 'অক্ষীভ্যাং তে' ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট সূক্তটী (১০ম

মণ্ডল, ১৬৪ম সূক্ত, ১-৬ ঋক্—৮ম অষ্টক, ৮ম অধ্যায়, ২১ বর্গ) বিধিপূর্ব্বক জপ করান প্রয়োজন। ঐ সূক্তের ছয়টা ঋক্ ও তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে; যথা—

ঋক্।

ওঁ। অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বিবৃহামি তে॥ ১॥

ওঁ। গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্যমংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বিবৃহামি তে॥ ২॥

ওঁ। আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোর্হৃদয়াদধি।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যক্নঃ প্লাশিভ্যো বিবৃহামি তে॥ ৩॥

ওঁ। উরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্।
যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ভংসসো বিবৃহামি তে॥ ৪॥

ওঁ। মেহনাদ্বনংকরণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ।
যক্ষ্মং সর্ব্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বিবৃহামি তে॥ ৫॥

ওঁ। অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নোলোম্নো জাতং পর্ব্বণি পর্ব্বণি।

যক্ষ্মং সর্ব্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বিবৃহামি তে ॥ ৬ ॥

• • •

মন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য।

মন্ত্র-কয়েকটীর মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের কোনই আবশ্যক নাই। মন্ত্রের ভাবার্থ, মন্ত্র পাঠ মাত্র অধিগত হয়।

শরীর ব্যাধিমন্দির। অট্টালিকার প্রতি ইষ্টককে ঝড়ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি বিবিধ নৈসর্গিক উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। এই দেহ অট্টালিকার প্রতি অঙ্গকে ব্যাধি-বিপত্তিতে বিপর্য্যস্ত করে। অট্টালিকা রক্ষা করিবার জন্য, যেমন তাহার বাত্যাগ্নভিহত অংশের সংস্কার-সাধন আবশ্যক হয়; সেইরূপ নিত্যক্ষয়শীল দেহ অট্টালিকারও প্রতি অঙ্গকে রক্ষা করিবার আবশ্যক আছে।

দেহ অট্টালিকার এই সংস্কার-সাধন ব্যাপারে বিবিধ উপায় পরিগ্রহণ আবশ্যক। নিজের দেহ রক্ষার জন্য নিজেকে চেষ্টা করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে দেহ রক্ষার সম্বন্ধে ভগবানের অনুকম্পা প্রার্থনা করিতে হইবে। একদিকে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা, অন্যদিকে দৈব-কর্ম্মের অনুষ্ঠান—দেহরক্ষা-সম্বন্ধে আবহমান কাল এইরূপ পদ্ধতিই চলিয়া আসিতেছে।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে সেই বিবিধ প্রক্রিয়ার আভাস প্রাপ্ত হই। একপক্ষে এই মন্ত্র-ছয়টীতে আত্মরক্ষার জন্য উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে; পক্ষান্তরে ভগবানের নিকট অনুগ্রহ কামনা করা হইয়াছে। মন্ত্রকয়টী যুগপৎ আত্মোদ্বোধক ও ভগবৎপ্রার্থনামূলক।

মন্ত্র-কয়টীর ক্রিয়াপদ—'বিবৃহামি'—উত্তম পুরুষের একবচনে প্রযুক্ত। তাহাতে এক পক্ষে ভাব আসে—আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে আমি যেন ব্যাধিকে পৃথক করিতে পারি—দূর করিতে সমর্থ হই।' এই উত্তম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদে ভাব আসে—'আমার শরীরকে নীরোগ রাখা, সে তো আমারই আয়ত্তাধীন!' প্রকৃতই তাই। ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থায় নীরোগ ও সুস্থ থাকা—সে যেমন আমার নিজের আয়ত্তাধীন; তৎপক্ষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা-জ্ঞাপন—সেও আমার নিজের আয়ত্তাধীন। আমার অবহেলায় আমার দেহ আপনিই অকালে বিনষ্ট হইতে পারে। আবার আমার প্রচেষ্টার ফলে, আমি নীরোগ দীর্ঘায়ু হইতেও পারি। একপক্ষে এ মন্ত্র সেই আত্মনির্ভরতার কথা স্মরণ করাইতেছে। মন্ত্র বলিতেছে—'শরীরকে নীরোগ সুস্থ রাখিবার জন্য যথাবিধি ঔষধ পথ্যাদিরও ব্যবস্থা কর এবং ভগবানের দ্বারেও প্রার্থনা জানাও।'

পুরুষকার ও দৈব—এতদুভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দৈব ভিন্ন পুরুষকার সম্ভবে না; আবার পুরুষকার ভিন্ন দৈব সঞ্জাত হয় না। মন্ত্র দৈবের সহায়তায় পুরুষকারকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

* * *

পূর্ব্বে বলিয়াছি—শরীর ব্যাধি-মন্দির। উহার প্রতি অঙ্গ, প্রতি প্রত্যঙ্গ রোগনিবাস। ব্যাধি—চক্ষুর্দ্বয়ে, ব্যাধি—নাসিকায়, ব্যাধি—কর্ণদ্বয়ে, ব্যাধি—ওষ্ঠমূলে, ব্যাধি—শিরোদেশে, ব্যাধি—মস্তিকে, ব্যাধি—জিহ্বায়। প্রথম মন্ত্রের সঙ্কল্প—'আমি ঐ সকল অঙ্গ হইতে ব্যাধিকে দূরীভূত করিতেছি।'

কোন্ অঙ্গ ব্যাধির নিবাস-স্থান নহে? ঊর্দ্ধগত স্নায়ু-সমূহে, গ্রীবার মধ্যে, গলগত ধমনী-সমূহে, অস্থিমধ্যে, অস্থি-সন্ধিসমূহে, হস্তের ঊর্দ্ধ (অংস) এবং অধোভাগে (বাহুতে) রোগ বিরাজ করিতেছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের উদ্বোধনা—ঐ সকল রোগকে নিবৃত্ত করিতে হইবে।

অন্নপানীয়ের আধারভূত অন্ত্রসমূহ হইতে, স্নায়ুসমূহ হইতে, যে নাড়ীসমূহের মধ্য দিয়া 'সমান' বায়ুর দ্বারা অন্নরস ধাতুতে পরিণত হয় সেই নাড়ীসমূহ হইতে, স্থবিরান্ত্র হইতে, হৃদ্-পুণ্ডরিক হইতে, শরীরের উভয় পার্শ্বে বর্ত্তমান আম্রফলাকৃতি বৃক্ক হইতে, হৃদয় সমীপে বিদ্যমান যকৃৎ হইতে, ক্লোম-প্লীহাদি মাংস মধ্য হইতে, রোগকে অপসারণ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইতেছি—ইহাই তৃতীয় মন্ত্রের সঙ্কল্প।

উরুদ্বয় হইতে, জানুদ্বয় হইতে, পদদ্বয়ের ঊর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশ হইতে, জানু হইতে, কটি প্রদেশ হইতে এবং পায়ু হইতে রোগসমূহকে দূর করিতেছি—ইহাই চতুর্থ মন্ত্রের সঙ্কল্প।

লিঙ্গ হইতে, শিশ্ন হইতে, লোম হইতে, নখ হইতে রোগোৎপত্তি ঘটে। সেই সকল স্থানের সর্ব্ববিধ রোগকে দূর করিতেছি,—পঞ্চম মন্ত্রের ইহাই উদ্বোধনা।

সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে, সকল লোমকূপ হইতে, সকল অবয়বের সকল সন্ধিস্থান হইতে উৎপন্ন রোগ-সমূহকে দূর করিতেছি,—ষষ্ঠ মন্ত্রের ইহাই সঙ্কল্প।

ফলতঃ, দেহের সকল অঙ্গ ব্যাধিশূন্য এবং কর্ম্মঠ থাকুক, মন্ত্র-ছয়টীর প্রার্থনায় তৎসঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। *

রোগী স্বয়ং যদি এই সকল মন্ত্র জপ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার পিতৃদেব, গুরুদেব অথবা পুরোহিত এই সকল মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রজপের সময় তাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গে হস্তসঞ্চালন পূর্ব্বক 'মন্ত্রদ্বারা রোগাপসারণ করিতেছি',—এই ভাবে অনুপ্রাণিত থাকিবেন।

---

* প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই মন্ত্র কয়েকটীর মধ্যে শারীর-বিজ্ঞানে ঋষিগণের অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। জ্ঞানবেদের পঞ্চম খণ্ডে তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা ও অন্যান্য পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

জ্ঞানবেদ।

আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য জাপ্য-মন্ত্র।

যেমন নীরোগ শরীর আবশ্যক, তেমনি আয়ুর্ব্বৃদ্ধির পক্ষেও প্রযত্ন প্রয়োজন। অল্পায়ু না হয়, অকাল-মৃত্যু না ঘটে, সৎকার্য্যে চিত্ত বিনিবিষ্ট থাকে,—এ পক্ষে চতুর্ব্বেদের বিভিন্ন স্থানে উপদেশ আছে।

পূর্ব্বে গায়ত্রী-মন্ত্র জপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি; এখানে অপর একটী মন্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। মহর্ষি শৌনক বলেন,—'ত্রির্দ্দেবঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটী (ঋগ্বেদ-সংহিতা, পঞ্চম অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৫ বর্গ; ৭ম মণ্ডলের ১০০ সূক্তের ৩য় ঋক্) যথারীতি দশ সহস্র বার বিষ্ণু-মন্দিরে জপ করিলে, আয়ুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মন্ত্রটী নিম্নে প্রকটিত হইতেছে; যথা—

ত্রির্দ্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চ্চসং মহিত্বা।

প্র বিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়াস্ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম॥

বিষ্ণুদেবতার স্মরণ-পূর্ব্বক বিষ্ণু-মন্দিরে বসিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—বিশ্বব্যাপক সেই যে দেবতা ত্রিলোক ব্যাপিয়া আপনার জ্যোতিঃ-বিস্তারে সংসারকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, তিনি আপন মহত্ত্বের দ্বারা বৃদ্ধকে বলসম্পন্ন করুন এবং স্থবিরকে রূপগুণে সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট করুন। মানুষ যেন তাঁহার কর্ম্মে কর্ম্মান্বিত হইয়া, তাঁহার সেবায় সেবাপর থাকিয়া, আপনার আয়ু বৃদ্ধি করিতে পারে, শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে এবং নবীন জীবন প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানবেদ।

—:•:—

পুত্র-কন্যা-লাভের জাপ্য-মন্ত্র।

কোনও মানুষ পুত্র চায়, কোনও মানুষ কন্যা চায়; কিন্তু পায় না। বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে অভীষ্টানুরূপ পুত্র-কন্যা লাভ হইতে পারে; এ সম্বন্ধে আমরা ক্রমান্বয়ে চতুর্ব্বিধ জাপ্য মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। উহার এক এক প্রকার মন্ত্র-জপের এক এক প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট আছে।

পুত্রের অভাবে অনেক বিত্তসম্পত্তিশালী ব্যক্তির—রাজা জমিদারের—সংসারে হাহাকার উঠে। পক্ষান্তরে আবার বহু পুত্রকন্যার জন্য দরিদ্র গৃহস্থ বিপন্ন হইয়া পড়ে।

মানুষের এই ক্ষোভ বিদূরণের জন্য শাস্ত্রে নানা উপদেশ আছে। চতুর্ব্বেদের আলোচনায় দেখিতে পাই, বেদমন্ত্র জপ করিলে অভীষ্টানুরূপ পুত্র বা কন্যা লাভ হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে আমরা পর পর কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

•.•

১। পুত্রলাভের জন্য জাপ্য-মন্ত্র।

ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত মন্ত্রটী জপ করিলে দেবগণ বহু-কীর্ত্তি-সম্পন্ন পুত্র প্রদান করেন। সেই মন্ত্রটী এই,—

ওঁ। যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।

তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥

•.•

মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, যজনীয় দেবগণের মধ্যে সেই যে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি দেবতা আর অমর সত্যজ্ঞ সেই যে সকল দেবগণ, অস্থ আমাদিগকে বহুকীর্ত্তিসম্পন্ন পুত্র প্রদান করুন।

• • •

২। মৃতবৎসার বা বন্ধ্যার পুত্র-লাভের জন্য জাপ্য-মন্ত্র।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উক্তি এই যে,—'যজ্ঞং দেবানাং' সূক্তটী (ঋগ্বেদ-সংহিতা,—প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গ; ১ম মণ্ডল, ১৬ অনুবাক, ১০৭ সূক্ত, ১—৩ ঋক) ত্রিশ সহস্র বার বিষ্ণু-মন্দিরে জপ করিলে, মৃতবৎসার ও বন্ধ্যা রমণীর সুপুত্র লাভ হয়। ঐ সূক্তের তিনটী মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে। মন্ত্র তিনটী এই—

ওঁ। যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃলয়ন্তঃ।
আ বোহর্ব্বাচী সুমতির্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাসৎ ॥
উপ নো দেবা অবসা গমন্ত্বঙ্গিরসাং সামভিঃ স্তূয়মানাঃ।
ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈর্ম্মরুতো মরুদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম্ম যংসৎ ॥
তন্ন ইন্দ্রস্তদ্বরুণস্তদগ্নিস্তদর্য্যমা তৎ সবিতা চ নো ধাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥

• • •

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

সাধারণভাবে এই মন্ত্রত্রয়ের মর্ম্মার্থে পুত্র-লাভে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয় না। তিনটী মন্ত্রেই বিমল সুখের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম মন্ত্রে ভগবানের প্রীতির জন্য আপনাদিগের কর্ম্মকে নিয়োগ করিবার, দেবভাব-সমূহের অধিকারী হইয়া সুখী হইবার

এবং দেবত্বের উপজননসমর্থ সুমতি লাভ করিবার প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনায় প্রকাশ,—হৃদয়ে দেবভাব ক্রিয়াশীল হউক, কর্ম্মসমূহের দ্বারা দেবগণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং তাহার ফলে সুমঙ্গল অধিগত হউক। তৃতীয় মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার নিকট করুণা প্রার্থনা করিয়া দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

এ পক্ষে এই তিনটী মন্ত্রে, কেবল পুত্র-লাভেরই বা আশা কেন, সকল আশাই পূর্ণ হইতে পারে। যে সুখের কামনা করিয়া যে অশান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্র জপ করা হউক, তাহাতেই সাফল্য আসিবে আশা করা যায়। তবে ঋষিগণের উক্তি এই যে, এই তিনটী মন্ত্র জপ করিলে, মৃতবৎসার ও বন্ধ্যানারীর সুপুত্র লাভ হয়।

• • •

৩। বহুকন্যা-লাভের পর সুপুত্র-লাভের জাপ্য মন্ত্র।

যাঁহারা পুনঃপুনঃ কন্যালাভ করিয়া, পুত্র-লাভের আশায় হতাশ হন, বংশ লোপ হইল বলিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ রহেন, তাঁহাদিগের জন্য 'আ মনীষাং' ইত্যাদি মন্ত্রযুক্ত বর্গটী (ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গ; ১ম মণ্ডল, ১৬ অনুবাক, ১১০ সূক্ত, ৬—৯ ঋক্) ত্রিশ সহস্র বার বিষ্ণুমন্দিরে জপ করিবার বিধি আছে। ঐ বর্গে চারিটী মন্ত্রে আছে। সেই মন্ত্র-চতুষ্টয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

ওঁ। আ মনীষামন্তরিক্ষস্য নৃভ্যঃ স্রুচেব ঘৃতং জুহবাম বিদ্মনা।
তরণিত্বা যে পিতুরস্য সশ্চির ঋভবো বাজমরুহন্দিবো রজঃ ॥ ১ ॥

ঋভুর্ন ইন্দ্রঃ শবসা নবীয়ানৃভুর্ব্বাজেভির্ব্বসুভির্ব্বসুর্দ্দদিঃ।
যুষ্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয়েঽভি তিষ্ঠেম পৃৎসুতীরসুন্বতাম্ ॥ ২ ॥

নিশ্চর্ম্মণঃ ঋভবো গামপিংশত সম্বৎসেনাসৃজতা মাতরং পুনঃ।
সৌধন্বনাসঃ স্বপস্যয়া নরো জিব্রী যুবানা পিতরাকৃণোতন ॥ ৩ ॥

বাজেভিরের্বাজসাতাববিড্ঢ্যভূম ইন্দ্র চিত্রমাদর্ষি রাধঃ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৪॥

* * *

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

এই মন্ত্র-চতুষ্টয় ঋভুদেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মানুষ হইয়াও যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত, তাঁহারাই ঋভুদেবতা। প্রথম মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন ঋভুদেবগণের অনুসারী হইতে পারি।' দ্বিতীয় মন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা—'আমাদিগের মধ্যে দেবভাব আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপুগণকে বিমর্দ্দিত করুক।' তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'ঋভুগণের অনুসরণে জ্ঞানোন্মেষ হয়; ঋভুগণের আদর্শে সৎকর্ম্মকারিণী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তি সংসার-সংস্পর্শে জর্জ্জরীভূত হৃদয়কে অভিনব শক্তি প্রদান করে।' চতুর্থ মন্ত্রে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'আদর্শ মনুষ্যগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া দেবতা আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন।'

এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া, পুত্রার্থীর, ঋভুদেবগণের ন্যায় পুত্র পাইবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা, আমাদিগের ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতাতে প্রকাশিত আছে। বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল না। অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

* * *

৪। কন্যা-লাভের জাপ্য-মন্ত্র।

কেহ কেহ কন্যা-লাভের জন্যই অতিমাত্র ব্যাকুল। তাঁহারা যদি 'প্রাতরগ্নিং' প্রভৃতি সূক্তটী (ঋগ্বেদ-সংহিতা, সপ্তম মণ্ডল, ৪১ সূক্ত, ১-৭ম ঋক; পঞ্চম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গ) শিবালয়ে অথবা জলে লক্ষবার জপ করিতে পারেন, অথবা লাজাহুতির (খৈ দ্বারা আহুতি) দ্বারা এক শত বার হোম করিতে পারেন, তাঁহারা অভীষ্টানুরূপ কন্যালাভে সমর্থ হন। কন্যার্থীর জাপ্য সেই মন্ত্র-কয়টী নিম্নে প্রকটিত হইল; যথা—

ওঁ। প্রাতরগ্নিং প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতর্ম্মিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা।
প্রাতর্ভগং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং প্রাতঃ সোমমুত রুদ্রং হুবেম॥ ১॥

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্ত্তা।
আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ॥ ২ ॥

ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ।
ভগ প্র ণো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম॥ ৩ ॥

উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্।
উতোদিতা মঘবন্‌ৎ সূর্য্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম॥ ৪ ॥

ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
তং ত্বা ভগ সর্ব্ব ইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ॥ ৫ ॥

সমধ্বরায়োষসো নমন্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায়।
অর্ব্বাচীনং বসুবিদং ভগং নো রথমিবাশ্বা বাজিন আ বহন্তু॥ ৬ ॥

অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন ঊষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৭ ॥

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

এই সাতটী মন্ত্রে ধনজনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি পাইবার কামনা আছে। মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—এই সাতটী মন্ত্র জপ করিলে কন্যা লাভ হয়। তাঁহার উক্তি,—

"প্রাতরগ্নিং জপেৎ সূক্তং জলে লক্ষং শিবালয়ে।
কন্যার্থী লভতে কন্যাং লাজাহুত্যা শতং হুনেৎ॥"

কিন্তু অপর কোনও কোনও ঋষির অভিমত এই যে,—পূর্ব্বোক্ত সাতটী মন্ত্র প্রাতঃকালে প্রতিদিন জপ করিলে নানাবিধ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

এ বিষয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উক্তি,—

"নিবেষ্টুকামো রোগার্ত্তো ভগসূক্তং জপেৎ সদা।
নিবেশং বিশতি ক্ষিপ্রং রোগৈশ্চ পরিমুচ্যতে॥"

এই সূক্তটী ভগ-দেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত। এই সূক্ত জপ করিলে ব্যাধি-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে কন্যালাভও ঘটিয়া থাকে।

মন্ত্রসপ্তকের ভাবার্থ।

প্রথম মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে আহ্বান মাত্র আছে। অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ, অশ্বিদ্বয়, ভগদেবতা, পূষা, ব্রহ্মা, সোম এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে আহ্বান পূর্ব্বক আহুতি দান করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রেও বিভিন্ন দেবতার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র স্তোতা সম্ভজনীয় ধন-সামর্থ্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তৃতীয় মন্ত্রে ভগদেবতাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক ধন-জন-ঐশ্বর্য্য-পুত্রাদির কামনা করা হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে ত্রিকালিক প্রার্থনায় সুমতি কামনা করা হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে ভগদেবতাকে এবং সকল দেবতাকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রার্থনাকারীর যজ্ঞে বা কর্ম্মে আহ্বান করা হইয়াছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রদ্বয়ে সকল দেবতাকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বস্তি অর্থাৎ সুমঙ্গল প্রার্থনা করা হইয়াছে।

জ্ঞানবেদ।

—•—

দীর্ঘায়ু-লাভের জাপ্য-মন্ত্র

—•: • :•—

দীর্ঘায়ু লাভের জন্য কাহার না আকাঙ্ক্ষা? 'দীর্ঘায়ু লাভ করি, শরীর নীরোগ থাকুক, অর্থ-সম্পদের অধিকারী হই';—এ আকাঙ্ক্ষা মানুষ-মাত্রেই হৃদয়ে পোষণ করে।

কিন্তু কলির জীব বিশ্বাস করিতে পারিবে না! মন্ত্রজপে যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকোদ্ভাসিত চিত্ত, সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে পারে কি? পারিবে না তো নিশ্চয়ই! তবে মরণের ক্রোড়ে যাহারা নিত্য শায়িত আছে, তাহাদের পক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হানি কি?

বেদ বলিতেছেন, ঋষিগণও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—মন্ত্র-জপে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, শত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদে যদি বিশ্বাস থাকে, শাস্ত্রবাক্যে যদি অনাস্থা না থাকে, একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখ না কেন? শাস্ত্রে অবিশ্বাসী জনকে পরীক্ষা করিতে বলিতেছি না; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রে বিশ্বাসবান, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন;—যদি সুফল প্রাপ্ত হন, তারস্বরে তাহা ঘোষণা করিবেন।

শারীর-বিজ্ঞান—যত উন্নত-পরিপুষ্টই হউক—এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই। এখনও পরীক্ষার অবস্থাই চলিয়াছে। কেন-না, আজ যাহা শুফলপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। নূতনের পর নূতন পরীক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে দেখিতেছি।

এরূপ অবস্থায় মন্ত্র-শক্তির শুভফল-লাভ-বিষয়ে পরীক্ষাই বা চলুক না কেন? অনেক বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসককেও দেখিয়াছি;—যখন ঔষধাদিতে কোনও ফল পাইলেন না, তখন তাঁহারা ভগবানের নাম স্মরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং নূতন ঔষধ প্রদানের সময় নিজেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন।

কোন্ কোন্ বেদ-মন্ত্র-জপে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, ঋষিগণের নির্দ্দেশ অনুসারে, নিম্নে তাহার কয়েকটী মন্ত্র প্রকটন করিতেছি; যথা—

ওঁ। মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।

গ্রাহির্জিগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্॥ ১॥

যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পেরতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব।

তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং শতশারদায়॥ ২॥

সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্।

শতং যথেমং শরদো নয়াতীন্দ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্॥ ৩॥

শতং জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্।
শতমিন্দ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দ্দুঃ॥ ৪॥
আহার্ষং ত্বাবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্ন্নব।
সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বং তে চক্ষুঃ সর্ব্বমায়ুশ্চ তেঽবিদম্॥ ৫॥

(৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়, ১৯ বর্গ; ১০ম—১২অ—১৬১সূ)।

* * *

মন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য।

দীর্ঘায়ুঃ-লাভের জন্য জাপ্য এই যে মন্ত্র,—এতদ্দ্বারা রাজযক্ষ্মাদি দুরারোগ্য ব্যাধি পর্য্যন্ত নিবারিত হয়। এই সূক্ত জপপূর্ব্বক ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—'প্রয়তযুক্ত হইয়া প্রতিদিন তিন বার শিবালয়ে এই মন্ত্র জপ করিলে মানুষ শত বৎসর আয়ুঃ লাভ করে।'

কিন্তু শাস্ত্রে, সূত্রগ্রন্থে, উল্লেখ আছে—এই সূক্ত জপে ব্যাধি-বিমুক্তি ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ ঘটে।

* * *

মন্ত্র-পঞ্চকের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র পঞ্চক—আত্মোদ্বোধক। 'আমি আমার ব্যাধিকে দূর করিতেছি; আমি আমার আয়ুকে বৃদ্ধি করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছি'—ইত্যাদি সঙ্কল্প সহ অগ্নিতে আহুতি-প্রদান এই মন্ত্রের কর্ম্ম বলিয়া জানা যায়।

প্রথম মন্ত্রে নিত্যক্ষয়প্রাপ্ত আপনাকে (নিজেকে) সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—এই হবির দ্বারা বা যজ্ঞসাধনভূত হোমের দ্বারা, নিত্যক্ষয়কারী অজ্ঞাত রোগকে আমি দেহ হইতে বিমুক্ত করিতেছি। উদ্দেশ্য—আমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি। মন্ত্রে 'অজ্ঞাত-যক্ষ্মাৎ' পদ রহিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে,—যে ক্ষয়কারী ব্যাধি নিত্য নিত্য আমাদের জীবনকে ক্ষয় করিতেছে। মন্ত্রে 'জীবনায়' পদ আছে; তাহার ভাব—জীবন রক্ষার জন্য, আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য। মন্ত্রে 'হবিষা' পদ আছে; তাহার অর্থ—হবিঃপ্রদান-পূর্ব্বক। ভাব এই যে, হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চয়ের দ্বারা। তবেই মন্ত্রের প্রথম অংশের 'মুঞ্চামি' হইতে 'অজ্ঞাত যক্ষ্মাৎ' পর্য্যন্ত অংশের ভাব হয় এই যে,—'দিন দিন আপনা আপনিই কালবশে আমার যে আয়ুক্ষয় হইতেছে; দেবোদ্দেশ্যে হবিঃপ্রদান দ্বারা অথবা হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষণ দ্বারা আমি সেই ক্ষয়কে নিবারণ করিতেছি।' মন্ত্রের প্রথম পাদে আর আছে—'উত রাজযক্ষ্মাৎ।' উহার মর্ম্ম এই যে, 'ক্ষয়রোগ দ্বারা যদি

আমি আক্রান্ত হইয়া থাকি, এই উপায়ে তাহা হইতেও আমি মুক্তি লাভ করিব।' মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের প্রার্থনা—'এবম্বিধ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ইন্দ্রাদি দেবতা ব্যাধিমুক্ত করুন; তাঁহারা পূজা গ্রহণ করুন।'

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'যদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষীণায়ু হয় অথবা ইহলোক হইতে লোকান্তরে প্রয়াণের মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়, অথবা যদি মৃত্যুর নিকটে উপনীত হয়, এবম্বিধ সেই পুরুষকে, আয়ুক্ষয়কারী পাপদেবতার কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়া এক শত বৎসর জীবিত রাখিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন করি।' মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়া মানুষকে দীর্ঘায়ু করিবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'সহস্র-অক্ষি-বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বতঃ দৃষ্টিসম্পন্ন, শতবর্ষ জীবন-প্রদাতা সেই ভগবান ইন্দ্রদেব, তাঁহার সৎকর্ম্মের সামর্থ্যের দ্বারা পোষণ করিয়া এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে শত বর্ষ আয়ুঃ প্রদান করুন। শতবর্ষ আয়ুলাভ করিয়া, এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেন সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়।'

চতুর্থ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'ইন্দ্রাদিদেবের কৃপায় শত শরত, শত হেমন্ত, শত বসন্ত এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উপভোগে আসুক অর্থাৎ সুখপ্রদ হউক, ইহার হবির দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের দ্বারা সবিতা ও বৃহস্পতি দেবতা ইহাকে শত আয়ু প্রদান করুন।'

পঞ্চম মন্ত্রের সঙ্কল্প এই যে,—'হে ব্যাধিগ্রস্ত! তোমাকে মৃত্যু-সকাশ হইতে ফিরাইয়া আনিতেছি। তুমি অভিনব জীবন লাভ কর, তোমার সকল অঙ্গ, সকল চক্ষু, সকল আয়ুঃ পূর্ণভাবে বিরাজ করুক।' ভাব এই যে,—'আমি মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে আয়ুষ্মান্ ও সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং নীরোগ করিতেছি।'

• • •

নীরোগিতা ও দীর্ঘায়ুলাভ জন্য ঐ পাঁচটী মন্ত্র জপের বিধি আছে। যিনি স্বয়ং ঐ মন্ত্র-পঞ্চক জপ করিতে না পারিবেন, তাঁহার পিতৃদেব, গুরুদেব অথবা পুরোহিত ঐ মন্ত্রের দ্বারা আহুতি-দান পূর্ব্বক তাঁহার ব্যাধিগ্রস্ত দেহে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্রান্তর্গত 'মুঞ্চামি' পদের সার্থকতা সেই দৃষ্টিতেই প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রে রোগগ্রস্তকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'তোমার রোগসমূহকে শরীর হইতে অপসৃত করিতেছি, তুমি নীরোগ হইলে, দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিলে।' এবম্বিধ ভাবে পিতৃদেব গুরুদেব প্রভৃতি কর্ত্তৃক যখন মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, সেই সময়, স্বয়ং মন্ত্র-জপে অসমর্থ হইলে রোগীকে মনে মনে ইষ্টনাম বা ভগবানের নাম জপ করিতে হইবে।

এ প্রসঙ্গে ইহাও সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কাহারও শুভ-সাধনের উদ্দেশ্যে দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক যখন বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইবে, সে সময় যাঁহার শুভকামনায় মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র বা হরিনাম জপ করিতে হইবে। কেবল পুরোহিতের বা অন্যের উপর কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া, নিজে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে মন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মন্ত্র-জপের সময় চিত্তকে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত রাখিতে হয়।

———•———

জ্ঞানবেদ।

—:•:—

পুরুষ-সূক্ত।

— • —

সর্ব্বদেবার্চ্চনার ফলপ্রাপ্তি-মূলক জাপ্য-মন্ত্র।

——— • ———

পুরুষ-সূক্ত মানুষের প্রধান জাপ্য-মন্ত্র। পুরুষ-সূক্ত জপ করিলে সকল দেবতার অর্চ্চনার ফললাভ হয়। পুরুষ-সূক্ত জপের দ্বারা যে জন নারায়ণে পুষ্প জল প্রদান করেন, তৎকর্ত্তৃক বিশ্বরূপ ভগবান অর্চ্চিত হন। পুরুষ-সূক্ত জপের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ উক্তি আছে।

• • •

পুরুষ-সূক্তের তাৎপর্য্য।

পুরুষ-সূক্তে ভগবানের অভিব্যক্তির চিত্র প্রকটিত। তিনি কিরূপে কি ভাবে প্রকাশমান আছেন, বিশ্বনাথ বিশ্বব্যাপিয়া কিরূপভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহার বিরাট্ বিশাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উৎপত্তি-স্থিতি-নিলয় কেমনভাবে সংসাধিত হইতেছে, পুরুষ-সূক্তের মন্ত্র-সমূহে তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে, দৃষ্টি-শক্তির তারতম্যানুসারে, বিভিন্ন জন তাঁহাতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর সমাবেশ দেখিতে পাইতেছেন। 'পশ্বের হবিঃ

দর্শন'—ন্যায়ের যে প্রবাদ-বাক্য আছে, পুরুষ-সূক্তের মন্ত্রের আলোচনায়, মানুষের দৃষ্টি-শক্তি সেইরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। হস্তী দেখিতে গিয়া, অন্ধ তাহার পদস্পর্শ করিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—হস্তী স্তম্ভের ন্যায়। আর একজন হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল,—হস্তী সূর্পের (কুলার) ন্যায়। এক এক অঙ্গ দেখিয়া হস্তি-সম্বন্ধে এক এক জন এক এক রূপ কল্পনা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিল। তাহারা কেহই বুঝিতে পারে নাই—বিরাট্ যে হস্তী, ঐ হস্তপদাদি তাহার এক এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।

পুরুষ-সূক্তের মন্ত্র সম্বন্ধেও আমাদিগের অন্ধ নয়ন আমাদিগকে সেই সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান করে।

মন্ত্রে (পুরুষ-সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রে) আছে,—

"যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।"

উহার সাধারণ অর্থ এই হয় যে,—'যে পুরুষ প্রদত্ত হবির দ্বারা দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।' তাহার পরই আছে—"বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।" শব্দার্থের অনুসরণে উহার ভাব হয় এই যে,—'সেই যজ্ঞ হইতে বসন্ত গ্রীষ্ম শরৎ আজ্য ইধ্ম এবং হবিঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। এখানে শব্দার্থের অনুসরণে মূল-তত্ত্ব কিছুই অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং যিনি যেরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি ঐ অংশে সেইরূপ অর্থই অনুধাবন করিয়া গিয়াছেন।

পুরুষ-সূক্তের সপ্তম মন্ত্র,—

'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষঃ জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥'

মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'সেই প্রথমজাত পুরুষকে পশুস্বরূপ বহ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহা হইতে দেবগণ এবং সাধ্য ও ঋষিগণ উৎপন্ন হন।'

অষ্টম, নবম ও দশম মন্ত্রে প্রকাশ আছে—'সেই যজ্ঞ হইতে সর্ব্বহুত অগ্নি উৎপন্ন হন; তাহা হইতে ঋক সাম যজুঃ উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে অশ্ব গো প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এইরূপ সমস্যামূলক উক্তি প্রতি মন্ত্রেই পরিদৃষ্ট হয়।

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিষয় পরিকল্পিত। তাঁহার মুখ, বাহু, উরু, পদ কি প্রকার—একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রে তাহার পরিকল্পনা দেখি। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, ভূলোক, দিক্‌সমূহ তাঁহাতে কি ভাবে অবস্থিত, সেই পরিচয় কল্পিত হইয়াছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ মন্ত্রে তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই দ্বারা কি ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল মন্ত্রে অর্থান্তরে সেই পুরুষকে যজ্ঞের বলি প্রদানের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, অর্থান্তরে সৌর-জগতের উৎপত্তির কথা বিবৃত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে তাহার তন্ন তন্ন আলোচনার কোনও আবশ্যক দেখি না।

এই পুরুষ-সূক্তের মন্ত্র বিষম সমস্যাপূর্ণ। ইহাতে রূপকে সৃষ্টি-তত্ত্ব পরিবর্ণিত। সেই রূপক ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন রূপে মন্ত্রের অর্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি,—'বেদ দর্পণ-স্বরূপ।' সুতরাং বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যাজ্ঞিক এক প্রকার অর্থ মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন; দার্শনিক আর এক প্রকারের অর্থ উহার মধ্য হইতে পরিগ্রহণ করিয়াছেন; বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ রূপান্তরে প্রকটিত হইয়াছে; জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে মন্ত্রে সৌরজগতের সৃষ্টি-রহস্যে জ্যোতিষ-তত্ত্ব উহার মধ্যে প্রতিভাত রহিয়াছে। যাহা হউক, পুরুষ-সূক্তের এই সকল মন্ত্রে সৃষ্টি-রহস্য এবং স্রষ্টার অভিব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সম্বন্ধে সংসারে নানা মত প্রচলিত আছে। সৃষ্টির বা স্রষ্টার অনন্তত্ব মানুষের ধ্যান-ধারণায় আয়ত্ত হয় না। সুতরাং উহার মধ্যে রূপ গুণ বিশেষণ এবং কাল বিভাগের ব্যবধান আবশ্যক হয়। স্রষ্টাকে যে নানা রূপ-গুণে বিভূষিত করা হয়, সে তাঁহার অনন্তত্ব ধারণায় আসে না বলিয়া। অব্দ বর্ষ ঋতু মাস দিবা রাত্রি দণ্ড মুহূর্ত্ত প্রভৃতির ব্যবধানে কালকে খণ্ডিত করা হয়, সেও তাহার অনন্তত্ব ধারণায় আসে না বলিয়া।

সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও ঐ ভাব মনে করিতে হইবে। সৃষ্টির আদি কোথায় নির্ণয় করিতে না পারিয়া, মানুষ তাহার একটা কাল নির্দ্দেশের চেষ্টা পায়।

সৃষ্টি কিরূপে সাধিত হইতেছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, মানুষের সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান, সৃষ্টি-ক্রমের একটা কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়। সৃষ্টি-ক্রিয়া নিত্য চলিয়াছে। সেই ক্রিয়া দর্শন করিয়া, আমরা আদি-ক্রিয়া নির্দ্দেশ করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদি-ক্রিয়া নির্ণীত হয় না। 'বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে'—এ যেমন চিরপ্রহেলিকাময়, সৃষ্টি-রহস্যও সেইরূপ গভীর সমস্যার বিষয়ীভূত।

তাই কেহ কহেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব জলময় ছিল; তাহাতে সৃষ্টি বীজরূপে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ আবার অন্যরূপ মত প্রকাশ করেন। নীহারিকা-বাদ, ক্রমবিকাশ-বাদ প্রভৃতি কত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই এ সম্বন্ধে আবিষ্কৃত হইয়াছে! বাহুল্যভয়ে এখানে সে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

এখানে এই পুরুষ-সূক্তে অর্থান্তরে সেই সকল প্রকার মতেরই আভাস প্রাপ্ত হইবেন। যে গবেষণার ফলে, সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে তত্ত্বই আবিষ্কৃত হউক না কেন পুরুষ-সূক্তের মন্ত্রার্থে সেই তত্ত্বই আনয়ন করা যাইতে পারে। ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে আমরা স্থূলভাবে পুরুষ-সূক্তের একটা মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।

পুরুষ-সূক্ত-জপে, ভগবানের অনুধ্যানে, তিনি কি ভাবে বিশ্বে বিদ্যমান আছেন, কেমনভাবে তাঁহার সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে,—এবম্বিধ তাঁহার মহিমার বিষয় মনে জাগ্রত হইবে। সেই অনুভাবনা লইয়া পুরুষ-সূক্ত জপ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।

চারি বেদেই পুরুষ সূক্ত আছে। তবে বিভিন্ন বেদে পুরুষ-সূক্তের বিভিন্ন প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। সামবেদ-সংহিতার অন্তর্গত পুরুষ-সূক্তের পাঁচটী মন্ত্রের বিষয়, এই 'জ্ঞানবেদেরই' প্রথম খণ্ডে (১২৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৩০ পৃষ্ঠা) আলোচিত হইয়াছে। এখানে প্রথমে ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত পুরুষ-সূক্তের মন্ত্রগুলি যথাপর্য্যায় উদ্ধৃত করিতেছি। ভাবার্থ উপলব্ধি করিয়া ভক্তি-সহকারে ঐ সূক্ত জপ করুন; যে আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া মন্ত্র-জপে প্রবৃত্ত হইবেন, ভগবদনুগ্রহে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

ওঁ। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥

পুরুষঃ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।

উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রশীর্ষাঃ' (অনন্তশিরর্ভির্যুক্তঃ, অনন্তশক্তিশালী) 'সহস্রাক্ষঃ' (অনন্তচক্ষুসমন্বিতঃ, অনন্তজ্ঞানসম্পন্নঃ' সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) 'সহস্রপাৎ' (সর্ব্বত্রবিদ্যমানঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ) 'স পুরুষঃ' (স ভগবান্) 'ভূমিং' (ব্রহ্মাণ্ডং) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'আ' (সমন্তাৎ, সর্ব্বদিক্ষু) 'বৃত্বা' (পরিবেষ্ট্য) 'দশাঙ্গুলং' (অতিক্ষুদ্রং হৃদ্দেশং, যদ্বা,—ব্রহ্মাণ্ডাৎ অতীতস্থানং ইত্যর্থঃ) 'অত্যতিষ্ঠৎ' (অতিক্রম্য বর্ত্ততে)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বঃ বিশ্বঃ ভগবতঃ একাংশেন অবস্থিতঃ; স সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তমস্তকবিশিষ্ট অর্থাৎ অনন্তশক্তিশালী, অনন্তচক্ষুবিশিষ্ট অর্থাৎ অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন (সর্ব্বজ্ঞ), সর্ব্বত্র বিদ্যমান অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, সেই পুরুষ বা ভগবান, ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে সকল দিক হইতে বেষ্টন করিয়া অতিক্ষুদ্র হৃদ্দেশে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত স্থান অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছেন। (এই মন্ত্রটী নিত্যসত্যতত্ত্ব-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সকল বিশ্ব ভগবানের একাংশে অবস্থিত; তিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বজ্ঞ) ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'এব' (হি) 'যৎ ভূতং' (উৎপন্নং জগৎ) 'চ' (তথা) 'যৎ ভব্যং' (ভবিষ্যজ্জগৎ, অনুৎপন্নং, ভগবতি বর্ত্তমানং, কারণাবস্থায়াং লীনং ইত্যর্থঃ) 'ইদং সর্ব্বং' (বক্ষ্যমাণং বিশ্বং) ভবতি, ব্যাপ্য তিষ্ঠতি বা ইতি শেষঃ; 'উত' (অপিচ) 'যৎ' (যস্মাৎ) 'অন্নেন' (শক্ত্যা, স্বশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) ('অতিরোহতি' (অতিক্রামতি,—বিশ্বং ইতি যাবৎ) তস্মাৎ স এব 'অমৃতত্বস্য' (অমৃতত্ত্বস্য) 'ঈশানঃ' (অধীশ্বরঃ, প্রদাতা ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। অতীতানাগতবর্ত্তমানঃ সৃষ্টিপ্রবাহঃ ভগবতঃ অংশঃ তথা তস্মিন্ বিদ্যমানঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ।

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ।

পুরুষ বা ভগবানই উৎপন্ন জগৎ এবং অনুৎপন্ন বা ভবিষ্য (কারণাবস্থায় লীন অথবা তাঁহাতে বর্ত্তমান) জগৎ—এই বক্ষ্যমাণ বিশ্ব হয়েন অর্থাৎ ব্যাপিয়া আছেন। অপিচ, যেহেতু স্বশক্তির দ্বারা বিশ্বকে অতিক্রম করেন, সেই কারণেই তিনি অমৃত-প্রদাতা বা অমৃতের অধীশ্বর হয়েন। (ভাব এই যে,—অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সৃষ্টিপ্রবাহ ভগবানেরই অংশ; তাঁহাতেই সকল বিদ্যমান আছে)॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এতাবান্' (ইমানি ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানরূপেণ স্থিতানি জগৎসৃষ্টিরূপকর্ম্মাণি) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'মহিমা' (সামর্থ্যানি, মহিমাবিশেষাণি ইতি যাবৎ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'চ' (তু) 'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'অতঃ' (অস্মাঃ মহিমায়াঃ অপি) 'জ্যায়ান্' (অতিশয়েন অধিকঃ, মহত্তরঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি, নিখিলানি) 'ভূতানি' (উৎপন্নানি বস্তূনি) 'অস্য' (ভগবতঃ, তস্য ইত্যর্থঃ) 'পাদঃ' (পদাশ্রিতানি, শাসনাধীনং ইত্যর্থঃ) তিষ্ঠন্তে ইতি শেষঃ; তথা 'অস্য' (ভগবতঃ, তস্য) 'ত্রিপাৎ' (ত্রিগুণসাম্যং, গুণাতীতং) 'অমৃতং' (অমৃতত্বং) 'দিবি' (দ্যোতনাত্মকে স্বপ্রকাশে স্বরূপে, স্বর্গে ইতি ভাব) তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ; গুণসাম্যং এব ভগবতা সহ সম্মিলনং অমৃতত্বং বা ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ অসীমশক্তিসম্পন্নঃ ভবতি; তস্য মহিমায়াঃ একাংশং এব বিশ্বরূপেণ প্রাদুর্ভবতি ইতি ভাবঃ॥ ৩॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান রূপে বিদ্যমান এই জগৎসৃষ্টি-রূপ কর্ম্মসমূহ সেই ভগবানের মহিমা-বিশেষ; কিন্তু ভগবান এই মহিমা হইতেও মহত্তর; অপিচ, যিনি আপনার শক্তির দ্বারা বিশ্বকে অতিক্রম করেন, সেই ভগবানই অমৃতের অধীশ্বর বা অমৃতদাতা। সেই ভগবানের ত্রিগুণাতীত অমৃতত্ব দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশে—তাঁহার স্বরূপে বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ ত্রিগুণসাম্যই ভগবানের সহিত সম্মিলন বা অমৃতত্ব। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—অমৃত-প্রাপক ভগবান অসীমশক্তিসম্পন্ন। তাঁহার মহিমার একাংশ-মাত্র বিশ্বরূপে প্রাদুর্ভূত।)॥ ৩॥

* * *

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।

ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি॥ ৪॥

তস্মাদ্বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'ত্রিপাৎ উর্দ্ধঃ' (ত্রিগুণং অতিক্রম্য, ত্রিগুণাতীতঃ সন্) 'উদৈৎ' (তিষ্ঠতি, বর্ত্ততে); 'পুনঃ' (অপিচ) 'অস্য' (তস্য ভগবতঃ) 'পাদঃ' (অংশঃ, প্রভাবঃ) 'ইহ' (জগতি, ত্রিগুণাত্মকে জগতি ইত্যর্থঃ) 'অভবৎ' (বর্ত্ততে); 'ততঃ' (তস্মাৎ) 'সাশনানশনে' (অশনেন তথা অনশনেন সহ, ভোজনাদিব্যাপারযুতং বিযুতং বা, সচেতনং তথা অচেতনং, সর্ব্বং সৃষ্টবস্তুং ইত্যর্থঃ) 'বিষ্বঙ্' (সর্ব্বং বিশ্বং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, অধিকৃত্য) 'ব্যক্রামৎ' (ব্যাপ্নোতি, ব্যাপ্য তিষ্ঠতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎসত্বা বিশ্বে অনুস্যূতা ভবতি, অপিচ ভগবান্ বিশ্বং অতিক্রম্য অপি বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ॥ ৪॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান ত্রিগুণাতীত হইয়া বর্ত্তমান আছেন; অপিচ, তাঁহার অংশ বা প্রভাব ত্রিগুণাত্মক জগতে বর্ত্তমান আছে; তাঁহা হইতে চেতন অচেতন সকল সৃষ্ট বস্তু সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া (অধিকার করিয়া) অবস্থিত আছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবৎসত্বা বিশ্বে অনুস্যূত আছে; অপিচ, ভগবান বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন।)॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তস্মাৎ' (আদিপুরুষাৎ) 'বিরাট্' (পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ ব্রহ্মাণ্ডদেহঃ) 'অজায়ত' (উৎপন্নঃ অভবৎ); 'বিরাজঃ অধি' (বিরাড্দেহস্যোপরি, ব্রহ্মাণ্ডদেহে) 'পুরুষঃ' (আত্মা) উৎপন্নঃ ভবতি ইতি শেষঃ; পরমাত্মা বিশ্বাত্মরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডদেহে প্রবিশতি ইত্যর্থঃ; 'স জাতঃ' (এবম্ভূতঃ সঃ বিরাট্ পুরুষঃ এব) 'অত্যরিচ্যত' (অতিরিক্তঃ ভবতি, দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিলোকঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); 'পশ্চাৎ' (ততঃ) 'ভূমিং' (পৃথিবীং) সৃজতি ইতি যাবৎ; 'অথ' (অনন্তরং) 'পুরঃ' (জীবানাং আশ্রয়স্থানং—দেহং) সৃজতি ইতি শেষঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে সৃষ্টিক্রমঃ বিবৃতঃ। ভগবতঃ হি সর্ব্বং জগৎ উৎপন্নং ইতি ভাবঃ॥ ৫॥

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।

বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সেই আদিপুরুষ হইতে পরমজ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাণ্ডদেহ উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ডদেহে আত্মা উৎপন্ন হয়েন, অর্থাৎ পরমাত্মা বিশ্বাত্মরূপে ব্রহ্মাণ্ডদেহে প্রবেশ করেন। তথাভূত সেই বিরাট্ পুরুষই—দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি লোক-সকল হয়েন। তার পর, তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেন; অনন্তর জীবগণের আশ্রয়স্থান দেহ সৃজন করেন। (এই মন্ত্রে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ভাব এই যে,—ভগবান হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।) ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ—যদিচ্ছাশক্ত্যা বিরাডজায়ত ইত্যর্থঃ) 'পুরুষেণ' (ভগবতা, তদিচ্ছাশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) 'হবিষা' (পূজয়া) 'দেবাঃ' (ভগবদঙ্গীভূতাঃ গুণনিবহাঃ, ভগবতঃ বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞং' (সৃষ্টিপ্রবাহমূলং সৎকর্ম্ম) 'অতন্বত' (আরব্ধবন্ত); 'অস্য' (কর্ম্মণঃ ফলস্বরূপস্য) 'বসন্তঃ' (বসন্তঃ ঋতুঃ) তথা 'আজ্যং' (তৎকালসুলভং হবিঃ) 'আসীৎ' (অভবৎ); পুনঃ 'গ্রীষ্মঃ' (গ্রীষ্মঃ ঋতুঃ) তথা 'ইধ্মঃ' (তৎকালসুলভং ইন্ধনং) 'আসীৎ' (উৎপন্নং অভবৎ); তথা 'শরৎ' (শরৎ ঋতুঃ) তথা 'হবিঃ' (তৎকালোচিতং হবনীয়ং, ফলশস্যাদিকং) 'আসীৎ' (উৎপন্নং অভবৎ) ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—সদ্ভাবানুপ্রাণিতস্য কর্ম্মফলস্য প্রভাবেণ অভীষ্টানুরূপাঃ ঋতবঃ তথা আবশ্যকানুরূপাণি বস্তূনি সঞ্জায়ন্ত। ভগবদিচ্ছয়া ইহসংসারে যঃ কর্ম্মপ্রবাহঃ প্রবহমানঃ তেন জগদ্গতঃ সৃষ্টিকার্য্যঃ সমাহিতঃ ভবতি ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে কারণে অর্থাৎ যে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিরাট্ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ভগবানের সেই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, দেবগণ (ভগবানের অঙ্গীভূত গুণনিবহ) সৃষ্টিপ্রবাহমূল সৎকর্ম্ম আরম্ভ করেন। সেই কর্ম্মের ফলস্বরূপ বসন্ত ঋতু এবং তৎকালোচিত হবিঃ উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং গ্রীষ্ম-ঋতু ও তৎকালোচিত ইন্ধনাদি উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং শরৎ ঋতু ও তৎকালোচিত হবনীয় ফলশস্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। (ভাব এই যে,—সদ্ভাবের প্রভাবে অভীষ্টানুরূপ ঋতুসমূহ এবং আবশ্যকানুরূপ বস্তুসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছানুসারে সংসারে যে কর্ম্মপ্রবাহ প্রবাহিত, তদ্দ্বারাই জগদ্গত সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হইতেছে।) ॥ ৬ ॥

* * *

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্রতঃ জাতং' (পূর্ব্বজং) 'যজ্ঞং' (যজ্ঞসাধনভূতং) 'তং' (সর্ব্বব্যাপিনং) 'পুরুষং' (বিশ্বরূপেণ বিরাজমানং বিশ্বেশ্বরং) 'বর্হিষি' (মানসে যজ্ঞে) দেবাঃ 'প্রৌক্ষন্' (প্রোক্ষিতবন্তঃ, পুনঃপুনঃ উৎসর্গীকৃতবন্তঃ); 'তেন (পুরুষাঙ্গীভূতেন দ্রব্যেণ) 'দেবাঃ' (দেববিভূতয়ঃ) 'অযজন্ত' (পুনরপি পূজায়াঃ প্রবৃত্তাঃ সন্তি); 'চ' (তথা) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'সাধ্যাঃ' (সৃষ্টিসাধনযোগ্যাঃ সাধবঃ) 'ঋষয়ঃ' (মন্ত্রদ্রষ্টারঃ সন্তি) 'তে' (সর্ব্বেঽপি) অযজন্ত ভগবৎ-পূজায়াং ব্যাপৃতাঃ অভবন্ ইতি শেষঃ। কর্ম্মপ্রবাহাঃ নিতরাং প্রবহন্তি; তেনৈব সৃষ্টিঃ জায়তে, কর্ম্মণা সহ সৃষ্টেঃ সম্বন্ধং অভিন্নং ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অথবা,

'অগ্রতঃ জাতং' (আদৌ উৎপন্নং) 'যজ্ঞং' (যজ্ঞরূপং কর্ম্মরূপং বা) 'তং' (সর্ব্বব্যাপিনং) 'পুরুষং' (আদিদেবং) 'বর্হিষি' (যজ্ঞকর্ম্মণি) 'প্রৌক্ষন্' (স্বয়মেব) স্বাত্মানং উৎসর্গীকৃতবান্ ইতি ভাবঃ)। 'তেন' (তেন কর্ম্মণা, যজ্ঞেন বা) 'দেবাঃ' (দেবগণাঃ ভগবদ্বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অযজন্ত' (উৎপাদিতবন্তঃ); 'চ' (তথা) 'যে' (সর্ব্বে) 'সাধ্যাঃ' (সাধকাঃ) 'ঋষয়ঃ' (মন্ত্রদ্রষ্টারঃ ঋষয়ঃ) উৎপন্নাঃ বভূবুঃ ইতি শেষঃ। অনেন মন্ত্রেণ সৃষ্টিক্রমং প্রদর্শিতম্। আদৌ পরমপুরুষঃ তদনন্তরং তস্য মানসকল্পনয়া সহ পর্য্যায়েণ দেবাঃ তথা সাধ্যাঃ ঋষয়শ্চ জায়ন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বজ যজ্ঞসাধনভূত সেই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপে বিরাজমান বিশ্বেশ্বরকে মানস-যজ্ঞে দেবগণ পুনঃপুনঃ উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। সেই পুরুষের অঙ্গীভূত দ্রব্যের দ্বারা দেবগণ (দেববিভূতিসমূহ) পুনরপি দেবপূজায় প্রবৃত্ত হন; এবং যে প্রসিদ্ধ সৃষ্টি-সাধনযোগ্য ঋষিগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—কর্ম্ম-প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। তদ্দ্বারাই সৃষ্টি-কার্য্য সাধিত হইতেছে। কর্ম্মের সহিত সৃষ্টির অভিন্ন সম্বন্ধ) ॥ ৭ ॥

অথবা,

আদিতে উৎপন্ন যজ্ঞ বা কর্ম্মরূপ সেই সর্ব্বব্যাপী আদিদেবতা, আপনিই আপনাকে যজ্ঞকর্ম্মে উৎসর্গীকৃত করেন। সেই কর্ম্মের বা যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ উৎপন্ন হন; তার পর

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥

সাধক এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের উৎপত্তি ঘটে। (এই মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টিক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাব এই যে,—আদিতে পরমপুরুষ স্বপ্রকাশ হন; তাঁহার পর তাঁহার মানসকল্পনার দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণের উৎপত্তি ঘটে) ॥ ৭ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সর্ব্বহুতঃ' (সর্ব্বৈঃ সৎকর্ম্মভিঃ পূজিতঃ ভগবান্) 'তস্মাৎ' (সৃষ্টিকারণাৎ) 'যজ্ঞাৎ' (কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃষদাজ্যং' (সর্ব্বেষাং ভোগ্যজাতং দ্রব্যং ইত্যর্থঃ) 'সম্ভৃতং' (উৎপন্নং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ); অতঃপরং 'তান' (সর্ব্বান্) 'বায়ব্যাং' (খেচরান্) 'আরণ্যান্' (অরণ্যচারিণঃ) 'পশূন্' (প্রাণিনঃ) 'চক্রে' (উৎপাদিতবান্); তথা 'যে চ' (সর্ব্বে) 'গ্রাম্যা' (মনুষ্যাদয়ঃ প্রাণিনঃ) সন্ত্যায়স্তে ইতি শেষ। অয়ং ভাবঃ—কর্ম্মণা ভগবদঙ্গীভূতাঃ সৃষ্টবস্তুনিবহাঃ তথা সর্ব্বে প্রাণিনঃ উৎপাদিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল সৎকর্ম্মের দ্বারা সম্পূজিত ভগবান, সৃষ্টি-কারণভূত যজ্ঞ বা কর্ম্ম হইতে সকলভোগ্য-জাত দ্রব্যকে উৎপন্ন করেন; তদনন্তর সর্ব্ববিধ খেচর ও অরণ্যচারী প্রাণিগণের সৃষ্টি করেন; এবং মনুষ্যাদি সকল গ্রাম্য-প্রাণী উৎপাদিত হয়। (ভাব এই যে, কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের অঙ্গীভূত সৃষ্টবস্তুসমূহের এবং সকল প্রাণীর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল) ॥ ৮ ॥ †

---

* ভাবান্তরে উপলব্ধ হয়,—এই মন্ত্রে সৌরজগতের উৎপত্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও সূর্য্যের সমাবেশে সৌরজগৎ যে ভাবে গঠিত হয়, এখানে তাহাই ব্যক্ত আছে।

† এই মন্ত্রে নীহারিকা-বাদের ভাব পরিগ্রহণ করা যায়। প্রথমে সৌরমণ্ডল সৃষ্ট হওয়ায় যথাপর্য্যায় ভূচর খেচর প্রভৃতি প্রাণীর এবং উদ্ভিদাদির উদ্ভব হইয়াছিল, মন্ত্রের অর্থান্তরে এবম্বিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সর্ব্বহুতঃ' (সর্ব্বৈঃ সৎকর্ম্মভিঃ পূজিতস্য ভগবতঃ) 'তস্মাৎ' (সৃষ্টিকারণাৎ) 'যজ্ঞাৎ' (কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋচঃ' (ঋঙ্মন্ত্রাঃ, যদ্বা—কবিতাঃ) তথা 'সামানি' (সামমন্ত্রানি, যদ্বা—গানসমূহাঃ) 'জজ্ঞিরে' (অভবন্); 'তস্মাৎ' (যজ্ঞাৎ, কর্ম্মণঃ) 'ছন্দাংসি' (গায়ত্র্যাদি-ছন্দোনিবহাঃ) 'যজ্ঞিরে' (অভবন্); 'তস্মাৎ' (যজ্ঞাৎ, কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'যজুঃ' (যজুর্ম্মন্ত্রাঃ, যদ্বা—গদ্যানি ইতি যাবৎ) 'অজায়ত' (সঞ্জাতের ইত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সকল সৎকর্ম্মের দ্বারা সম্পূজিত ভগবান হইতে অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টিকারণভূত যজ্ঞ বা কর্ম্ম হইতে, ঋঙ্মন্ত্রসমূহ অথবা কবিতা এবং সামমন্ত্রসমূহ অর্থাৎ গানসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল; সেই যজ্ঞ-কর্ম্ম হইতেই গায়ত্র্যাদি ছন্দের উদ্ভব ঘটে; আবার সেই যজ্ঞ-কর্ম্ম হইতে যজুর্ম্মন্ত্র অর্থাৎ গদ্যসমূহ সঞ্জাত হয় ॥ ৯ ॥ *

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তস্মাৎ' (যজ্ঞাৎ, কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'অশ্বাঃ' (অশ্বসমূহাঃ, চতুষ্পদাঃ প্রাণিনঃ, যদ্বা—জ্ঞানরশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অজায়ন্ত' (উৎপন্নাঃ বভূবুঃ); 'চ' (তথা) 'যে কে' (তদতিরিক্তাঃ) 'উভয়াদতঃ' (উন্নতস্তরগতাঃ তথা নিম্নস্তরগতাঃ প্রাণিনঃ, যদ্বা—জ্ঞানাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) অজায়ন্ত ইতি শেষঃ। 'তস্মাৎ' (যজ্ঞাৎ, কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'গাবঃ' (গবাদয়ঃ, জ্ঞান-

---

* এই মন্ত্রের অর্থে 'ছন্দসমূহ' বলিতে গ্রহনক্ষত্রাদি, 'ঋক্' বলিতে ভূর্লোক, 'যজুঃ' বলিতে অন্তরিক্ষ-লোক এবং 'সাম' বলিতে সূর্য্যালোক অর্থ—একজন ব্যাখ্যাতা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১১ ॥

কিরণানি) 'জজ্ঞিরে' (অভবন্); 'হ' (তথা) 'তস্মাৎ' (যজ্ঞাৎ, কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'অজাবয়ঃ' (ছাগাদেঃ পশবঃ তথা অবয়ববিশিষ্টাঃ অন্যে প্রাণিনঃ, যথা—গর্ভজঃ তথা প্রকৃতিজঃ জন্তুনিচয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'জাতাঃ' (সঞ্জাতাঃ, অভবন্ ইত্যর্থঃ।) ॥ ১০ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই যজ্ঞ বা কর্ম্ম হইতে অশ্ব অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণিসমূহ অথবা জ্ঞানরশ্মি উৎপন্ন হয়। অপিচ, তদতিরিক্ত উন্নতস্তরগত এবং নিম্নস্তরগত প্রাণিগণের অথবা জ্ঞানাজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। আবার সেই যজ্ঞ বা কর্ম্ম হইতে গবাদি বা জ্ঞানকিরণসমূহ উৎপন্ন হয় এবং সেই কর্ম্ম হইতেই ছাগাদি পশু ও অবয়ববিশিষ্ট অন্যান্য প্রাণী অথবা গর্ভজ ও প্রকৃতিজ জন্তুসমূহের উৎপত্তি ঘটে ॥ ১০ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'পুরুষং' (পুরুষস্য বিরাট্‌রূপং) 'ব্যদধুঃ' (কল্পিতবন্ত) তদা 'কতিধা' (কিংবিধা, কিম্প্রকারেণ অবস্থিতঃ সঃ পুরুষঃ ইতি) 'ব্যকল্পয়ন্' (তদেব কল্পিতবন্ত); 'অস্য' (পুরুষস্য) 'মুখং' (মস্তকং) 'কিং' (কিম্প্রকারং) তথা 'বাহূ' (বাহুদ্বয়ং) 'কা' (কিম্প্রকারং) তথা 'ঊরূ' (ঊরুদ্বয়ং) 'পাদৌ' (চরণদ্বয়ং) 'কৌ' (কিম্প্রকারং) ইতি 'উচ্যেতে' (কথ্যতে)। বিরাট্‌পুরুষস্য কল্পনয়া সহ তস্য মুখবাহুপদাদিঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গঃ নির্দ্দিষ্টঃ অভূৎ ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন বিরাট পুরুষকে কল্পনা করা হইল, তখন তিনি কি প্রকারে অবস্থিত ছিলেন, তাহাও কল্পিত হইয়াছিল। সেই পুরুষের মুখ বা মস্তক কি প্রকার, বাহুদ্বয় কি প্রকার, তাঁহার ঊরুদ্বয় এবং চরণদ্বয় কি প্রকার, তাহাও কথিত হইয়াছিল। (ভাব এই যে, বিরাট্ পুরুষের কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখবাহুপদাদি-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল) ॥ ১১ ॥

---

* কেহ কেহ এই মন্ত্রের 'অশ্বাঃ' পদে গ্রহনক্ষত্র পরিপূর্ণ জগৎ, 'উভয়াদতঃ' পদে উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু, 'গাবঃ' পদে দিক্‌সমূহ, 'অজাবয়ঃ' পদে গ্রহগণ প্রভৃতি অর্থ কল্পনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ ॥ ১২ ॥

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ব্রাহ্মণঃ' (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞঃ ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টঃ জনঃ বা) 'অস্য' (পুরুষস্য) 'মুখং' (মস্তকস্বরূপঃ) 'আসীৎ' (বিদ্যতে—কল্পিতঃ অভবৎ ইত্যর্থঃ); 'রাজন্যঃ' (ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্টঃ লোকঃ) 'বাহূকৃতঃ' (বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ, বাহুরূপেণ পরিকল্পিতঃ অভবৎ); 'অস্য' (পুরুষস্য) 'যৎ ঊরূ' (যঃ ঊরুদ্বয়ঃ) 'তৎ' (সঃ) 'বৈশ্যঃ' (বৈশ্যত্বজাতিসম্পন্নঃ লোকঃ) কল্পিতঃ অভবৎ ইতি শেষঃ; তথা 'অস্য' (পুরুষস্য) 'পদ্ভ্যাং' (পাদাভ্যাং) 'শূদ্রঃ' (শূদ্রত্বজাতিসম্পন্নঃ লোকঃ) 'অজায়ত' (জাতঃ, অভবৎ ইত্যর্থঃ)। মনুষ্যানাং জাতিবিভাগঃ অস্য বিরাট্‌পুরুষস্য অঙ্গাদিরূপেণ পরিকল্পিতঃ অভবৎ ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বা ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, সেই বিরাট পুরুষের মুখ বা মস্তকস্বরূপ কল্পিত হইয়াছিল; অর্থাৎ, তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন। রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, সেই বিরাট পুরুষের বাহুরূপে পরিকল্পিত হয়; অর্থাৎ, তাঁহার বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। সেই পুরুষের যে উরুদ্বয়, তাহাতে বৈশ্যত্বজাতিসম্পন্ন লোক পরিকল্পিত হইয়াছিল; অর্থাৎ তাঁহার উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি। আর, সেই পুরুষের পদদ্বয় হইতে শূদ্র অর্থাৎ শূদ্রত্বসম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন হয়। (ভাব এই যে,—মনুষ্যগণের জাতি-বিভাগ সেই বিরাট পুরুষের অঙ্গাদি-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল) ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (তস্য বিরাট্‌পুরুষস্য) 'মনসঃ' (মনসঃ সকাশাৎ) 'চন্দ্রমাঃ' (চন্দ্রদেবঃ) 'জাতঃ' (উৎপন্নঃ অভবৎ); 'চক্ষোঃ' (চক্ষুষঃ সকাশাৎ) 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) 'অজায়ত' (উৎপন্নঃ

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।

পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥

বভূব); 'চ' (অপিচ) তস্য পুরুষস্য 'মুখাৎ' (মুখমণ্ডলাৎ) 'ইন্দ্রঃ' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'চ' (তথা) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাধিপতিঃ অগ্নিদেবঃ) তথা 'প্রাণাৎ' (তস্য চৈতন্যপ্রকাশাৎ ইত্যর্থঃ) 'বায়ুঃ' (জীবানাং জীবনস্বরূপঃ প্রাণবায়ুঃ ইত্যর্থঃ) 'অজায়ত' (উৎপন্নঃ বভূব)। একৈকঃ দেবঃ তস্য পুরুষস্য একৈকঃ অঙ্গরূপেণ পরিকল্পিতঃ অভূৎ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সেই বিরাট পুরুষের মন হইতে চন্দ্রদেব উৎপন্ন হন; তাঁহার চক্ষু হইতে সূর্য্যদেবের উৎপত্তি ঘটে। আর, সেই পুরুষের মুখমণ্ডল হইতে ঐশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেব এবং জ্ঞানাধিপতি অগ্নিদেব সঞ্জাত হন। আর, তাঁহার প্রাণ বা চৈতন্য প্রকাশ হইতে জীবের জীবনস্বরূপ প্রাণবায়ু উৎপন্ন হয়। (ভাব এই যে,—এক এক দেবতা তাঁহার এক এক অঙ্গরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিলেন।) ॥ ১৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

তস্য বিরাট্পুরুষস্য 'নাভ্যাঃ' (নাভিপ্রদেশাৎ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষাদিলোকঃ) 'আসীৎ' (অভবৎ); 'শীর্ষ্ণোঃ (শিরসঃ) 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকঃ, দ্যুলোকাধিবাসিনঃ বা) 'সমবর্ত্তত' (উৎপন্নাঃ অভবন্); অস্য বিরাট্পুরুষস্য 'পদ্ভ্যাং' (পাদাভ্যাং) 'ভূমিঃ' (ভূর্লোকঃ) উৎপন্নঃ বভূব ইতি শেষঃ; তথা 'শ্রোত্রাৎ' (শ্রবণেন্দ্রিয়াৎ) 'দিশঃ' (দিক্সমূহাঃ) 'তথা' (এবং) 'লোকান্' (লোকসমূহাঃ) 'অকল্পয়ন্' (পরিকল্পিতাঃ অভবন্)। বিরাট্পুরুষস্য নাভিরূপেণ অন্তরিক্ষং শীর্ষরূপেণ দ্যুলোকং পাদরূপেণ ভূমিং শ্রোত্ররূপেণ দিশঃ এবং লোকাঃ পরিকল্পিতাঃ বভূবুঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সেই বিরাট পুরুষের নাভিপ্রদেশ হইতে অন্তরিক্ষাদি লোকের উৎপত্তি হয়। তাঁহার মস্তক হইতে দ্যুলোক বা দ্যুলোকের অধিবাসিগণের উৎপত্তি ঘটে। আর, সেই

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।

দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥ ১৫॥

বিরাট পুরুষের পদদ্বয় হইতে ভূলোক উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিকসমূহ এবং লোকসমূহ কল্পিত হইয়াছিল। (ভাব এই যে,—সেই বিরাট পুরুষের নাভিরূপে অন্তরিক্ষ, শীর্ষরূপে দ্যুলোক, পদদ্বয়রূপে ভূমি এবং শ্রোত্ররূপে দিকসমূহ ও লোকসকল পরিকল্পিত হয়।)॥ ১৪॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (পুরুষস্য প্রভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'সপ্ত' (সূর্য্যাদেঃ সপ্তলোকানাং) 'পরিধয়ঃ' (সীমানির্দ্দেশকাঃ সন্তঃ, যথা,—তান্ লোকান্ আত্মনঃ অন্তর্ভুক্তান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'আসন্' (বিদ্যন্তে); অপিচ, 'ত্রিঃ সপ্তঃ' (ত্রিকালং, সপ্তলোকং চ) 'সমিধকৃতাঃ' (আত্মনঃ পূজোপকরণং অঙ্গীভূতং বা কৃত্বা ইত্যর্থঃ) সঃ পুরুষঃ বিদ্যতে ইতি শেষঃ; 'যৎ' (যস্মাৎ, তৎ অনুধ্যায় ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'তন্বানাঃ' (কুর্ব্বাণাঃ) 'দেবাঃ' (দেবগণাঃ, তস্য পুরুষস্য বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পুরুষং পশুং' (অন্তর্দ্রষ্টারং তং ভগবন্তং) 'অবধ্নন্' (হৃদি বধ্নন্তি, যথা—তস্মিন্ পুরুষে সংলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—পরমপুরুষস্য প্রভাবং পূজার্হতাং চ অনুধ্যায় সত্ত্বভাবাপন্নাঃ জনাঃ ভগবতঃ অনুসারিণঃ অনুগামিনঃ চ ভবন্তি ইতি মর্ম্মার্থঃ॥ ১৫॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই পুরুষের প্রভাব-সমূহ সূর্য্যাদি সপ্তলোকের সীমা-নির্দ্দেশক হইয়া অর্থাৎ সেই লোকসমূহকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিদ্যমান আছে। অপিচ, ত্রিকালকে ও সপ্তলোককে আপনার পূজোপকরণ বা অঙ্গীভূত করিয়া, সেই পুরুষ বিদ্যমান আছেন। তাহা অনুধাবন করিয়া, সৎকর্ম্মকারী দেবগণ অর্থাৎ সেই পুরুষের বিভূতিসমূহ, অন্তর্দ্রষ্টা ভগবানকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখেন অথবা সেই পুরুষে সম্যক্‌রূপে লীন হয়েন। (ভাব এই যে,—পরমপুরুষের প্রভাবের ও পূজার্হতার বিষয় অনুধ্যান করিয়া, সত্ত্বভাবাপন্ন জনগণ ভগবানের অনুসারী ও অনুগামী হয়েন)॥ ১৫॥

* * *

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দেবগণাঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'যজ্ঞেন' (সৎকর্ম্মণা) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম—সৃষ্টি-প্রবাহরূপং ইতি যাবৎ, যদ্বা—সৃষ্টিরূপেণ বিদ্যমানং বিরাট্‌পুরুষং) 'অযজন্ত' (পূজয়ন্ত, তস্য ইচ্ছায়াঃ অনুসরণং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); তৎকর্ম্মণঃ 'তানি' (প্রসিদ্ধানি) 'প্রথমানি' (মুখ্যভূতানি) 'ধর্ম্মাণি' (জগদ্রূপবিকারাণাং ধারকানি ইমানি বিশ্বানি ইত্যর্থঃ) 'আসন্' (অভবন্, উৎপাদিতবন্ত); কর্ম্মণা কর্ম্মফলরূপাঃ সৃষ্টিপ্রবাহাঃ সংসাধিতাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ; 'যত্র' (যস্মিন্ কর্ম্মণি) 'পূর্ব্বে' (নিত্যকালং) 'সাধ্যাঃ' (সাধকাঃ, সাধনপরায়ণাঃ) 'দেবাঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'সন্তি' (বিদ্যন্তে), তস্মিন্ কর্ম্মণি 'মহিমানঃ' (মহাত্মানঃ, সত্ত্বভাবান্বিতাঃ) 'তে' (দেবাঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'সচন্ত' (সেবন্তে, বিলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। যস্মাৎ দেবাঃ সত্ত্বভাবাঃ বা সঞ্জাতাঃ বভূবুঃ, তস্মিন্ সম্মিলনায় এব তেষাং প্রচেষ্টা বিদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ অর্থাৎ ভগবদ্বিভূতিসমূহ, সৎকর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহরূপ সৎকর্ম্মকে অথবা সৃষ্টিরূপে বিরাজমান বিরাট পুরুষকে পূজা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অনুসরণ করেন। সেই কর্ম্ম হইতে প্রসিদ্ধ মুখ্যভূত জগদ্রূপবিকারসমূহের ধারক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ,—কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মফলরূপ সৃষ্টিপ্রবাহ সংসাধিত হইয়াছিল। যে কর্ম্মে নিত্যকাল সাধনপরায়ণ দেবগণ বা ভগবদ্বিভূতিসমূহ বিদ্যমান থাকেন, সেই কর্ম্মে সত্ত্বভাবান্বিত বা ভগবদ্বিভূতি-সমূহ নিত্য বিলয়প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—যাঁহা হইতে দেবগণ বা সত্ত্বভাবসমূহ উৎপন্ন হন, তাঁহাতে সম্মিলনের জন্যই তাঁহাদের প্রচেষ্টা থাকে।) ॥ ১৬ ॥

* * *

এই পুরুষ-সূক্ত সম্বন্ধে বক্তব্য।

সৃষ্টি-ক্রিয়া যেমন প্রহেলিকাময়, মন্ত্রার্থও সেইরূপ প্রহেলিকায় পরিপূর্ণ। কত দিক হইতে কত ভাবে মন্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করিবার ক্ষেত্র ইহা নহে। এখানে বক্তব্য এই যে,—ভাবার্থ মাত্র অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই ভাবার্থ উপলব্ধির পক্ষে স্থূলভাবে মন্ত্রের একটী অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করিলাম।

যজুর্ব্বেদীয় পুরুষ-সূক্ত।

ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের পূর্ব্বোক্ত ষোলটী মন্ত্রের (এই খণ্ড জ্ঞানবেদের ৮৯ম পৃষ্ঠা হইতে ১০০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য সঙ্গে সঙ্গে যজুর্ব্বেদীয় পুরুষ-সূক্তে (যজুর্ব্বেদ-সংহিতা, ৩১শ অধ্যায়, ১৭-২২ কণ্ডিকা) অতিরিক্ত আরও ছয়টী মন্ত্র পঠিত হয়। সেই ছয়টী মন্ত্র পর পর প্রকাশিত হইল,—

অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমজানমগ্রে॥ ১৭॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ১৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্ভ্যঃ' (কারণবারিণঃ) 'সম্ভৃতঃ' (উৎপন্নায়ৈ) 'পৃথিব্যৈ' (ভূমেঃ, জগন্নিমিত্তায়, লোকসৃষ্ট্যর্থং) 'বিশ্বকর্ম্মণঃ' (সৃষ্টিকর্ত্তুঃ) 'রসাৎ' (অমৃতাৎ, মনসঃ, যদ্বা—তদীয় মননক্রমেণ ইতি ভাবঃ) 'অগ্রে' (আদৌ) 'চ' (সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ইতি ভাবঃ) 'সমবর্ত্তত' (আরব্ধবান্); 'তস্য' (বিশ্বকর্ম্মণঃ মনসা উৎপন্নঃ) 'ত্বষ্টা' (ত্রাণকর্ত্তা, নির্ম্মাতা বা) 'রূপং' (কার্য্যসাধনোপযোগিনীং মূর্ত্তিং) 'বিদধাৎ' (প্রাপ্তবান্) ; 'তৎ' (তস্মাৎ স ত্বষ্টা) 'মর্ত্ত্যস্য' (মরণশীলস্য প্রাণিনঃ) 'আজানম্' (জন্মনঃ) 'অগ্রে' (প্রাক্) 'দেবত্বং' (দেবগুণং) 'এতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সৃষ্টিসাধনার্থং প্রাগেব ত্বষ্টৃদেবঃ সম্ভূব॥ ১৭॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কারণবারি হইতে উৎপন্ন ভূমির বা জগতের নিমিত্ত অর্থাৎ লোকসৃষ্টির জন্য বিশ্বকর্ম্মার মানসরূপ অমৃত হইতে অর্থাৎ তাঁহার মননক্রমে, প্রথমে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই বিশ্বকর্ম্মার মানস হইতে উৎপন্ন ত্রাণকর্ত্তা বিশ্বনির্ম্মাতা ত্বষ্টা, কার্য্যসাধনোপযোগী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন; এবং সেই ত্বষ্টা মরণশীল প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বেই দেবত্ব প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—সৃষ্টিকার্য্যের জন্য প্রথমে ত্বষ্টা-দেবতার উৎপত্তি হইয়াছিল।)॥ ১৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অহং' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ) 'এতং' (সৃষ্টেঃ কারণভূতং) 'মহান্তং' (মহিমান্বিতং, সর্ব্বৈঃ বরণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'পুরুষং' (পরমেশ্বরং) 'বেদ' (জানাতি); 'আদিত্যবর্ণং' (পরম-

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা॥ ১৯॥

জ্যোতির্ম্ময়ঃ জ্ঞানাধারঃ) 'তমসঃ' (অজ্ঞানান্ধকারস্য, অবিদ্যাদেঃ) 'পরস্তাৎ' (অতীতঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। ভাবঃ—জ্ঞানিনঃ তং পশ্যন্তি ন চ জ্ঞানহীনাঃ। 'তমেব' (একমেব ত্বং) 'বিদিত্বা' (জ্ঞাত্বা) 'অতিমৃত্যুং এতি' (মৃত্যুং অতিক্রামতি, পরং ব্রহ্মাণং প্রাপ্নোতি); 'অয়নায়' (মোক্ষার্থং, মুক্তিলাভায়—এতদ্ব্যতীতং ইত্যর্থঃ) 'অন্যঃ' (স্বতন্ত্রঃ) 'পন্থা' (মার্গঃ) 'ন বিদ্যতে' (দ্বিতীয়ঃ ন অস্তি)। ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা কদাচ মুক্তিঃ ন অধিগম্যতে—ইতি ভাবঃ॥১৮॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন জন, সৃষ্টির কারণভূত সকলের বরণীয় (মহিমান্বিত) পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন। পরমজ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানাধার, অজ্ঞানান্ধকারের বা অবিদ্যার অতীত হয়েন; (ভাবার্থ—জ্ঞানিগণ তাঁহাকে দেখিতে পান; কিন্তু জ্ঞানহীনেরা তাহাতে সমর্থ হয় না)। একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হইয়া জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। মুক্তিলাভের নিমিত্ত এতদতিরিক্ত অন্য পন্থা আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। (ভাব এই যে,—ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন কখনই মুক্তি অধিগত হয় না।)॥ ১৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রজাপতিঃ' (সর্ব্বাত্মা ভগবান্) 'অন্তঃ' (আত্মস্থঃ ইত্যর্থঃ) 'অজায়মানঃ' (অনুৎপদ্যমানঃ নিত্যঃ সন্) 'গর্ভে' (গর্ভমধ্যে) 'চরতি' (প্রবিশতি, পরিভ্রামতি); অপিচ, 'বহুধা' (বহুরূপেণ, প্রপঞ্চরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'বিজায়তে' (উৎপদ্যতে); 'ধীরাঃ' (ব্রহ্মবিদাঃ) 'তস্য' (প্রজাপতেঃ) 'যোনিং' (স্থানং, স্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'পরিপশ্যন্তি' (জানন্তি); 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি এব) 'তস্মিন্ হ' (তস্মিন্নেব কারণাত্মনি ব্রহ্মণি) 'তস্থুঃ' (স্থিতানি ভবন্তি ইতি শেষঃ)। সর্ব্বঃ এব ভগবতঃ আত্মভূতঃ ইতি ভাবঃ॥ ১৯॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বাত্মা ভগবান প্রজাপতি আত্মস্থ এবং অনুৎপদ্যমান অর্থাৎ নিত্য হইয়াও, গর্ভ-মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, এবং বহুরূপে অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মবিদগণ সেই ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন। বিশ্বভুবন অর্থাৎ ভূতজাত সকলই সেই কারণাত্মা ব্রহ্মে অবস্থিত আছে। (ভাব এই যে,—সকলই ভগবানের আত্মভূত)॥ ১৯॥

যো দেবেভ্যো আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে॥ ২০॥
রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাত্তস্য দেবা অসন্ বশে॥ ২১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (প্রজাপতিঃ ভগবান্) 'দেবেভ্যঃ' (দেবানাং দেবভাবানাং বা মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'আতপতি' (দ্যোততে,—যদ্বা—দেবান্ দ্যোতয়তি প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ) অপিচ 'যঃ' (ভগবান্) 'দেবানাং' (দেবত্বসম্পন্নানাং) 'পুরোহিতঃ'। সর্ব্বকার্য্যেষু পুরতঃ বর্ত্তমানঃ, নায়কঃ ইত্যর্থঃ), তথা 'যঃ' (ভগবান্) 'দেবেভ্যঃ' (দেবতানাং মধ্যে, দীপ্তিদানাদিগুণেষু বা প্রথমপ্রকাশমানঃ ভবতি), 'রুচায়ঃ' (দীপ্যমানায়) 'ব্রাহ্ময়ে' (ব্রহ্মাবয়বভূতায়) 'তস্মৈ' (ভগবতে) 'নমঃ' (নমস্কুরু; সর্ব্বতোভাবেন তং অনুসরণং কুরু ইত্যর্থ॥ ২০॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে প্রজাপতি ভগবান দেবগণের বা দেবভাবসমূহের মধ্যে দীপ্তিমান হয়েন অথবা দেবগণকে প্রকাশিত করেন; অপিচ, যে ভগবান দেবগণের (দেবত্বসম্পন্নগণের) সকল কার্য্যের পুরোভাগে বর্ত্তমান অর্থাৎ নায়ক হয়েন; আর, যে ভগবান দেবগণের মধ্যে (দীপ্তিদানাদি গুণ-সমূহের মধ্যে) প্রথম প্রকাশমান আছেন; দীপ্যমান ব্রহ্মাবয়বভূত সেই ভগবানকে নমস্কার কর অর্থাৎ তাঁহার অনুসরণ কর॥ ২০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রুচং' (জ্যোতির্ম্ময়ং, দীপ্যমানং) 'ব্রাহ্মং' (ব্রহ্মাবয়বভূতং, ব্রহ্মণঃ উৎপন্নং জগৎ ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (ইতি বাক্যং) 'জনয়ন্তঃ' (উৎপাদয়ন্তঃ, সৃষ্টিকারণভূতাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (দেবগণাঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'অগ্রে' (সিত্যর্থাংং) 'অব্রুবন্' (উচুঃ); ভগবদনুগতং জ্ঞানং সৃষ্টিতত্ত্বং বিজ্ঞাপয়তি ইতি ভাবঃ। হে ভগবন্! 'যঃ ব্রাহ্মণঃ' (যঃ ব্রহ্মবিৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'এবং'

শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যারহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্

ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ ॥ ২২ ॥

(এবম্প্রকারং, স্বরূপে ইত্যর্থঃ) 'বিদ্যাৎ' (জানীয়াৎ) 'দেবাঃ' (দেবগণাঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'তস্য' (ব্রাহ্মণস্য) 'বশে আসন্' (বশীভূতাঃ ভবন্তি)। সৎকর্ম্মাদিনা সহ ব্রহ্মবিৎ জগৎপূজ্যঃ ভবতি মোক্ষং চ প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় দীপ্যমান ব্রহ্মাবয়বভূত ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি—এই বাক্য, সৃষ্টি কারণভূত দেবগণ অর্থাৎ দেববিভূতি-সমূহ নিত্যকাল ব্যক্ত করেন। (ভাব এই যে,—ভগবদনুসৃত জ্ঞানই সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করে)। হে ভগবন্! যে ব্রহ্মবিৎ আপনাকে এবম্প্রকার অর্থাৎ স্বরূপে অবগত হয়েন, দেবগণ বা দেববিভূতিসমূহ তাঁহার বশীভূত হন। (ভাব এই যে, সৎকর্ম্মাদির দ্বারাই ব্রহ্মবিৎ জগৎপূজ্য হয়েন এবং মোক্ষ লাভ করেন) ॥ ২১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। 'শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ' (সম্পৎ-সৌন্দর্য্য-রূপিণ্যৌ যে) 'তে' (তব) 'পত্ন্যৌ' (অঙ্গীভূতে জায়ে) বিদ্যেতে ইতি যাবৎ। 'চ' (তথা) 'অহোরাত্রে' (দিবানিশে) 'পার্শ্বে' (পার্শ্বস্থানীয়ে স্তঃ) ভবতঃ উভে পার্শ্বে বিদ্যেতে ইতি ভাবঃ; 'নক্ষত্রাণি' (গগনগাঃ তারাঃ) তব 'রূপং' (মহিমা-প্রকাশিকাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। অপিচ 'অশ্বিনৌ' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ) তব 'ব্যাত্তং' (মুখস্থানীয়ে) বিদ্যেতে ইত্যর্থঃ। হে ভগবন্! ত্বং 'ইষ্ণন্' (ত্বাং ইচ্ছন্, ত্বাং প্রাপ্তুমিচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ) 'ম' (মম) 'অমুং' (পরলোকেঽপি) 'ইষাণ' (ঈশ্বরঃ, পালকঃ ভব ইতি শেষঃ)। হে 'ইষাণ' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন!) 'ম' (মম) 'সর্ব্বলোকং' (সর্ব্বাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) 'ইষাণ' (পালকঃ) ভব ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সম্পৎ এবং সৌন্দর্য্য আপনার অঙ্গীভূত আছে; এবং দিবানিশি আপনার পার্শ্বস্থানীয় হয় অর্থাৎ আপনার উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান। গগনচারী নক্ষত্র-সমূহ আপনার রূপ বা মহিমাপ্রকাশক। আরও, দ্যাবাপৃথিবী দ্যুলোকভূলোক আপনার মুখস্থানীয়। হে ভগবন্! আপনি আপনার প্রাপ্তিকামী আমার পরলোকের ঈশ্বর বা পালক হউন। হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন! আপনি আমার সর্ব্বাবস্থায় পালক ও রক্ষক হউন ॥ ২২ ॥

অথর্ববেদীয় পুরুষ-সূক্ত।

অথর্ববেদ-সংহিতার ঊনবিংশ কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তে একটী পুরুষ-সূক্ত আছে। সেই পুরুষ-সূক্তটী ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের ষোলটী মন্ত্রের ন্যায় উহাতেও ষোলটী মন্ত্র আছে। উভয়ত্র পাঠ প্রায় অভিন্ন। মধ্যে মধ্যে সামান্য পাঠ-ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। যেমন ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের প্রথম মন্ত্রের 'সহস্রশীর্ষাঃ' স্থলে অথর্ববেদে 'সহস্রবাহুঃ' পাঠ দৃষ্ট হয়; ইত্যাদি।

কিন্তু অথর্ববেদীয় পুরুষ-সূক্ত বলিয়া আরও তেত্রিশটী মন্ত্র প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় পুরুষ-সূক্ত হইতে অথর্ববেদীয় সেই পুরুষ-সূক্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উহার প্রথম কয়েকটী মন্ত্রে সেই পুরুষ-সূক্তে মানুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয় সেখানে পরিদৃষ্ট হয়। সেই পরিচয়ে ভগবানের মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মন্ত্রের প্রথমেই আছে,—'কে পার্ষ্ণী আভৃত পুরুষস্য?' অর্থাৎ, কে সেই পুরুষের বা মানুষের 'পার্ষ্ণী' (গোড়ালির নিম্নভাগ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন? এই একটী প্রশ্নেই ভগবানের মহিমার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। পদতলের পার্ষ্ণি একজনের নয়, অসংখ্য মনুষ্যের। কেবল মনুষ্যেরই বা বলি কেন, অনন্ত কোটী প্রাণীর মধ্যে তিনি ন্যস্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার এ মহিমার কি তুলনা আছে?

এইরূপ, মন্ত্রের প্রথম চরণে আছে,—"কেন মাংসং সম্ভৃতং কেন গুল্ফৌ।" এমন মহিমান্বিত সে কে তিনি, যিনি পুরুষের বা প্রাণীর দেহে মাংসের ও গুল্ফদ্বয়ের সমাবেশ করিয়াছেন? এইরূপ, প্রতি মন্ত্রের প্রতি উক্তিতেই সেই তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি আসে—যিনি স্রষ্টা, যিনি প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্ম্মাতা,—জগতের প্রত্যেক বস্তু যাঁহার ইচ্ছায় সঞ্জাত হইয়াছে। এই ভাব মনে পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুস্মরণ করা আবশ্যক। মন্ত্রার্থে এই তত্ত্ব অধিগত হয়। আমরা প্রথমে সেই তেত্রিশটী মন্ত্র ও তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছি। পরিশেষে প্রথমোক্ত পুরুষ-সূক্তও যাহা ঋগ্বেদাদির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন, তাহাও প্রকটন করিব।

কেন পার্ষ্ণী আভৃতে পুরুষস্য কেন মাংসং সম্ভৃতং কেন গুল্‌ফৌ।
কেনাঙ্গুলীঃ পেশনীঃ কেন খানি কেনোচ্ছ্লঙ্খৌ মধ্যতঃ কঃ প্রতিষ্ঠাম্ ॥১॥

কস্মান্নু গুল্‌ফাবধরাবকৃণ্বন্নষ্ঠীবন্তাবুত্তরৌ পুরুষস্য।
জঙ্ঘে নির্ঋত্য ন্যদধুঃ ক স্বিজ্জানুনোঃ সন্ধী ক উ তচ্চিকেত ॥ ২ ॥

চতুষ্টয়ং যুজ্যতে সংহিতান্তং জানুভ্যামূর্দ্ধ্বং শিথিরং কবন্ধম্।
শ্রোণী যদূরূ ক উ তজ্জজান যাভ্যাং কুসিন্ধং সুদৃঢ়ং বভূব ॥ ৩ ॥

কাহার দ্বারা সেই পুরুষের পার্ষ্ণীদ্বয় (গোড়ালির নিম্নাংশ) বিন্যস্ত হইয়াছে? কাহার দ্বারা মাংস এবং কাহার দ্বারা গুল্‌ফদ্বয় (গোড়ালি) যথা-বিন্যস্ত আছে। কাহার দ্বারা অঙ্গুলী-সমূহ, কাহার দ্বারা 'পেশনী' (মাংস ও মাংসপিণ্ড—পেশীসমূহ), কাহার দ্বারা 'খানি' (ললাটাস্থি) নির্ম্মিত হইয়াছে? কেই বা 'উচ্ছ্লঙ্খ' দ্বয়কে (গলদেশের পার্শ্বদ্বয়কে) 'মধ্যতঃ' (মস্তকের এবং দেহের মধ্যস্থলে আবশ্যকানুরূপ) প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন? ১ ॥

* * *

পুরুষের পদতলের গুল্‌ফদ্বয়, তাঁহার অধরদ্বয়, তাঁহার পদদ্বয়ের উপরিভাগস্থ জানুসংলগ্ন অস্থিসমূহ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? জঙ্ঘাদ্বয়কে (গুল্‌ফ হইতে জানু পর্য্যন্ত অংশ) কে সঞ্চরণশীল করিয়া নির্ম্মাণ করিল? কেই বা জানুদ্বয়ের সন্ধিদ্বয়কে সঞ্চলন-উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিল। কেই বা তাহা অবগত আছেন? ২ ॥

* * *

জানুসহ সংগ্রথিত অস্থিসমূহের চতুর্ব্বিধ গ্রন্থি বা বন্ধন এবং জানুদ্বয়ের উপরিভাগস্থিত উদরকে কে যোজনা করিয়াছে! শ্রোণি (কটিদেশ) ও ঊরুদ্বয়কে কে যথাবিন্যস্ত রাখিয়াছে - যাহার দ্বারা কুসিন্ধ (ধড়, দেহ) দৃঢ়রূপে বিধৃত হইয়া আছে? ৩ ॥

* *

কতি দেবাঃ কতমে ত আসন্ য উরো গ্রীবাশ্চিক্যুঃ পুরুষস্য।

কতি স্তনৌ ব্যদধুঃ কঃ কফোডৌ কতি স্কন্ধান্ কতি পৃষ্টিরচিম্বন্॥ ৪॥

কো অস্য বাহূ সমভরদ্ বীর্য্যং করবাদিতি।

অংসৌ কো অস্য তদ্ দেবঃ কুসিন্ধে অধ্যা দধৌ॥ ৫॥

কঃ সপ্ত খানি বি ততর্দ্দ শীর্ষণি কর্ণাবিমৌ নাসিকে চক্ষণী মুখম্।

যেষাং পুরুত্রা বিজয়স্য মহ্মনি চতুষ্পাদো দ্বিপাদো যন্তি যামম্॥ ৬॥

কিরূপে কত দেবগণ ঐ পুরুষের গ্রীবা (গলদেশ) এবং 'উরঃ' (বক্ষঃস্থল) সংগ্রথিত করিয়াছেন? কে তাঁহার স্তনদ্বয় ন্যস্ত রাখিয়াছেন? কে তাঁহার 'কফোড' (কণুইদ্বয়) নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কেই বা তাঁহার পঞ্জরাস্থিসমূহ ও স্কন্দদেশ সংযোজিত করিয়াছেন? ৪॥

কে তাঁহার বাহুদ্বয়কে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে মহত্ত্ব প্রদর্শনের বিষয় বলিয়া দিয়াছেন? কে তিনি, কোন্ দেবতা তিনি—যিনি অংসদ্বয়কে (দুই স্কন্ধের অঙ্গুলি-পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থান) 'কুসিন্ধের' (জীবদেহের কাণ্ড বা ধড়) উপর স্থাপন করিয়াছেন? ৫॥

মস্তকের সপ্ত অস্থিকে কে বিন্যস্ত রাখিয়াছেন? কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় এবং মুখমণ্ডল প্রভৃতিই বা কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কাহার অসাধারণ শক্তিতে দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ প্রাণিগণের চলচ্ছক্তি বিহিত হইয়াছে? ৬॥

হন্বোর্হি জিহ্বামদধাৎ পুরূচীমধা মহীমধি শিশ্রায় বাচম্।

স আ বরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তরপো বসানঃ ক উ তচ্চিকেত ॥ ৭ ॥

মস্তিষ্কমস্য যতমো ললাটং ককাটিকাং প্রথমো যঃ কপালম্।

চিত্বা চিত্যং হন্বোঃ পুরুষস্য দিবং রুরোহ কতমঃ স দেবঃ ॥ ৮ ॥

প্রিয়াপ্রিয়াণি বহুলা স্বপ্নং সম্বাধতন্দ্র্যঃ।

আনন্দানুগ্রো নন্দাংশ্চ কস্মাদ্ বহতি পুরুষঃ ॥ ৯ ॥

কে তিনি—যিনি হনুদ্বয়ের (চোয়ালের) মধ্যভাগে সম্প্রসারণ-সঙ্কোচনশীল জিহ্বাকে স্থাপন করিয়া তাহাতে বাক্যকথন শক্তি প্রদান করিয়াছেন? কে তিনি, যিনি আর্দ্রতায় সিক্ত রাখিয়া (জীবদেহে রক্ত সঞ্চারণ করিয়া) জীবিত প্রাণীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন? কে তাঁহার এ মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছে? ৭ ॥

* * *

কে তিনি, যিনি সর্ব্বপ্রথম মস্তক ও মস্তিষ্ক গঠন করিলেন? ললাট ও ললাটস্থিত, 'ককাটিকা' (মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের অস্থি) এবং কপাল প্রভৃতিই বা প্রথমে কে বিন্যস্ত করেন? পুরুষের হনুদ্বয়কে রক্ষা করিবার উপায় যিনি করিয়াছিলেন, সে সেই দেবতা—যিনি নিত্যকাল স্বর্গে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৮ ॥

* * *

সেই পুরুষ কোথা হইতে প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু সকল আনয়ন করিলেন? বিভিন্ন প্রকারের বস্তু, নিদ্রা ভয় ক্লান্তি ভোগ এবং আনন্দ কোথা হইতে আসিল? ৯ ॥

* * *

আর্তিরবর্তির্নির্ঋতিঃ কুতো নু পুরুষেঽমতিঃ।

রাদ্ধিঃ সমৃদ্ধিরব্যৃদ্ধির্মতিরুদিতয়ঃ কুতঃ ॥ ১০ ॥

কো অস্মিন্নাপো ব্যদধাদ্ বিষূবৃতঃ পুরূবৃতঃ সিন্ধুসৃত্যায় জাতাঃ।

তীব্রা অরুণা লোহিনীস্তাম্রধুম্রা ঊর্ধ্বা অবাচীঃ পুরুষে তিরশ্চাঃ ॥১ ॥

কো অস্মিন্ রূপমদধাৎ কো মহ্মানং চ নাম চ।

গাতুং কো অস্মিন্ কঃ কেতুং কশ্চরিত্রাণি পুরুষে ॥ ১২ ॥

কোথা হইতে সেই পুরুষের অভাব, অমঙ্গল, যন্ত্রণা ও দারিদ্র্য আসিল? কোথা হইতে সাফল্য, সমৃদ্ধি, ধনাঢ্যতা, চিন্তা এবং বাক্‌শক্তি আসিল? ১০॥

• • •

কে তাঁহার মধ্যে বন্যার প্রবাহ প্রবাহিত রাখিলেন—যাহা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইয়া নদনদীর সৃষ্টি করিল? দ্রুতগমনশীল, রক্তবর্ণ, তাম্রবর্ণ, নীললোহিত সেই রক্তপ্রবাহকে কে সেই পুরুষের অভ্যন্তরে তির্য্যক্‌ভাবে ঊর্দ্ধাধঃ সঞ্চালন করিল? ১১॥

• • •

কে তাঁহাকে দৃশ্যমান রূপ প্রদান করিল? কে তাঁহার আকৃতি দিল? কে তাঁহার আয়তন ও নাম প্রদান করিল? কে তাঁহাকে গতিশীল করিল? কেই বা তাঁহাকে সংজ্ঞা দান করিল? কে তাঁহাতে গতিশক্তিবিশিষ্ট পদদ্বয় সংযোজিত করিল? ১২॥

• • •

কো অস্মিন্ প্রাণমবয়ৎ কো অপানং ব্যানমু।

সমানমস্মিন্ কো দেবোধি শিশ্রায় পুরুষে ॥ ১৩ ॥

কো অস্মিন্ যজ্ঞমদধাদেকো দেবোধি পুরুষে।

কো অস্মিন্‌ৎসত্যং কোনৃতং কুতো মৃত্যুঃ কুতোমৃতম্ ॥ ১৪ ॥

কো অস্মৈ বাসঃ পর্য্যদধাৎ কো অস্যায়ুরকল্পয়ৎ।

বলং কো অস্মৈ প্রাযচ্ছৎ কো অস্যাকল্পয়জ্জবম্ ॥ ১৫ ॥

কে তাঁহার অভ্যন্তরে জীবনীশক্তিবিশিষ্ট প্রাণবায়ুর সঞ্চার করিয়া দিল; কেই বা তাঁহার মধ্যে অপান (অধোগামী) এবং ব্যান (ঊর্দ্ধগামী) বায়ুর সমাবেশ করিল? সেই পুরুষকে কোন্ দেবতা 'সমান' বায়ুর দ্বারা সঞ্জীবিত করিলেন? ১৩ ॥

কোন্ অধিদেবতা সেই পুরুষে যজ্ঞ বিন্যস্ত করিয়াছিলেন? কে তাঁহাকে সত্য ও অনৃত শিক্ষা দিয়াছিলেন? মৃত্যু ও অমৃত (অমরত্ব) কোথা হইতে আসিল? ১৪ ॥

কে তাঁহার বাস বিন্যস্ত করিয়াছিল? কাহার দ্বারাই বা তাঁহার আয়ু (জীবিতকাল) পরিকল্পিত হইয়াছিল? কে তাঁহাকে বল অর্থাৎ বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন? কাহার দ্বারাই বা তিনি 'জব' অর্থাৎ দ্রুতচলচ্ছক্তিসম্পন্ন হন? ১৫ ॥

কেনাপো অন্বতনুত কেনাহরকরোদ্‌ রুচে

উষসং কেনান্বৈন্ধ কেন সায়ম্ভবং দধে ॥ ১৬ ॥

কো অস্মিন্ রেতো ন্যদধাৎ তন্তুরা তায়তামিতি।

মেধাং কো অস্মিন্নধ্যোহৎ কো বাণং কো নৃতো দধৌ ॥ ১৭

কেনেমাং ভূমিমৌর্ণোৎ কেন পর্য্যভবদ্‌ দিবম্‌।

কেনাভি মহ্না পর্ব্বতান্‌ কেন কর্ম্মাণি পুরুষঃ। ১৮

কাহার দ্বারা জলরাশি বিস্তৃত হইয়াছে? কে তিনি, যিনি এই উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ দিবসকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? কাহার দ্বারা উষা প্রকাশমানা হন; আর কাহার দ্বারা সায়ংকাল বা সন্ধ্যা সমাগতা হয়েন? ॥ ১৬ ॥

কে তাঁহাতে রেত বা বীজ স্থাপন করিয়াছেন? কাহার দ্বারা জীবনের সূত্র গ্রথিত হইয়াছে? কে তাঁহাতে মেধা প্রদান করিয়াছেন? আর, কে তাঁহাকে স্বর এবং কে তাঁহাকে অঙ্গসঞ্চালন-সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন? ১৭ ॥

কাহার দ্বারা এই পৃথিবী সজ্জীকৃত হইয়াছে? কে স্বর্গকে সৃষ্টি করিয়াছেন? কাহার শক্তিতে সেই পুরুষ পর্ব্বতাদি এবং সৃষ্টবস্তু-সমূহ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন? ১৮ ॥

কো অস্মিন্ প্রাণমবয়ৎ কো অপানং ব্যানমু।
সমানমস্মিন্ কো দেবোধি শিশ্রায় পুরুষে ॥ ১৩ ॥

কো অস্মিন্ যজ্ঞমদধাদেকো দেবোধি পুরুষে।
কো অস্মিন্ৎসত্যং কোনৃতং কুতো মৃত্যুঃ কুতোমৃতম্ ॥ ১৪ ॥

কো অস্মৈ বাসঃ পর্য্যদধাৎ কো অস্যায়ুরকল্পয়ৎ।
বলং কো অস্মৈ প্রাযচ্ছৎ কো অস্যাকল্পয়জ্জবম্ ॥ ১৫ ॥

কে তাঁহার অভ্যন্তরে জীবনীশক্তিবিশিষ্ট প্রাণবায়ুর সঞ্চার করিয়া দিল; কেই বা তাঁহার মধ্যে অপান (অধোগামী) এবং ব্যান (ঊর্দ্ধগামী) বায়ুর সমাবেশ করিল? সেই পুরুষকে কোন্ দেবতা 'সমান' বায়ুর দ্বারা সঞ্জীবিত করিলেন? ১৩ ॥

• • •

কোন্ অধিদেবতা সেই পুরুষে যজ্ঞ বিন্যস্ত করিয়াছিলেন? কে তাঁহাকে সত্য ও অনৃত শিক্ষা দিয়াছিলেন? মৃত্যু ও অমৃত (অমরত্ব) কোথা হইতে আসিল? ১৪ ॥

• • •

কে তাঁহার বাস বিন্যস্ত করিয়াছিল? কাহার দ্বারাই বা তাঁহার আয়ু (জীবিতকাল) পরিকল্পিত হইয়াছিল? কে তাঁহাকে বল অর্থাৎ বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন? কাহার দ্বারাই বা তিনি 'জব' অর্থাৎ দ্রুতচলচ্ছক্তিসম্পন্ন হন? ১৫ ॥

• • •

কেনাপো অন্বতনুত কেনাহরকরোদ্ রুচে।

উষসঃ কেনান্বৈন্দ্ধ কেন সায়ম্ভবং দধে ॥ ১৬ ॥

কো অস্মিন্ রেতো ন্যদধাৎ তন্তুরা তায়তামিতি

মেধাং কো অস্মিন্নধ্যোহৎ কো বাণং কো নৃতো দধৌ ॥ ১৭

কেনেমাং ভূমিমৌর্ণোৎ কেন পর্য্যভবদ্ দিবম্।

কেনাভি মহ্না পর্ব্বতান্ কেন কর্ম্মাণি পুরুষঃ। ১৮

কাহার দ্বারা জলরাশি বিস্তৃত হইয়াছে? কে তিনি, যিনি এই উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ দিবসকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? কাহার দ্বারা উষা প্রকাশমানা হন; আর কাহার দ্বারা সায়ংকাল বা সন্ধ্যা সমাগতা হয়েন? ॥ ১৬ ॥

• • •

কে তাঁহাতে রেত বা বীজ স্থাপন করিয়াছেন? কাহার দ্বারা জীবনের সূত্র গ্রথিত হইয়াছে? কে তাঁহাতে মেধা প্রদান করিয়াছেন? আর, কে তাঁহাকে স্বর এবং কে তাঁহাকে অঙ্গসঞ্চালন-সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন? ১৭ ॥

• • •

কাহার দ্বারা এই পৃথিবী সজ্জীকৃত হইয়াছে? কে স্বর্গকে সৃষ্টি করিয়াছেন? কাহার শক্তিতে সেই পুরুষ পর্ব্বতাদি এবং সৃষ্টবস্তু-সমূহ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন? ১৮ ॥

• • •

কেন পর্জ্জন্যমন্বেতি কেন সোমং বিচক্ষণম্।

কেন যজ্ঞং চ শ্রদ্ধাং চ কেনাস্মিন্ নিহিতং মনঃ॥ ১৯॥

কেন শ্রোত্রিয়মাপ্নোতি কেনেমং পরমেষ্ঠিনম্।

কেনেমমগ্নিং পুরুষঃ কেন সম্বৎসরং মমে॥ ২০॥

ব্রহ্ম শ্রোত্রিয়মাপ্নোতি ব্রহ্মেমং পরমেষ্ঠিনম্।

ব্রহ্মেমমগ্নিং পুরুষো ব্রহ্ম সম্বৎসরং মমে॥ ২১॥

কাহার দ্বারা পর্জ্জন্য সৃষ্ট হয়? কাহার দ্বারাই বা 'বিচক্ষণ' সোম আবির্ভূত হন? কাহার দ্বারা যজ্ঞ ও শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয়? কেনই বা মন তাঁহাতে নিহিত হইয়াছে? ১৯॥

* * *

কাহার দ্বারা শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির সৃষ্টি হয়? পরমেষ্ঠির অর্থাৎ ভগবানের প্রতিই বা কে তাঁহাকে আকর্ষণ করে? পুরুষ অগ্নিকে বা জ্ঞানদেবতাকে কাহার দ্বারা প্রাপ্ত হয়? সম্বৎসরকেই বা কে পরিমিত করে? ২০॥

* * *

একমাত্র ব্রহ্মই শ্রোত্রিয় বা জ্ঞানিগণকে প্রাপ্ত হন; ব্রহ্মই সেই পরমেষ্ঠি বা পরম দেবতা। ব্রহ্ম হইতেই পুরুষ অগ্নিকে বা জ্ঞানদেবতাকে প্রাপ্ত হয়; সংবৎসরাদি কাল-বিভাগ ব্রহ্ম কর্তৃকই সমাহিত হয়॥ ২১॥

* * *

কেন দেবা অনু ক্ষিয়তি কেন দৈবজনীর্বিশঃ।

কেনেদমন্যন্নক্ষত্রং কেন সৎ ক্ষত্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥

ব্রহ্ম দেবা অনু ক্ষিয়তি ব্রহ্ম দৈবজনীর্বিশঃ।

ব্রহ্মেদমন্যন্নক্ষত্রং ব্রহ্ম সৎ ক্ষত্রমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

কেনেয়ং ভূমির্বিহিতা কেন দৌরুত্তরা হিতা।

কেনেদমূর্দ্ধং তির্য্যক্ চান্তরিক্ষং ব্যচো হিতম্ ॥ ২৪ ॥

কাহার শক্তিবলে দেবগণ দেবলোক-মধ্যে বাস করিতে সমর্থ হন; কে 'দৈবজনী' বা দেবগণকে সৃষ্টি করেন? কাহাকেই বা অ-ক্ষত্র, আর কাহাকেই বা ক্ষত্র বলে; (অর্থাৎ কাহার প্রভাবেই বা অসৎ 'অ-ক্ষত্র' বা বলহীন এবং কাহার প্রভাবেই বা সৎ 'ক্ষত্র' অর্থাৎ শক্তিমান বলিয়া উক্ত হয়)? ২২ ॥

• • •

ব্রহ্মই দেবগণের মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করেন। ব্রহ্মকর্তৃকই 'দৈবজনী'র বা দেবগণের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মের প্রভাবেই অসৎ 'অক্ষত্র' বা বলহীন এবং সৎ 'ক্ষত্র' অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন হন ॥ ২৩ ॥

• • •

কাহার দ্বারা এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত এবং কাহার দ্বারাই বা দ্যুলোক উন্নতদেশে অবস্থিত? কে অন্তরিক্ষকে ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিশ্বোপরি বিস্তৃত রাখিয়াছেন? ২৪ ॥

• •

ব্রহ্মণা ভূমির্বিহিতা ব্রহ্ম দৌরুত্তরা হিতা।
ব্রহ্মেদমূর্দ্ধং তির্য্যক্ চান্তরিক্ষং ব্যচো হিতম্ ॥ ২৫ ॥

মূর্দ্ধানমস্য সংসীব্যাথর্ব্বা হৃদয়ং চ যৎ।
মস্তিষ্কাদূর্দ্ধঃ প্রৈরয়ৎ পবমানোধি শীর্ষতঃ ॥ ২৬ ॥

তদ্ বা অথর্ব্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুব্জিতঃ।
তৎ প্রাণো অভি রক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ ॥ ২৭ ॥

ঊর্দ্ধো নু সৃষ্টাস্তির্য্যঙ্ নু সৃষ্টাঃ সর্ব্বা দিশঃ পুরুষ আ বভূবাঁ৩।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

সেই ব্রহ্মের দ্বারাই এই পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত; ব্রহ্মই দ্যুলোককে যথাস্থানে বিন্যস্ত রাখিয়াছেন। ব্রহ্মই অন্তরিক্ষকে ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বোপরি বিস্তৃত রাখিয়াছেন ॥ ২৫

* * *

অথর্ব্বন্ তাঁহার মস্তক ও হৃদয়কে সংযোজিত করিয়া যথাবিন্যস্ত করিয়াছিলেন; এবং পবমান তাঁহার মস্তক হইতে মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

* * *

তাহাই প্রকৃতপক্ষে অথর্ব্বণের শিরোদেশ। তাহাকেই দৃঢ়সম্বদ্ধ দেবকোশ বলে। প্রাণ, অন্ন এবং মন (প্রাণবায়ু অপানবায়ু এবং সমানবায়ু) যথাক্রমে তাহাকে রক্ষা করে ॥ ২৭ ॥

* * *

সৃষ্টির ঊর্দ্ধে, সৃষ্টির সমান্তরালে এবং সৃষ্টির সকল দিকে পুরুষ বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মার যাহা পুর বা স্থান—যিনি তাহা অবগত আছেন, পুরুষ বলিয়াছেন,—তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। (অর্থাৎ, ব্রহ্মার পুর বা স্থান এবং পুরুষ অভিন্ন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ) ॥ ২৮ ॥

যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদামৃতেনাবৃতাং পুরম্ ।
তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং প্রজাং দদুঃ ॥ ২৯ ॥
ন বৈ তং চক্ষুর্জ্জহাতি ন প্রাণো জরসঃ পুরা ।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥
অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরয়োধ্যা ।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৩১ ॥
তস্মিন্ হিরণ্যয়ে কোশেঃ ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে ।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৩২ ॥

নি অমৃতত্বে আবৃত ব্রহ্মের পুরকে বা স্থানকে অবগত আছেন, ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্ম হই চক্ষু, প্রাণ এবং প্রজা প্রদান করেন ॥ ২৯ ॥

* * *

হৃষ বলিয়াছেন,—যিনি ব্রহ্মের পুর বা স্থান অবগত আছেন, বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ ন তাঁহার দৃষ্টিহানি হয় না এবং প্রাণহানি ঘটে না ॥ ৩০ ॥

* * *

দেবগণের সেই পুর দুর্ভেদ্য ও অজেয়, অষ্টচক্র-সমন্বিত ও নবদ্বারবিশিষ্ট। তাহার মধ্যে উজ্জ্বল-আলোকাবৃত স্বর্গরূপ হিরণ্ময় কোশ বিদ্যমান আছে ॥ ৩১ ॥

* * *

তিনটী 'অর' বিশিষ্ট এবং ত্রিবিধ রক্ষণীর দ্বারা বিধৃত সেই হিরণ্ময় কোশে কোন প্রাণময় সামগ্রী (যক্ষ) অবস্থিত, ব্রহ্মবিদেরাই তাহা অবগত আছেন ॥ ৩২ ॥

* * *

ব্রহ্মণা ভূমির্ব্বিহিতা ব্রহ্ম দ্যৌরুত্তরা হিতা।
ব্রহ্মেদমূর্দ্ধং তির্য্যক্ চান্তরিক্ষং ব্যচো হিতম্॥ ২৫॥
মূর্দ্ধানমস্য সংসীব্যাথর্ব্বা হৃদয়ং চ যৎ।
মস্তিষ্কাদূর্দ্ধঃ প্রৈরয়ৎ পবমানোধি শীর্ষতঃ॥ ২৬॥
তদ্ বা অথর্ব্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুব্জিতঃ।
তৎ প্রাণো অভি রক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ॥ ২৭॥
ঊর্দ্ধো নু সৃষ্টাংস্তির্য্যঙ্ নু সৃষ্টাঃ সর্ব্বা দিশঃ পুরুষ আ বভূবাঁ৩।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে॥ ২৮॥

সেই ব্রহ্মের দ্বারাই এই পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত; ব্রহ্মই দ্যুলোককে যথাস্থানে বিন্যস্ত রাখিয়াছেন। ব্রহ্মই অন্তরিক্ষকে উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বোপরি বিস্তৃত রাখিয়াছেন॥ ২৫॥

* * *

অথর্ব্বন্ তাঁহার মস্তক ও হৃদয়কে সংযোজিত করিয়া যথাবিন্যস্ত করিয়াছিলেন; এবং পবমান তাঁহার মস্তক হইতে মস্তিষ্কের উর্দ্ধদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন॥ ২৬॥

* * *

তাহাই প্রকৃতপক্ষে অথর্ব্বণের শিরোদেশ। তাহাকেই দৃঢ়সম্বদ্ধ দেবকোশ বলে। প্রাণ, অন্ন এবং মন (প্রাণবায়ু অপানবায়ু এবং সমানবায়ু) যথাক্রমে তাহাকে রক্ষা করে॥ ২৭॥

* * *

সৃষ্টির উর্দ্ধে, সৃষ্টির সমান্তরালে এবং সৃষ্টির সকল দিকে পুরুষ বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মার যাহা পুর বা স্থান—যিনি তাহা অবগত আছেন, পুরুষ বলিয়াছেন,—তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। (অর্থাৎ, ব্রহ্মার পুর বা স্থান এবং পুরুষ অভিন্ন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ)॥ ২৮॥

যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদামৃতেনাবৃতাং পুরম্।
তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং প্রজাং দদুঃ ॥ ২৯ ॥

ন বৈ তং চক্ষুর্জ্জহাতি ন প্রাণো জরসঃ পুরা।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরয়োধ্যা।
তস্যাং হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৩১ ॥

তস্মিন্ হিরণ্যয়ে কোশেঃ ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৩২ ॥

যিনি অমৃতত্বে আবৃত ব্রহ্মের পুরকে বা স্থানকে অবগত আছেন, ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্ম তাঁহাকেই চক্ষু, প্রাণ এবং প্রজা প্রদান করেন ॥ ২৯ ॥

* * *

পুরুষ বলিয়াছেন,—যিনি ব্রহ্মের পুর বা স্থান অবগত আছেন, বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ অকালে তাঁহার দৃষ্টিহানি হয় না এবং প্রাণহানি ঘটে না ॥ ৩০ ॥

* * *

দেবগণের সেই পুর দুর্ভেদ্য ও অজেয়, অষ্টচক্র-সমন্বিত ও নবদ্বারবিশিষ্ট। তাহার মধ্যে উজ্জ্বল-আলোকাবৃত স্বর্গরূপ হিরণ্ময় কোশ বিদ্যমান আছে ॥ ৩১ ॥

* * *

তিনটী 'অর' বিশিষ্ট এবং ত্রিবিধ রক্ষণীর দ্বারা বিধৃত সেই হিরণ্ময় কোশে কোন প্রাণময় সামগ্রী (যক্ষ) অবস্থিত, ব্রহ্মবিদেরাই তাহা অবগত আছেন ॥ ৩২ ॥

* * *

প্রভ্রাজমানাং হরিণীং যশসা সংপরীবৃতাম্।
পুরং হিরণ্যয়ীং ব্রহ্মা বিবেশাপরাজিতাম্ ॥ ৩৩

সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন, মহামহিমন্বিত, দুর্জ্জেয় সেই হিরণ্ময় পুরে সেই অপরাজিত ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া আছেন ॥ ৩৩ ॥

অথর্ব্ববেদীয় দ্বিতীয় পুরুষ-সূক্ত।

অথর্ব্ববেদীয় দ্বিতীয় পুরুষ-সূক্তের বিষয় (ঊনবিংশ কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তের পুরুষ-সূক্তের বিষয়) পূর্ব্বে (১০৫ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখানে সেই পুরুষ-সূক্ত প্রকটিত হইল; যথা—

ওঁ। সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥

ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামারোহৎ পাদস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তথা ব্যক্রামদ্ বিষ্বঙশনানশনে অনু ॥ ২ ॥

তাবন্তো অস্য মহিমানস্ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥

পুরুষঃ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশ্বরো যদন্যেনাভবৎ সহ॥ ৪॥

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কিং বাহূ কিমুরূ পাদা উচ্যেতে॥ ৫॥

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদবাহু রাজন্যোঽভবৎ।
মধ্যং তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ৬॥

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত॥ ৭॥

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকা অকল্পয়ন্॥ ৮॥

বিরাডগ্রে সমভবৎ বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যতে পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ॥ ৯॥

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১০ ॥

তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ১১ ॥

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে চ কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ১২

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দো হ জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূঁস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ১৪ ॥

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥

মূর্দ্ধ্নো দেবস্য বৃহতো অংশবঃ সপ্ত সপ্ততীঃ।
রাজ্ঞঃ সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদধি ॥ ১৬ ॥

অথর্ব্ববেদীয় পুরুষ-সূক্ত সম্বন্ধে বক্তব্য।

অথর্ব্ববেদীয় দ্বিতীয় পুরুষ-সূক্তটী, যাহা অব্যবহিত-পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইল, ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের সহিত প্রায় সর্ব্বাংশেই অভিন্ন। উহার স্থানে স্থানে কি পাঠান্তর আছে, দ্বিবিধ পুরুষ-সূক্ত মিলাইয়া দেখিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের ক্রম-পর্য্যায়েও কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে যে মন্ত্রটী দ্বিতীয়, অথর্ব্ববেদের পুরুষ-সূক্তে তাহা চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। আরও, ঋগ্বেদে "ত্রিপাদূর্দ্ধং উদৈৎ" পাঠ স্থলে অথর্ব্ববেদে "ত্রিভিঃ পদ্ভির্দ্যামারোহৎ" পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ আর আর যে পাঠান্তর ও ক্রমান্তর আছে, সহজ দৃষ্টিতেই তাহা লক্ষিত হইবে।

অথর্ব্ববেদীয় পুরুষ সূক্তের স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশের আবশ্যক নাই। ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলেই অর্থাৎ সে অর্থ সে ভাব বোধগম্য হইলেই অথর্ব্ববেদের পুরুষ-সূক্তের অর্থ উপলব্ধ হইবে।

* * *

উপসংহার।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ, পুরুষ-সূক্তের যে পাঁচটী মন্ত্র জপ করিবেন, 'জ্ঞানবেদের' প্রথম খণ্ডে (১২৯ম হইতে ১৪০ম পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের জাপ্য ষোলটী মন্ত্র পূর্ব্বেই (৮৯ম হইতে ১০০ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত আছে—দেখিতে পাইবেন। উভয়বিধ মন্ত্রে যে সামান্য পার্থক্য আছে—লক্ষ্য করিবেন। যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের জাপ্য ষোলটী মন্ত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত আরও পাঁচটী মন্ত্র জপের বিধি আছে। সে পাঁচটী মন্ত্র (১০১ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠায়) প্রকটিত হইল। অথর্ব্ববেদ-সংহিতার পুরুষ-সূক্তের বিষয় (১১৫ হইতে ১১৯ পৃষ্ঠায়) পরিদৃষ্ট হইবে।

জ্ঞানবেদ।

—:•:—

যাত্রাকালে জাপ্য-মন্ত্র।

কোনও কার্য্যে কোনও শুভসঙ্কল্পে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে 'সম্পূষন্নধ্বনস্তির' ইত্যাদি মন্ত্র-বিশিষ্ট সূক্তটী (ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গ, ১ম—১০ম ঋক) জপ করিবার বিধি আছে। ঐ সূক্ত জপ করিয়া যাত্রা করিলে, যাত্রাকারী নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন এবং তাঁহার সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইবে।

সম্পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ।
সক্ষ্বা দেব প্র ণস্পুরঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) 'অধ্বনঃ' (মার্গাৎ, ইহলোকাৎ) 'সং-তির' (অস্মান্ অভীষ্টস্থানং সম্যক্ প্রাপয়, পরিত্রাণং কুরু); 'অংহঃ' (বিঘ্নকারকং পাপ্মানং) 'বি-তির' (বিনাশয়); 'বিমুচঃ' (মুক্তিপথাবলম্বিনঃ জনস্য, বিমুক্তস্য) 'নপাৎ' (রক্ষক, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) 'দেব' (হে দ্যোতমান্ পূষন্) 'নঃ' (নঃ, অস্মাকং) 'পুরঃ' (পুরতঃ) 'প্র-সক্ষ্বা' (প্রসক্তো ভব, অধিতিষ্ঠতু ইতি যাবৎ)। কর্ম্মমার্গে বিচরণশীলঃ অহং যথা মুক্তিং প্রাপ্নোমি, হে দেব, তদনুগ্রহং কুরু, ময়া সহ সম্বন্ধযুতঃ ভব—ইত্যেবং প্রার্থনা॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপালক পুষাদেব! এই গতাগতির পথ হইতে (ইহলোক হইতে) আমাদিগকে অভীষ্টস্থানে লইয়া যাউন (পরিত্রাণ করুন); (অভীষ্টস্থান-গমনে) বিঘ্নকারক পাপকে বিনাশ করুন। মুক্তিপথাবলম্বী জনের রক্ষক (অথবা, বিমুক্তের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) হে দেব!
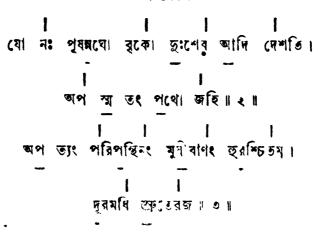
আমাদিগের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন; অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে আপনার অধিষ্ঠান হউক। (ভাব এই যে,—কর্ম্মমার্গে বিচরণশীল আমি যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, হে দেব! আমাকে সেইরূপ অনুগ্রহ করুন, আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হউন)॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) 'অঘঃ' (ঘাতকঃ, অস্মাকং হননকারী) 'বৃকঃ' (অস্মদীয় ধনস্য অপহর্ত্তা) 'দুঃশেবঃ' (দুঃসেব্যঃ, মৎসরযুক্তঃ) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'আদি দেশতি' (অস্মান কুমার্গগমনে আজ্ঞাপয়তি, অসন্মার্গগামিনঃ করোতি) 'তং' (তাদৃশং শত্রুং) 'পথঃ' (মার্গাৎ, অস্মৎসকাশাৎ) 'অপজহি স্ম' (অবশ্যং অপাকুরু, বিদূরয়)। হে দেব! যঃ শত্রুঃ অস্মান্ বিপথগামিনঃ করোতি, তং অপসারয় ইতি ভাবঃ॥ ২॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপোষক দেব! আমাদিগের হননকারী, আমাদিগের ধনাপহারী, আমাদিগের দুঃসেব্য (মৎসরযুক্ত) যে শত্রু আমাদিগকে কুমার্গগামী করে, তাদৃশ শত্রুকে আমাদিগের নিকট হইতে আপনি বিদূরিত করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! যে শত্রু আমাদিগকে বিপথগামী করে, তাহাকে অপসারিত করুন)॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পরিপন্থিনং' (সন্মার্গস্য প্রতিবন্ধকং) 'মুষীবাণং' (তস্কররূপং, সদ্ভাবাপহারকং) 'হুরশ্চিতং' (কৌটিল্যানাং সঞ্চারকং, কুমতিপ্রদং) 'ত্যং' (পূর্ব্বকথিতং শত্রুং) 'স্রুতেঃ' (মার্গাৎ, অস্মৎসকাশাৎ) 'দূরং' (দূরদেশং) 'অধি' (প্রতি) 'অপ-অজ' (অপগময়, বিতাড়য়)। হে দেব! কৃপয়া ত্বং অস্মাসু অসদ্ভাবপরিবৃদ্ধিকারকং সন্মার্গপ্রতিরোধকং তং শত্রুং অপজহি—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ ৩॥

ত্বং তস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্যচিৎ।
পদাভি তিষ্ঠ তপুষিম্ ॥ ৪ ॥

আ তত্তে দস্র মন্তুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে।
যেন পিতৄনচোদয়ঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সৎপথ-গমনে প্রতিবন্ধক, সদ্ভাবাপহারক, কুমতিপ্রদ, পূর্ব্বকথিত সেই শত্রুকে আমাদিগের নিকট হইতে (হে দেব! আপনি) দূরে বিতাড়িত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! অসদ্ভাব-পরিবৃদ্ধিকারক সন্মার্গপ্রতিরোধক সেই শত্রুকে বিনাশ করুন)॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে পূষন্! 'ত্বং তস্য' (পূর্ব্বকথিতস্য) 'দ্বয়াবিনঃ' (প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাপহারকস্য) 'অঘশংসস্য' (অনিষ্টসাধকস্য তস্করস্য) 'তপুষিং' (পরসন্তাপকং দেহং) 'পদা' (ভবদীয়েন পাদেন) 'অভি' (আক্রম্য, বিদলিতং কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'তিষ্ঠ' (অবস্থানং কুরু)। হে দেব! ত্বং তং শত্রুং পাদদলিতং কুরু—ইত্যেবং প্রার্থনা॥ ৪॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পূষাদেব! আপনি সেই প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষের অপহারক, অনিষ্টসাধক তস্করের পরসন্তাপকারী দেহকে আপনার পদের দ্বারা আক্রমণ করিয়া (বিদলিত করিয়া) অবস্থান করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সেই শত্রুকে পদদলিত করুন)॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মন্তুমঃ' (জ্ঞানবন্) 'দস্র' (পাপনাশক, শত্রুসংহারকারিন্) 'পূষন্' (জগৎরক্ষক দেব!) 'যেন' (রক্ষণেন, প্রকারেণ) 'পিতৄন্' (পূর্ব্বপুরুষান্) 'অচোদয়ঃ' (রক্ষিতবান্ অসি, পাপাৎ পরিত্রাণং কৃতবান্) 'তৎ' (তাদৃশং) 'তে' (তব) 'অব' (রক্ষণং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামহে)। হে দেব! ত্বয়া অস্মাকং পিতৃপুরুষান্ রক্ষিতবান্; অতঃ করুণয়া ত্বং অস্মান্ রক্ষ ইত্যেবং প্রার্থনা॥ ৫॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানবান, পাপনাশক (শত্রুসংহারকারী), জগৎরক্ষক হে দেব! যে প্রকারে আপনি আমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন (পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন),

অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম।
ধনানি সুষণা কৃধি ॥ ৬ ॥

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭ ॥

আপনার তদ্রূপ রক্ষা আমরা সর্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ আপনার দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছেন। সুতরাং আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ রক্ষা করুন) ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বসৌভগ' (সকলসৌভাগ্যযুক্ত) 'হিরণ্যবাশীমত্তম' (সুবর্ণপ্রভজ্ঞানকিরণসম্পন্ন, মঙ্গলপ্রদধীবিশিষ্ট) হে দেব, 'অধা' (অস্মাকং প্রার্থনাশ্রবণানন্তরং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধনানি' (পরমার্থরূপাণি ঐশ্বর্য্যাণি) 'সুষণা' (সুষণানি, সুলভানি) 'কৃধি' (কুরু)। অয়ং ভাবঃ—সর্বৈশ্বর্য্যশালিন্ মঙ্গলপ্রদ হে দেব! অস্মাকং পরমং মঙ্গলং সাধয় পরমার্থরূপং ধনং চ অস্মভ্যং প্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা ॥ ৬ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল-ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, মঙ্গলপ্রদ-ধীসম্পন্ন হে দেব! আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণানন্তর, আপনি আমাদিগের (পক্ষে) পরমার্থধন সুপ্রাপ্য করিয়া দিউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্বৈশ্বর্য্যশালী মঙ্গলপ্রদ হে দেব! আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধন করুন এবং আমাদিগকে পরমার্থরূপ ধন প্রদান করুন) ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) 'সশ্চতঃ' (সৎপথিগমনায় অস্মাকং প্রতিবন্ধকান্ শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'নয়' (অন্যত্র প্রাপয়); 'নঃ' (অস্মান্) 'সুগা' (সুষ্ঠুগন্তুং শক্যেন সহ) 'সুপথা' (সৎপথি গন্তান্) 'কৃণু' (কুরু); 'ইহ' (সৎপন্থানং প্রাপ্ত্যর্থং) 'ক্রতুং' (প্রজ্ঞানং) 'বিদঃ' (লম্ভয়, প্রাপয়)। হে দেব! অস্মান্ শত্রুসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান্ কুরু, সৎপন্থানং চ প্রাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা—ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৮ ॥

শগ্ধি পূর্দ্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরম্।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

জগৎপোষক হে দেব! আমাদিগের সৎপথ-গমনে বাধাপ্রদানকারী শত্রুদিগকে, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্র স্থাপন করুন (অর্থাৎ, আমাদিগের সহিত তাহাদিগের যেন কোনও সম্বন্ধ না থাকে); আমাদিগকে সুষ্ঠুভাবে গমনশীল শক্তির সহিত সুপথগামী করুন; এবং সৎপথপ্রাপ্তিবিষয়ে আমাদিগকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে শত্রুসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন এবং সৎপথে স্থাপন করুন) ॥৭॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) অস্মান্ 'সূযবসং' (শোভনতৃণোষধিযুতং, শান্তিপ্রদং স্থানং) 'অভি নয়' (অভিতঃ প্রাপয়); 'অধ্বনে' (মার্গায়, অস্মাকং গন্তব্যে পথি) নবজ্বারঃ' (নূতনসন্তাপঃ) 'ন' (ন ভবতু); 'ইহ' (সৎপন্থানং প্রাপ্ত্যর্থং) 'ক্রতু' (প্রজ্ঞানং) 'বিদ' (লম্ভয়)। হে দেব! অস্মান্ শান্তিং দেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা—ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপোষক দেব! আমাদিগকে শান্তিপ্রদ স্থান অভিমুখে লইয়া যাউন; আমাদিগের গন্তব্যপথে নূতন সন্তাপ যেন না আসে; সৎপথ-প্রাপ্তি-বিষয়ে আমাদিগকে প্রকৃষ্টজ্ঞান প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন) ॥৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে জগৎপোষক দেব!) ত্বং 'শগ্ধি' (অস্মান্ অনুগৃহীতুং শক্তঃ ভব), 'পূর্দ্ধি' (অস্মাকং কামনাং পরিপূরয়), 'বসু' (ধনং- পরমার্থরূপং) 'প্রযংসি' (প্রযচ্ছ), শিশীহি' (সৎকর্ম্মসাধনায় অস্মান্ তেজস্বিনঃ কুরু), 'প্রাসি' (অস্মাকং হৃদয়ং ভক্তিরসেন সত্ত্বভাবেন

।　　　　　　　　　　।
ন পূষনং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি
—　　　　—　—

।　　।
বসূনি দস্মমীমহে ॥ ১০ ॥
—

বা পুরয়); 'ইহ' (পূর্ব্বোক্তবিষয়ে) 'ক্রতুং' (প্রজ্ঞানং) 'বিদঃ' (প্রযচ্ছ)। হে দেব! অস্মান্ ভক্তিযুতান্ সদ্ভাবসম্পন্নান্ কুরু, পরমং ধনং চ প্রযচ্ছ। ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জগৎপোষক দেব! আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন, আমাদিগের কামনা পূরণ করুন, পরমার্থরূপ ধন আমাদিগকে প্রদান করুন, সৎকর্ম্মসাধনে আমাদিগকে তেজস্বী করুন এবং আমাদিগের হৃদয় ভক্তিরসে (সদ্ভাবে) পরিপূর্ণ করুন। আর, ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—ভক্তিযুত এবং সদ্ভাবসম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন) ॥ ৯ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষনং' (তং জগৎপোষকং দেবং) 'ন মেথামসি' (কদাচিদপি বয়ং ন তু নিন্দামঃ); পরন্তু 'সূক্তৈঃ' (বেদমন্ত্রৈঃ) 'অভিগৃণীমসি' (সদৈব গৃণীমঃ, স্তুমঃ); 'দস্মং' (রিপুণাম্ উপক্ষয়িতারং পূষণং প্রতি) 'বসূনি' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) 'ঈমহে' (যাচামহে)। বয়ং সদৈব জগৎপোষকং তং দেবং প্রতি ভক্তিপরায়ণাঃ ভবামঃ। শত্রুনাশায় তং দেবং আরাধয়ামঃ। স দেবঃ চতুর্ব্বর্গধনং দদাতি ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

• •

বঙ্গানুবাদ।

সেই জগৎপোষক পূষা-দেবতাকে আমরা (যেন) কদাচ নিন্দা না করি; পরন্তু বেদমন্ত্রে (যেন) সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করি; রিপুশত্রুগণের ক্ষয়কারী সেই পূষা-দেবতার নিকট আমরা চতুর্ব্বর্গ ধন যাচ্ঞা করি। (ভাব এই যে,—আমরা সদাকাল যেন জগৎপোষক সেই দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হই এবং শত্রুনাশের নিমিত্ত সেই দেবতাকে আরাধনা করি। সেই দেবতাই চতুর্ব্বর্গ-ধন প্রদান করেন) ॥ ১০ ॥

—•—

জ্ঞানবেদ।

—:•:—

শত্রুনাশে বিঘ্ন-বিনাশের মন্ত্র

বিঘ্ন পদে পদে। শত্রু মানুষকে চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। সুতরাং যাহাতে বিঘ্ন বিদূরিত হয়, শত্রুর উপদ্রব দূরে যায়, এরূপ মন্ত্র মানুষ স্বতঃই জপ করিতে চায়। তাহারই কয়েকটী মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা—

ওঁ। অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া।
অকারি রত্নধাতমঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রত্নধাতমঃ' (অতিশয়েন ধনপ্রদঃ সর্ব্বতঃ ইষ্টসাধকঃ) 'অয়ং' (বক্ষ্যমাণঃ) 'স্তোমঃ' (স্তোত্রবিশেষঃ, বেদমন্ত্রঃ ইতি ভাবঃ) 'জন্মনে' (জায়মানায়, মনুষ্যজন্মধারিণে, নররূপায় ইত্যর্থঃ) 'দেবায়' (দেবপ্রীত্যর্থং, দেবতায়াঃ প্রীতিকামনায়ৈ) 'বিপ্রেভিঃ' (মেধাবিভিঃ জ্ঞানিভিঃ) 'আসয়া' (মুখেন, সদৈব ইতি ভাবঃ) 'অকারি' (নিষ্পাদিতঃ, উচ্চারিতঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। মনুষ্যোঽপি স্বকর্ম্মপ্রভাবেন দেবত্বলাভায় সমর্থঃ ভবতি; যে দেবত্বং প্রাপ্তাঃ তান্ উদ্দিশ্য স্তোত্রমিদং বিপ্রাঃ উচ্চার্য্যন্তে ইতি ভাবঃ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতোভাবে ইষ্টসাধক বক্ষ্যমাণ এই বেদমন্ত্র মনুষ্যজন্মধারী অর্থাৎ নররূপী দেবতার প্রীতিকামনায় মেধাবী জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক মুখে মুখে (অর্থাৎ সদাকাল উচ্চারিত হয়)। (ভাব এই যে—মনুষ্যও স্বকর্ম্মপ্রভাবে দেবত্বলাভে সমর্থ হয়; যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে বিপ্রগণ এই স্তোত্র উচ্চারণ করেন।)॥ ১॥

য ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্মনসা হরী।
শমীভির্যজ্ঞমাশত ॥ ২ ॥

তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথম্।
তক্ষন্ধেনুং সবর্দুঘাম্ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (নররূপিণঃ দেবাঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রনিমিত্তায়, ভগবৎপ্রাপ্তিকামনায়ৈ, ভগবন্মহিমা-প্রকাশার্থং) 'বচোযুজা' (বাঙ্মাত্রেণ যুজ্যমানৌ, মন্ত্রকর্ম্মসংযুতৌ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'মনসা' (মননমাত্রেণ, শক্ত্যানুগ্রহেণ ইত্যর্থঃ) 'ততক্ষুঃ' (সম্পাদিতবন্তঃ, অস্মাকং হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ); তে নরদেবাঃ 'শমিভিঃ' (অস্মাকং কর্ম্মভিঃ সহ) 'যজ্ঞং' (যজ্ঞক্ষেত্রং, অস্মদীয়ং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আশত' (অধ্যুষত, ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—নররূপিণাং দেবানাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং হৃদ্দেশঃ জ্ঞানভক্তিযুতং ভবতু; অস্মাকং কর্ম্মভিঃ সহ তে দেবাঃ অস্মদীয়ং হৃদয়ং অধিকুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নররূপী যে দেবগণ ভগবৎ-প্রাপ্তি-কামনায় (ইন্দ্রসামীপ্য লাভের জন্য) মন্ত্রকর্ম্মসংযুত জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে আমাদিগের হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই নরদেবগণ আমাদিগের কর্ম্মসমূহের সহিত যজ্ঞক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়কে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করুন। (ভাব এই যে,—নররূপী দেবগণের অনুগ্রহে আমাদিগের হৃদয় জ্ঞানভক্তিযুত হউক; আমাদিগের কর্ম্মসমূহের সহিত সেই দেবগণ আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করুন) ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

তে দেবাঃ 'নাসত্যাভ্যাং' (অশ্বিনীকুমারদেবাভ্যাং—তদ্দেবসকাশপ্রাপণার্থং, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশায় ইতি ভাবঃ) 'পরিজ্মানং' (সর্ব্বতঃগমনশীলং, সকলদেবভাবপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'সুখং' (সুখকরং) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'তক্ষন্' (নির্ম্মিতবন্তঃ, প্রদর্শিতবন্তঃ), যথা 'সবর্দুঘাং' (ক্ষীরামৃতস্য দোগ্ধ্রীং, অমৃতনিস্যন্দিনীং) 'ধেনুং'

। । । ।
যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজূয়বঃ।

। ।
ঋভবো বিষ্ট্যক্রত ॥ ৪ ॥

(গাং, ধর্ম্মরূপাং জ্ঞানরশ্মিং ইত্যর্থঃ) 'তক্ষন্' (প্রদর্শিতবন্তঃ, প্রদর্শয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নররূপিণঃ তে দেবাঃ মনুষ্যান্ ভগবৎসামীপ্যং সংবাহয়ন্তি; তে এব আদর্শরূপাঃ সন্তঃ ধর্ম্মস্য স্বরূপং প্রদর্শয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবগণ, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশের নিমিত্ত সর্ব্বত্রগমনশীল অর্থাৎ সকল দেবভাব-প্রাপক, সুখকর সৎকর্ম্ম রূপ যানকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন—দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং অমৃতনিস্যন্দিনী ধর্ম্মরূপ জ্ঞানরশ্মিকে প্রদর্শন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—নররূপী সেই দেবগণ মনুষ্যদিগকে ভগবৎসমীপে সংবাহন করিয়া লইয়া যান; তাঁহারাই আদর্শ-স্বরূপ হইয়া, ধর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শন করেন।) ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্যমন্ত্রাঃ' (অবিতথমন্ত্রসামর্থ্যোপেতাঃ, সত্যপরায়ণাঃ, সত্যমন্ত্ররূপাঃ) 'ঋজূয়বঃ' (অকপটাঃ, সাধুচরিত্রাঃ, সংস্বরূপপরায়ণাঃ) 'পুনঃ' (তথা) 'বিষ্টী' (ব্যাপ্তিযুক্তাঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানাঃ) 'ঋভবঃ' (ঋভুনামকাঃ দেবাঃ, নরদেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'যুবানা' (যূনঃ, সংসারমোহ-পঙ্কনিমজ্জিতান্ প্রমত্তান্ জনান্) 'পিতরা' (পিতৄন্ পিতৃলোকগমনযোগ্যান্, প্রজ্ঞাসম্পন্নান্ ইত্যর্থঃ) 'অক্রত' (কৃতবন্তঃ, কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ)। নরদেবাঃ ঋভবঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমানত্বাৎ স্বকীয়াদর্শেন মোহান্ধজনান্ উদ্ধারয়িতুং সমর্থাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্যপরায়ণ অকপট সাধুচরিত এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঋভুদেবগণ অর্থাৎ নরদেবতারা সংসারমোহপঙ্কনিমজ্জিত প্রমত্তজনগণকে পিতৃলোকগমনযোগ্য অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—নরদে
দ্বারা মোহান্ধজনগণকে উদ্ধার ক

সং বো মদাসো অগ্মতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা।

আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ ॥ ৫ ॥

উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দ্দেবস্য নিষ্কৃতম্।

অকর্ত্ত চতুরঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রেণ' (ভগবতা ইন্দ্রদেবেন, শক্তেঃ ঐশ্বর্য্যস্য চ অধিপতিনা) 'চ' (তথা) 'মরুত্বতা' (মরুদ্ভিঃ যুক্তৈঃ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ) 'চ' (তথা, স্থূলতঃ ইত্যর্থঃ) 'রাজভিঃ' (দীপ্যমানৈঃ, স্বপ্রকাশৈঃ) 'আদিত্যেভিঃ' (অনন্তস্যাঙ্গীভূতৈঃ, সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ—সহ মিলিতাঃ ইত্যর্থঃ) হে নরদেবাঃ ঋভবঃ! 'বঃ' (যুষ্মান্) 'মদাসঃ' (মদাঃ, আনন্দপ্রদাঃ সোমাঃ, অস্মাকং ভক্তিসুধাঃ, কর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'সং অগ্মত' (সমগ্মত, সঙ্গতাঃ বা সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্তাঃ ভবন্তু)। সর্ব্বে দেবাঃ যথৈব পূজার্হাঃ অস্মাকমনুস্মরণীয়াঃ ভবন্তি, নরদেবাঃ ঋভবোঽপি তথৈব অস্মাকং পূজাধিকারিণঃ অনুস্মরণীয়াঃ চ ভবন্তু—ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান ইন্দ্রদেবের (শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতির) এবং মরুদ্দেবগণের (বিবেকরূপী দেবগণের) এবং (স্থূলতঃ) দীপ্যমান স্বপ্রকাশ অনন্তের অঙ্গীভূত অর্থাৎ সকল দেবগণের সহিত মিলিত, হে নরদেব ঋভুগণ আপনাদিগকে আমাদিগের ভক্তিসুধা অথবা কর্ম্মসকল প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—সকল দেবগণ যেমন আমাদিগের অনুস্মরণীয় হয়েন, নরদেব ঋভুগণও সেইরূপ আমাদিগের পূজ্য ও অনুস্মরণীয় হউন।) ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (যতঃ তে নরদেবাঃ) 'ত্বষ্টুর্দ্দেবস্য' (ত্বষ্টৃদেবসম্বন্ধিনঃ, ত্রাণকর্ত্তুঃ সংসারবন্ধনচ্ছেদকস্য দেবস্য) 'ত্যং' (তং, প্রখ্যাতং) 'নবং' (অভিনবং, সংসহযুক্তং) 'নিষ্কৃতং'

তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে।

একমেকং সুশস্তিভিঃ ॥ ৭ ॥

(পরিত্রাণোপায়মূলকং) 'চমসং' (যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গং—ভগবতি কর্ম্মসম্প্রদানরূপং ইতি যাবৎ) 'পুনঃ চ' (পুনরপি, তথা) 'চতুরঃ' ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রদান্ পথঃ ইত্যর্থঃ) 'অকর্ত্ত' (কৃতবন্ত, প্রকাশিতবন্ত, প্রদর্শয়ন্তি ইত্যর্থঃ); অতঃ তে অনুস্মর্ত্তব্যাঃ পূজ্যাঃ বা ইতি পূর্ব্বসম্বন্ধঃ। যানি কর্ম্মাণি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রদানি ভবন্তি, নরদেবাঃ ঋভবঃ ইহজগতি তেষাং কর্ম্মাণাং স্বরূপং তত্ত্বং প্রকাশয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেহেতু সেই নরদেবগণ, ত্বষ্টুদেবতার সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ সংসারবন্ধনচ্ছেদক ত্রাণকারী দেবতার সম্বন্ধীয়) সেই প্রখ্যাত, অভিনব, পরিত্রাণোপায়মূলক ভগবানে কর্ম্মসম্প্রদান-রূপ যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গকে এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ পথসমূহকে প্রকাশিত করিয়াছেন—প্রদর্শিত করেন; অতএব, তাঁহারা অর্থাৎ সেই নরদেবগণ অনুস্মরণীয় ও পূজ্য হয়েন। (ভাব এই যে,—যে সকল কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রদ হয়, সেই নরদেবগণ ইহজগতে সেই কর্ম্মসমূহের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশিত করেন।) ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তে' (নরদেবাঃ ঋভবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) 'রত্নানি' (রমণীয়ানি ধনানি) 'ধত্তন' (ধারয়ন্তি, দদতি ইত্যর্থঃ); 'সুন্বতে' (সৎকর্ম্মপরায়ণায় সাধকায়, তস্মৈ প্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'ত্রিরা সাপ্তানি' (ত্রিলোকব্যাপীনি সপ্তলোকোপকারীণি রত্নানি) দদতি ইতি শেষঃ; 'সুশস্তিভিঃ' (শোভনস্তুতিমন্ত্রৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইতি ভাবঃ) 'একমেকং' (ক্রমেণ, একং একং কৃত্বা, কর্ম্মানুসারেণ ইতি ভাবঃ) রত্নানি বিতরন্তি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—তে নরদেবাঃ পরমং ধনং বিতরন্তি; কর্ম্মানুসারেণ তদ্ধনং অধিগম্যতে ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সেই নরদেব ঋভুগণ আমাদিগের জন্য রমণীয় ধনসমূহ ধারণ করিয়া আছেন; সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধককে তাঁহারা ত্রিকালব্যাপী সপ্তলোকের হিতসাধক ধনসমূহ প্রদান করেন;

অধারয়ন্ত বহ্নয়োঽভজন্ত' সুকৃত্যয়া

ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শোভনস্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা কর্ম্মানুসারে এক এক করিয়া সেই ধন তাঁহারা বিতরণ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—নরদেবগণ সংসারে পরমধন বিতরণ করিতেছেন; কর্ম্মানুসারে সেই ধন অধিগত হয়।) ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বহ্নয়ঃ' (বোঢারঃ, যাগাদিসৎকর্ম্মসম্পাদয়িতারঃ ঋভবঃ ইত্যর্থঃ) 'সুকৃত্যয়া' (শোভন-কর্ম্মণা, সৎকর্ম্মপ্রভাবেন) 'অধারয়ন্ত' (অমৃতফলাভাদমরবৎ প্রাণান্ ধারিতবন্তঃ) 'দেবেষু' (দেবতানাং মধ্যে—প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞার্হং যজ্ঞসম্বন্ধিনং) 'ভাগং' (অংশং) 'অভজন্ত' (সেবিতবন্ত, লভন্তে ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মপ্রভাবেন মর্ত্যাঃ অপি দেবত্বপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ অমৃতস্য অধিকারিণঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যাগাদি সৎকর্ম্মসম্পাদনকারী ঋভুদেবগণ সুকৃতির দ্বারা (সৎকর্ম্ম-প্রভাবে) অমৃতফলাভে অমরবৎ প্রাণধারণ করিয়া দেবতাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মানুষও দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া অমৃতের অধিকারী হয়) ॥ ৮ ॥

মন্ত্র-কয়েকটী সম্বন্ধে বক্তব্য।

এই মন্ত্র-কয়েকটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গের (প্রথম মণ্ডল, বিংশ সূক্তের) অন্তর্ভুক্ত।

এই মন্ত্র-সমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য,—মনুষ্যত্ব-লাভ। মানুষই কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্বের অধিকারী হয়,—এই তত্ত্বই এখানে বিবৃত। তদ্দ্বারাই বিঘ্ননাশ হয়।

জ্ঞানবেদ।

সু-বৃষ্টির জন্য জাপ্য-মন্ত্র।

———:•:———

সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিকার্য্যের হানি হয়—শস্যাদি উৎপত্তির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। কারীরী-যাগে বৃষ্টি হয়। সে যজ্ঞ বিশেষ আয়াসসাধ্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে কয়েকটী জাপ্য-মন্ত্র আছে।

কি ভাবে ঐ কয়েকটী মন্ত্র জপ করিতে হইবে, অথর্ব্ববেদ-সংহিতার চতুর্থ কাণ্ডে তৃতীয় অনুবাকে পঞ্চদশ সূক্তে তাহার বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। যথা-নিয়মে ঐ সূক্তের ষোলটী মন্ত্র জপ করিলে সু-বৃষ্টি হইবে; ফলে বসুন্ধরা শস্য-সমন্বিতা হইবেন। অথর্ব্ববেদোক্ত সেই জাপ্য মন্ত্র কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা—

• • •

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ সমভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু।

মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু॥ ১॥

প্রাচ্যাদি দিকসমূহে সঞ্চিত বাষ্পসমূহ বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উদকপূর্ণ মেঘে পরিণত হউক। ঋষভের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক বায়ু-বিচালিত মেঘ-সম্বন্ধী জলরাশি পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক—ধরিত্রী ওষধিতে পরিপূর্ণ হউন॥ ১॥

• • •

সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবোঽপাং রসা, ওষধীভিঃ সচন্তাম্।

বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্‌জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ ॥ ২ ॥

সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং বেগাসঃ পৃথগুদ্‌বিজন্তাম্।

বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্‌জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ ॥ ৩ ॥

গণাস্ত্বোপ গায়ন্তু মারুতাঃ পর্জ্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্।

সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৪ ॥

শোভনদানযুক্ত (প্রকৃষ্টদাতা) মরুদ্দেবগণ বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। বৃষ্টির জলে রস-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ওষধিসমূহের বীজাঙ্কুর উদ্গত হউক। বর্ষার ধারা-বিভূষিত ধরিত্রীতে নানাবিধ ওষধি উৎপাদিত হউক। ২ ॥

* * *

আমাদিগের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া, হে দেবগণ! আপনারা মেঘসমূহকে বেগযুক্ত জল-প্রবাহে পরিণত করিয়া পরিচালন করুন। বর্ষা-ধারা-বিভূষিত ধরিত্রীতে নানাবিধ বীরুধ অর্থাৎ ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি উৎপাদিত হউক ॥ ৩ ॥

* * *

হে পর্জ্জন্যদেব! সাঙ্গোপাঙ্গ সহ গর্জ্জন বা আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক সৃষ্টির কারণভূত বর্ষার বারিধারায় পৃথিবীকে আর্দ্রীভূত করুন। তদ্দ্বারা বসুন্ধরা ফলশস্যে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৪ ॥

* * *

উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্ত্বেষো অর্কো নভ উৎ পাতয়াথ।

মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ৫ ॥

অভি ক্রন্দ স্তনয়ার্দ্দয়োদধিং ভূমিং পর্জ্জন্য পয়সা সমঙ্গ্ধি।

ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষমাষারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্ ॥ ৬ ॥

সং বোবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।

মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৭ ॥

সমুদ্র হইতে বৃষ্টির জল উর্দ্ধদেশে প্রেরিত হউক। তাহাতে নভঃপ্রদেশে দীপ্তিমান উদক-সঞ্চার হইয়া পৃথিবীতে তাহা বর্ষিত হউক। ঋষভের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক বায়ু-বিচালিত মেঘ-সম্বন্ধী জলরাশি পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করুক—ধরিত্রী ওষধিতে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৫ ॥

* * *

হে পর্জ্জন্যদেব! (আপনার আগমনের বার্ত্তা) মেঘগর্জ্জনে বিঘোষিত হউক। আপনি সমুদ্রকে উদকদানে বিক্ষোভিত করুন। মধুর বৃষ্টি প্রদানে ভূমিকে অভিসিঞ্চিত করুন। আপনার সৃষ্ট বর্ষণসমর্থ মেঘসমূহ আগমন করুক। 'আষারৈষী' অর্থাৎ সূর্য্য এবং 'কৃশগুঃ' অর্থাৎ রশ্মিসমূহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ুক ॥ ৬ ॥

* * *

হে মানবগণ! শোভনদানশীল দেবগণ, তোমাদিগকে (সংসারের সকল প্রাণীকে) বৃষ্টির দ্বারা শান্তিদান করুন। বৃষ্টির বারিবর্ষণে স্থূল বারিপ্রবাহ উৎপাদিত হউক। মরুদ্দেবগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত জলপূর্ণ মেঘসমূহ পৃথিবীতে বর্ষিত হউক ॥ ৭ ॥

* * *

আশামাশাং বি দ্যোতন্তাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৮ ॥

আপো বিদ্যুদভ্রং বর্ষং সং বোবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ প্রাবন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৯ ॥

অপামগ্নিস্তনূভিঃ সংবিদানো য ওষধীনামধিপা বভূব
স নো বর্ষং বনুতাং জাতবেদাঃ প্রাণং প্রজাভ্যো অমৃতং দিবস্পরি ॥ ১

দিকে দিকে দীপ্যমান বিদ্যুৎ স্ফুরিত হউক। দিকে দিকে মেঘের উৎপাদনকারী বায়ু প্রবাহ প্রবাহিত হউক। মরুদ্দেবগণ কর্তৃক সঞ্চালিত মেঘসমূহ পৃথিবীতে বর্ষিত হউক ॥ ৮ ॥

• • •

হে শোভনদানশীল দেবগণ! আপনাদের সম্বন্ধি 'অবাদি' পদার্থ অর্থাৎ মেঘস্থ জলরাশি বিদ্যুৎ, উদকপূর্ণ মেঘ, বৃষ্টির জল এবং অজগরসমানাকৃতি বারিপ্রবাহ, জগৎকে পরিতৃপ্ত করুক। মরুদ্দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত মেঘসমূহ পৃথিবীকে প্লাবিত করুক ॥ ৯ ॥

• • •

মেঘরূপ দেহে বিদ্যমান বিদ্যুতাগ্নি-সমূহের, ওষধিসমূহের অর্থাৎ উৎপদ্যমানদিগের মূলভূত জাতবেদা, দ্যুলোক হইতে আমাদিগের পক্ষে জীবনপ্রদ ও অমৃতদাতা হউন ॥ ১০ ॥

• • •

প্রজাপতিঃ সলিলাদা সমুদ্রাদাপ ঈরয়ন্নুদধিমর্দ্দয়াতি।

প্র প্যায়তাং বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতোঽর্ব্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহি॥ ১১॥

অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ শ্বসন্তু গর্গরা অপাং বরুণাব নীচীরপঃ সৃজ।

বদন্তু পৃশ্নিবাহবো মণ্ডূকা হরিণানু॥ ১২॥

সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।

বাচং পর্জ্জন্যজিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ॥ ১৩॥

প্রজাগণের পালক বৃষ্টিপ্রদ সম্বৎসরাত্মক প্রজাপতি সূর্য্যদেব ব্যাপনশীল সমুদ্র হইতে উদকসমূহকে বৃষ্টির জন্য প্রেরণ করিয়া রশ্মিসমূহের দ্বারা পীড়ন করুন। অশ্বের ন্যায় গতি-বিশিষ্ট ব্যাপনশীল মেঘের বৃষ্ট্যুৎপাদনভূত বীর্য্য প্রবর্দ্ধিত করুন এবং সেই প্রবৃদ্ধবীর্য্য মেঘের সহিত, হে পর্জ্জন্যদেব, আপনি আমাদের অভিমুখে আগমন করুন॥ ১১॥

* * *

'অসুর' (মেঘসমূহের প্রেরক অথবা বৃষ্টিজলের দ্বারা প্রাণপ্রদ, জলের উৎপাদক সূর্য্য) বৃষ্ট্যু-দক বর্ষণ করুন। তাহাতে উদকসমূহের ঘর্ঘরধ্বনিযুক্ত প্রবাহসমূহ উচ্ছ্বসিত হউক। হে বরুণ-দেব! আপনিও ভূমিতে সঞ্চরণশীল জলকে মেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত করুন। তাহাতে শ্বেতবাহু-যুক্ত ভেকসমূহ বৃষ্টির জলে নবজীবন লাভ করিয়া, বিস্তীর্ণ ভূমিতে শব্দ করিতে থাকুক॥ ১২॥

* * *

ব্রতচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্বৎসরকাল বাতাতপশুষ্ক ভেকগণ, সম্বৎসরান্তে বৃষ্টির জলে লব্ধ-সংজ্ঞ হইয়া, পর্জ্জন্যের প্রীতিকর শব্দ করিতে আরম্ভ করুক। আর, তাহাদের সেই প্রীতি-কর হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া পর্জ্জন্যদেব তুষ্টিলাভ করুন॥ ১৩॥

* * *

উপপ্রবদ মণ্ডূকি বর্ষমা বদ তাদুরি।
মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ ॥ ১৪ ॥

খণ্বখা৩ই খৈমখা৩ই মধ্যে তদুরি।
বর্ষং বনুধ্বং পিতরো মরুতাং মন ইচ্ছত ॥ ১৫ ॥

মহান্তং কোশমুদচাভি ষিঞ্চ সবিদ্যুতং ভবতু বাতু বাতঃ।
তন্বতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা আনন্দিনীরোষধয়োঃ ভবন্তু ॥ ১৬ ॥

মণ্ডূকি হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দধ্বনি করুক। তাদুরি বৃষ্টিকে আহ্বান করুক অর্থাৎ তাহাদের যেরূপ শব্দ শুনিলে বৃষ্টি হয়, সেইরূপভাবে তাহারা বর্ষণ-ধ্বনি করুক। বৃষ্টির জলের দ্বারা হ্রদ পূর্ণ হইলে, সেই হ্রদের মধ্যে আপনাদের চারিটী পদ প্লবের ন্যায় প্রসারিত করিয়া তাহারা যথেচ্ছভাবে আনন্দে বিচরণ করুক ॥ ১৪ ॥

* * *

হ্রদমধ্যে বর্ত্তমান খণ্বখাই, খৈমখাই ও তাদুরি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ভেকগণ আনন্দধ্বনি করিয়া বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করুক; বৃষ্টিকামনাকারী সেই মণ্ডুকগণ বৃষ্টি আনয়ন করুক ॥ ১৫ ॥

* * *

পর্জ্জন্যদেব মেঘরূপ কোশ বা আবরণ উন্মোচন করিয়া, বর্ষার জল বর্ষণে ভূমিকে অভিষিক্ত করুন। অন্তরিক্ষ বিদ্যুৎপূর্ণ হউক; বৃষ্টির অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হউক, বৃষ্টির দ্বারা বহুপ্রকারে প্রেরিত উদকরাশি যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুকূল হউক; ওষধি অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি এবং অরণ্যজাত তরুগুল্মাদি আনন্দদায়ক বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত হইয়া হর্ষযুক্ত হউক ॥ ১৬ ॥

—•—

জ্ঞানবেদ।

—:•:—

বিবিধ কার্য্যে জাপ্য-মন্ত্র।

— • —

মানুষের অভাব অভিযোগ অশান্তির অন্ত নাই। কি অভাব, কি অভিযোগ, কি অশান্তি—চিন্তা করিতে গেলে—তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায় না। সকল প্রকার অভাব অভিযোগ অশান্তির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায় বেদ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু সে বড় বিষম কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার! মানুষের প্রচেষ্টা সে পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং অল্প অল্প করিয়া এক একটী করিয়া অভাব-বিদূরণের জন্যই তাহারা প্রধানতঃ প্রযত্নপর হয়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, অভিযোগের বিষয় অনন্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার মধ্যে যে অভি-যোগটী প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা দূরীকরণ জন্যই মানুষ প্রথম প্রযত্নপর হয়। অশান্তির জ্বালামালা চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। তাহারই যে কোনও একটী জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার জন্য মানুষ আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া ছুটে। মনে বা চিত্তে স্থৈর্য্য আনিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা মানুষের কয়েক প্রকার অভাব অভিযোগ অশান্তি দূরীকরণের পন্থা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছি। অসংখ্য অনন্ত অভাব অভিযোগ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া মানুষ তাহার মধ্যকার দুই একটীর প্রতিকার পক্ষে চেষ্টা পাইতে পারে। সেই চেষ্টাই মানুষ প্রথমে করিয়া দেখুক। তাহাতে সফলকাম হইলে, ক্রমশঃ সকল অশান্তির মূল-কারণ দূরীকরণের পথ দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইবে।

• • •

শাস্ত্রে বিশ্বাস উৎপাদনের মন্ত্র।

মন্ত্র-জপের পূর্ব্বে শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস উৎপাদন আবশ্যক। শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, সদাই সংশয়চিত্ত,—এ অবস্থায় মন্ত্র-জপ নিরর্থক হয়। তাই কোনও মন্ত্র-জপের পূর্ব্বে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস-স্থাপনের জন্ম চেষ্টা করা আবশ্যক। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মত এই যে,—নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী (ঋগ্বেদ, ৪র্থ অষ্টক, ৭ম অধ্যায়, ১৩শ বর্গ) জপ করিলে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস জন্মে।

ওঁ। অহেড়মান উপযাহি যজ্ঞং তুভ্যং পবন্ত ইন্দবঃ সুতাসঃ।

গাবো ন বজ্রিন্‌ৎস্বমোকো অচ্ছেন্দ্রাগহি প্রথমো যজ্ঞিয়ানাম্॥

হৃদয়ে সদ্ভাব-সঞ্চয় পূর্ব্বক অসৎপ্রতিবন্ধক বজ্রধারী দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। অন্তর নির্ম্মল হউক, হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান হউক,—মন্ত্রের ইহাই কামনা।

এই মন্ত্রটী প্রতিদিন এক শত বার জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে, শাস্ত্রের প্রতি সর্ব্বপ্রকার সংশয় নাশ হইয়া শাস্ত্র-বিষয়ে যথার্থ বুদ্ধি আসিবে।

পতিগৃহে প্রীতিবর্দ্ধনের মন্ত্র।

নিম্নে চারিটী মন্ত্র প্রকটিত হইল। এই মন্ত্র-কয়েকটী (অথর্ব্ববেদ-সংহিতা, ১ম কাণ্ড, ৩য় অনুবাক, ৩য় সুক্ত, ১—৪ মন্ত্র) স্ত্রীর বা পুরুষের দুর্ভাগ্য নিবারণের জন্ম বিহিত। যে স্ত্রী কখনও পতির গৃহে আশ্রয় পান না, যে স্ত্রীর প্রতি তাঁহার পতি বিরূপ ও বিরক্ত, এই মন্ত্রান্তর্গত ক্রিয়ার ফলে সেই স্ত্রী পতির সুনয়নে পতিত হইবেন এবং পতিগৃহে আশ্রয় পাইবেন। অপিচ, এই মন্ত্রের প্রভাবে পুরুষেরও সৌভাগ্যোদয় হইবে।

ওঁ। ভগমস্যা বর্চ্চ আদিষ্যধি বৃক্ষাদিব স্রজম্।

মহাবুধ্ন ইব পর্ব্বতো জ্যোক্ পিতৃষ্বাস্তাম্॥ ১॥

এষা তে রাজন্ কন্যা বধূর্নি ধূয়তাং যম।

সা মাতুর্ব্বধ্যতাং গৃহেথো ভ্রাতুরথো পিতুঃ ॥ ২ ॥

এষা তে কুলপা রাজন্ তামু তে পরি দদ্মসি।

জ্যোক্ পিতৃষ্বাসাতা আ শীর্ষ্ণঃ সমোপ্যাৎ ॥ ৩ ॥

অসিতস্য তে ব্রহ্মণা কশ্যপস্য গয়স্য চ।

অন্তঃকোশমিব জাময়োপি নহ্যামি তে ভগম্ ॥ ৪ ॥

——:•:——

সুপ্রসবের মন্ত্র।

নিম্নোদ্ধৃত ছয়টী মন্ত্র (অথর্ব্ববেদ-সংহিতা, ১ম কাণ্ড, ২য় অনুবাক, ৫ম সূক্ত, ১—৬ মন্ত্র) সুপ্রসব কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গর্ভিণী গর্ভযন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট পাইতেছেন, সেই সময় যথাবিধি দেবপূজনানন্তর এই সূক্তের মন্ত্র-কয়টী উচ্চারণ পূর্ব্বক শান্তিজল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। গর্ভিণীর মস্তক শীতোষ্ণ শান্তিজলে সিক্ত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ সুপ্রসব হয়।

•.•

ওঁ। বষট্ তে পূষন্নস্মিন্ৎসূতাবর্য্যমা হোতা কৃণোতু বেধাঃ।

সিস্রতাং নার্য্যৃত প্রজাতা বি পর্ব্বাণি জিহতাং সূতবা উ ॥ ১ ॥

চতস্রো দিবঃ প্রদিশশ্চতস্রো ভূম্যা উত।

দেবা গর্ভং সমৈরয়ন্ তং ব্যূর্ণুবন্তু সূতবে ॥ ২ ॥

সূষা ব্যূর্ণোতু বি যোনিং হাপয়ামসি।

শ্রথয়া সূষণে ত্বমেব ত্বং বিষ্কলে সৃজ ॥ ২ ॥

নৈব মাংসে ন পিবসি নৈব মজ্জস্বাহতম্।

অবেতু পৃশ্নি শেবলং শুনে জরায্বত্তবেহব জরায়ু পদ্যতাম্ ॥ ৪ ॥

বি তে ভিনদ্মি মেহনং যোনিং বি গবীনিকে।

বি মাতরং চ পুত্রং চ বিকুমারং জরায়ুনাব জরায়ু পদ্যতাম্ ॥ ৫ ॥

যথা বাতো যথা মনো যথা পতন্তি পক্ষিণঃ।

এবা ত্বং দশমস্যে সাকং জরায়ুনা পতাব জরায়ু পদ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

গবাদির ব্যাধি-বিনাশ মন্ত্র।

গবাদি পশু নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তাহাদের পীড়ার বা কষ্টের বিষয় তাহারা মানুষের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। যদিও নানা কালে নানারূপ পশু-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বাক্‌শক্তিহীন পশুর চিকিৎসা বড়ই কঠিন।

অথর্ববেদে পশ্বাদির চিকিৎসা-বিষয়ে নানাবিধ মন্ত্র ও প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারই মধ্য হইতে প্রথম কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ সূক্তের চারিটী মন্ত্র পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

। অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাম্

পৃঞ্চতী মধুনা পয়ঃ ॥ ১ ॥

অমূর্য্যা উপ সূর্য্যে যাভির্বা সূর্য্যঃ সহ।

তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্ ॥ ২ ॥

অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।

সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ ৩ ॥

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজম্।

অপামুত প্রশস্তিভিরশ্বা ভবথ বাজিনো গাবো ভবথ বাজিনীঃ ॥ ৪ ॥

'অম্বয়ো যন্তি' প্রভৃতি উক্ত চারিটী মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক লবণ-মিশ্রিত জল অথবা কেবল মাত্র জল গোজাতিকে পান করাইতে হইবে; তাহাতে তাহাদের সর্ব্ববিধ ব্যাধি-নাশ ও পুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। গোজাতির রোগ উপশমন ও পুষ্টি-প্রসাধন পক্ষে পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্র-কয়েকটী অশেষ ফলোপধায়ক বলিয়া উল্লিখিত হয়।

জ্ঞানবেদ।

সর্ব্বশান্তি-কামনায় জাপ্যমন্ত্র।

নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী জপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া চিত্ত-বৃত্তিকে তদনুসারী করিতে পারিলে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বলিয়াছেন,—এই এক মন্ত্র-জপেই সর্ব্বপ্রকার শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রটী এই,—

ওঁ। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

(ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গ; ১ মণ্ডল, ১৪ অনুবাক, ৮৯ সূক্ত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণোপেতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ, হে দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) যুষ্মৎ-প্রসাদাৎ 'কর্ণেভিঃ' (অস্মদীয়ৈঃ শ্রোত্রৈঃ) 'ভদ্রং' (ভজনীয়ং কল্যাণবচনং, ভগবন্মহিমানং, ভগবৎকথাং ইত্যর্থঃ) 'শৃণুয়াম' (শ্রোতুং সমর্থাঃ স্যাম); দেবভাবপ্রভাবেন অস্মাকং শ্রোত্রঃ সদৈব

ভগবৎকথামৃতশ্রবণপরঃ ভবতু—ইতি আকাঙ্ক্ষা; 'যজত্রাঃ' (হে যজনীয়াঃ, আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ অনুসরণীয়াঃ বা দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) যুষ্মৎপ্রসাদাৎ 'অক্ষভিঃ' (আত্মীয়ৈঃ চক্ষুভিঃ) 'ভদ্রং' (সুশোভনং—ভগবদ্রূপং) 'পশ্যেম' (দ্রষ্টুং সমর্থাঃ স্যাম); দেবত্বপ্রভাবেন অস্মাকং চক্ষু সদৈব শোভনভগবন্মূর্ত্তিদর্শনসমর্থঃ ভবতু ইতি আকাঙ্ক্ষা। অপিচ, হে দেবাঃ! যুষ্মৎপ্রসাদাৎ 'স্থিরৈঃ' (অচঞ্চলৈঃ, ভগবৎপরায়ণৈঃ ইত্যর্থঃ) 'অঙ্গৈঃ' (হস্তপদাদিভিঃ বহিরবয়বৈঃ স্থূলদেহৈঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'তনূভিঃ' (শরীরৈঃ—অন্তরাদিসমন্বিতৈঃ, আভ্যন্তরদেহৈঃ, সূক্ষ্মশরীরৈঃ ইত্যর্থঃ) যুক্তাঃ সন্তঃ বয়ং 'তুষ্টুবাংসঃ' (ভগবন্তং স্তবন্তঃ, দেবভাবান্ অনুসরন্তঃ) 'দেবহিতং' (দেবকার্য্যে রতং, ভগবতি উৎসৃষ্টকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (শ্রেষ্ঠং অভিলষিতং) 'আয়ুঃ' (জীবনং) 'ব্যশেম' (প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবাঃ! যুষ্মাকমনুকম্পয়া অস্মাকং জীবনং ভগবৎপরায়ণং ভগবদুদ্দেশে বিহিতকর্ম্মপরং ভবতু ইতি আকাঙ্ক্ষা।

• • •

বঙ্গানুবাদ

দীপ্তিদানাদি-গুণবিশিষ্ট সকল দেবগণ অর্থাৎ হে দেবভাবসমূহ! আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের কর্ণ-সমূহের দ্বারা আমরা যেন ভজনীয় কল্যাণবচন অর্থাৎ ভগবন্মহিমা ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে সমর্থ হই; (আকাঙ্ক্ষা এই যে,—দেবভাবপ্রভাবে আমাদের শ্রোত্র সদাকাল যেন ভগবৎকথামৃত শ্রবণপরায়ণ হয়); যজনীয় আকাঙ্ক্ষণীয় অনুসরণীয় হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের চক্ষুসমূহের দ্বারা আমরা যেন সুশোভন ভগবানের রূপ দেখিতে সমর্থ হই, (আকাঙ্ক্ষা এই যে,—দেবত্ব-প্রভাবে আমাদিগের চক্ষু সদাকাল শোভন ভগবন্মূর্ত্তিদর্শনসমর্থ হউক)। আর, হে দেবগণ! আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের অচঞ্চল অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হস্তপদাদি বহিরবয়ব-সমূহের দ্বারা (স্থূলদেহের দ্বারা) এবং অন্তরাদি-সমন্বিত আভ্যন্তরীণ শরীরের দ্বারা (সূক্ষ্মদেহের দ্বারা) যুক্ত হইয়া, আমরা ভগবানের স্তুতি করিতে করিতে অর্থাৎ দেবভাব-সমূহের অনুসরণ করিতে করিতে, দেবকর্ম্মে রত অর্থাৎ ভগবানে উৎসৃষ্টকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ অভিলষিত আয়ু যেন প্রাপ্ত হই; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! আপনাদিগের অনুকম্পায় আমাদিগের জীবন ভগবৎপরায়ণ ভগবদুদ্দেশে বিহিতকর্ম্মপর হউক—এই আকাঙ্ক্ষা)।

• • •

যেন তাঁরই কথা শুনি, যেন তাঁরই রূপ দেখি, যেন তাঁরই কার্য্যে দেহ-মন সমর্পণ করিতে পারি,—আমাদিগের মধ্যে দেবভাবের বিকাশ হইয়া আমাদিগের সেইরূপ জীবন প্রস্ফুট হউক। ইহাই প্রার্থনার নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ।

—— • ——